তাফসীরে বায়যাবী

(সূরা ফাতিহা)

কাযী নাসিরুদ-দীন আবদুল্লাহ আল-বায়যাবী রহ.

www.pathagar.com

তাফসীরে বায়যাবী

(সূরা ফাতিহা)

মূল ঃ

কাযী নাসিরুদ-দীন আবদুল্লাহ আল-বায়যাবী (রহ)

ভাষান্তর ঃ

মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন

www.pathagar.com

তাফসীরে বায়যাবী
(সূরা ফাতিহা)
অনুবাদ ঃ মু. জামাল উদ্দিন

প্রকাশক ঃ

হাফেজ মুহাম্মদ নিজামুদ্দীন
ই/৪/বি, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর
রাজশাহী

প্রথম প্রকাশ ঃ

আষাঢ় ১৩৯৫
জিলকাদ ১৪০৮
জুলাই ১৯৮৮

মুদ্রণে ঃ

দি হলি প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৬৭-বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া
ঢাক—১২১৯

বাঁধাই ঃ

এম, এন, মল্লিক এণ্ড কোং
২১, বসু বাজার লেন, নারিন্দা
ঢাকা—১০০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

* হাফেজ মোহাম্মদ আমীন
পেশ ইমাম, জহুরুল হক হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

* হাফেজ শাহজুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্য ঃ ৪০·০০

Tafsir-e Baidawi (Sura Fatiha), translated and annotated by Muhammad Jamal Uddin. Asst. professor. Dept. of Arabic & Islamic Studies, Rajshahi University, Rajshahi.

Price ঃ Tk. 40·00 U. S. Dollar 2·00

www.pathagar.com

মুমূর্ষু মায়ের বিছানার পাশে বসে যেদিন উম্মুল কুরআনের অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম, সেদিন ভাবতেও পারিনি যে, তাঁর কাছে বসেই এর শেষ লাইনটিও অনুবাদের সুযোগ পাব। স্নেহময়ী "আম্মা" বেঁচে আছেন আজও, কিন্তু তিনি জানেন না যে, তিনি বেঁচে আছেন। ওগো পরম করুণাময় রহমানুর রাহীম! দয়া করে তোমার পবিত্র কালামের এই খেদমতটুকু কবুল কর, আর এর বিনিময়ে যদি তোমার মহিমান্বিত দরবারে কিছু মঞ্জুর হয়, তবে তার সবটুকু দিও আমার আম্মা ও মরহুম আব্বাকে। আর যারা এই গ্রন্থ প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন দয়া করে তাদের মা-বাবাকেও এ উছিলায় মাফ করে দিও। আমীন !!

মু· জামাল উদ্দিন
১৫। ৭। ৮৮

www.pathagar.com

সূচীপত্র

	অনুবাদকের আরয	ছয়
১.	মূল গ্রন্থের ভূমিকা	৩
২.	সূরা ফাতিহা	১১
৩.	সূরা ফাতিহার নামকরণ	১৩
৪.	তাসমিয়া সূরা ফাতিহার অংশ কি না	১৭
৫.	তাসমিয়ার ব্যাখ্যা	২০
৬.	'আল্লাহ' শব্দের ব্যাখ্যা	৩৪
৭.	রহমান ও রাহীম-এর ব্যাখ্যা	৪৫
৮.	আলহামদু লিল্লাহ	৫৩
৯.	যিনি নিখিল জাহানের রব	৫৯
১০.	বিচার দিনের মালিক	৬৪
১১.	আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি	৭৩
১২.	আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন	৮৬
১৩.	যাদের তুমি নিআমত দান করেছ	৯২
১৪.	তাদের পথে নয় যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট	৯৬
১৫.	'আমীন' শব্দের ব্যাখ্যা	১০১

www.pathagar.com

অনুবাদকের আরয

নাহ্‌মাদুল্লাহা ওয়া নুসাল্লী আলা রসূলিহিল কারীম। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি মানব জাতিকে বিবেকবুদ্ধি দান করে সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। বস্তুত এই জ্ঞানের সাহায্যেই আমাদের পক্ষে মহান আল্লাহ্‌র কালামে মাজীদের তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে, রচিত হয়েছে এই মহাগ্রন্থকে কেন্দ্র করে হাজারো ধরনের গ্রন্থ। এ ক্ষেত্রে আল্লামা বায়যাবীর তাফসীর একটি অনন্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

আল্লামা বায়যাবী ছিলেন ক্ষণজন্মা মনীষীদের অন্যতম। তিনি ইরানের বাইদা (ইসতাখ্‌র) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁহার নাম আবদুল্লাহ, উপাধি নাসিরুদ-দীন, উপনাম আবুল খায়ের ও আবু সাঈদ, পিতা উমার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী। তাঁহার শিক্ষা জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তিনি উলূমে দীন, হিকমাত, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, অর্থাৎ সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখায় পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন। উলূমে দীন সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্ব সর্বজন স্বীকৃত।

কাযী সাহেব ইবাদত গুজার, সাধক, নেককার, সৎকর্মপরায়ণ এবং স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠ ইমাম ছিলেন। কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি শীরায-এর কাযী (বিচারক) ছিলেন। এই পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর তিনি তাবরীয চলে যান এবং সেখানে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ নামক এক বুযুর্গের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিনি তাফসীরে বায়যাবী রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মুখতাসারুল ওয়াসীত (ফিক্‌হ সংক্রান্ত), মিনহাজুল উসূল ইলা ইলমিল উসূল, শারহি মুন্তাখাব (উসূল ফিক্‌হ), তাওয়ালীউল আনওয়ার (কালাম শাস্ত্রীয়), মাসাবীহুল আরওয়াহ (উসূলে দীন), শারহি মাসাবীহ (হাদীস), শারহি কাফিয়া (ব্যাকরণ), শারহি মাতালি (মানতিক), লুব্বুল লুবাব ফী ইলমিল-ইরাব, নিজামুত-তাওয়ারীখ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

আল্লামা বায়যাবী ৬৮৫ হিজরী/১২৮৬ খৃ. (মতান্তরে ৬৮২/১২৮৩) তাবরীযে ইন্তেকাল করেন এবং এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

তাফসীরে বায়যাবী

গ্রন্থখানির পূর্ণনাম 'আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত-তা'বীল' তাফসীরে বায়যাবী নামেই সুপ্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

বিগত 'আটশ' বছর যাবৎ এ অমূল্য কিতাবখানি তাফসীর শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল-কুরআনের ভাব-ভাষা, তত্ত্ব-তথ্য, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অনুধাবনে সর্বযুগের আলেমগণ এ গ্রন্থকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে আসছেন। বিশ্বের সব দেশে উলূমুল কুর্আনের শিক্ষার্থীদেরকে অত্যাবশ্যকীয় পাঠ্য হিসেবে "বায়যাবী শরীফ" অধ্যয়ন করতে হয়। গ্রন্থখানি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কাওমী মাদ্রাসাগুলোর কামিল ক্লাসে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আরবী, ইসলামিক ষ্টাডিজ ও উলূমুল-কুর্আন বিভাগের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কারণ দলীলের সাহায্যে বাতিল আকীদা সমূহের অসারতা প্রমাণ করে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল-জমাআতের আকীদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাফ্সীরে বায়যাবী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

কাযী বায়যাবী তাঁর এ অমূল্য গ্রন্থে ভাষাগত নিপুণতা, শব্দের নির্গমন উৎস, আভিধানিক বিশ্লেষণ, ইল্মে কিরাআতের পর্যালোচনা, ইল্মে মাআনী ও ইল্মে বায়ানের আলোকে শব্দের সঠিক অর্থ নিরূপণ এবং আয়াত সমূহের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে গিয়ে মানতিক ও বালাগাতের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। স্থানে স্থানে ইল্মে মা'রিফাতের স্তর সমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। ইল্মে নাহু (বাক্য প্রকরণ) ও ইল্মে সরফের (শব্দ প্রকরণ) আলোকে আল-কুরআনের শব্দ চয়নের যথার্থতা ও বাক্য গঠনের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন। আহ্কাম বর্ণনার ক্ষেত্রে যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের অভিমত উল্লেখ করেছেন। ইল্মুল-কালাম তথা দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বিশুদ্ধ অভিমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হাদীসের আলোকে সূরা সমূহের ফযীলাত বর্ণনা করেছেন।

এক কথায় বলতে গেলে এ যেন পবিত্র কুর্আন থেকে সঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংরক্ষিত জ্ঞান-ভাণ্ডার। এ জ্ঞান-ভাণ্ডার হতে পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য তেমন কোন সহায়ক গ্রন্থ আমাদের দেশে নেই। ফলে যুগ যুগ ধরে এ জ্ঞান-ভাণ্ডার বিশেষ কিছু লোক ছাড়া অগণিত জ্ঞান সাধকের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এ মহামূল্যবান গ্রন্থটি মাতৃভাষার মাধ্যমে অধ্যয়নের সুযোগ পেলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রী, পাঠক-পাঠিকা ও আল-কুরআনের গবেষকবৃন্দের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি প্রশস্ত দ্বার উন্মোচিত হত, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এর কোন অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি।

কুরআনুল কারীমের মূল বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবেশিত হয়েছে সূরা ফাতিহার মাঝে। ফলে তাফ্সীরে বায়যাবী থেকে এ সূরাটি পড়াতে গিয়ে বাংলায় এর ভাষান্তর করার কথা মাঝে মাঝে ভাবতাম। কিন্তু সদা-ব্যস্ততা ও বুদ্ধি-জ্ঞানের দীনতা নিয়ে একাজে অগ্রসর হওয়ার সাহস পাচ্ছিলাম না।

www.pathagar.com

পরিশেষে ছাত্রদের অনুরোধ এবং সহকর্মীদের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কামনা করে অনুবাদ-কার্য আরম্ভ করি। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হতেই অনুভব করলাম যে, শুধু অনুবাদের মাধ্যমে মূল ভাষ্যের দুর্বোধ্যতা নিরসন হচ্ছে না। কারণ ভাষ্যকার তাঁর এ গ্রন্থে আরবী সাহিত্যের বুনিয়াদী বিষয়গুলো উপস্থাপিত করেছেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিতের মাধ্যমে। এছাড়া মাঝে মাঝে তিনি প্রশ্ন উহ্য রেখে উত্তর দিয়েছেন। ফলে অনুবাদের সাথে সাথে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত সমূহের সম্ভাব্য বিশ্লেষণ ও উহ্য প্রশ্নগুলোর উল্লেখ করতে হয়েছে টীকার মাধ্যমে। আর এ টীকা লিখতে গিয়ে পরিশ্রম করতে হয়েছে অনুবাদের তুলনায় অনেক বেশী।

আল্লাহ্ পাকের অশেষ অনুগ্রহে ফাতিহাতুল-কিতাবের অনুবাদকার্য সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁর এ গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য যে বিশদ অর্থে ব্যবহার করেছেন, আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান হয়তো তার কাছেও পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। তবুও কোন পাঠক যদি এর সাহায্যে সামান্যতম উপকার লাভ করেন, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

এই গ্রন্থে প্রথমে মূল গ্রন্থের ভূমিকা উল্লেখ করে তারপর সূরা ফাতিহা আরম্ভ করা হয়েছে। সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে মূল আরবী ভাষ্যে হরকত যোগ করা হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠায় অনুবাদের শেষে প্রয়োজনীয় স্থানে ক্রমিক নম্বর সহ টীকা সন্নিবেশিত হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করা হয়নি। বিশুদ্ধ অনুবাদ এবং সঠিক বিষয়বস্তু উদঘাটনের উদ্দেশ্যে আমার প্রচেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তবুও ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। বিদগ্ধ পাঠকগণ অনুগ্রহ করে ইঙ্গিত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তা সংশোধন করা হবে।

মু: জামাল উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

سُورَةُ الفَاتِحَة

সূরা ফাতিহা

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

ভূমিকা[১]

الحمد لله "الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" فتحدى باقصر سورة من سوره مصاقع الخطباء من العرب العرباء فلم يجد به قديرا . وافحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتي حسبوا انهم سحروا تسحيرا ثم بين للناس ما نزل اليهم حسبما عن لهم من مصالحهم ليتدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب تذكيرا . فكشف قناع الانغلاق عن ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات . هن رموز الخطاب تاويلا وتفسيرا .

---

১. মূল গ্রন্থ "আনওয়ারুত্-তানযীল ওয়া আসরারুত্-তাবীল"-এর ভূমিকা।

www.pathagar.com

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য "যিনি তার বান্দার উপর সৃষ্টজগতের সতর্ককারী হিসেবে ফোরকান নাযিল করেছেন।"[২] অতঃপর আরবের যুগশ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের প্রতি এর ক্ষুদ্রতম সূরার মোকাবিলায় একটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। কিন্তু কেউ এর মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। 'কাহ্‌তান' আর 'আদ্‌নান' গোত্রের যে সব বাকপটু পণ্ডিত এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিল,[৩] পবিত্র কুরআনের বর্ণনাশৈলী তাদেরকে নীরব ও নিস্তব্ধ করে দিয়েছে। অবশেষে তারা আল্-কুরআনের আয়াত দ্বারা নিজেদেরকে মায়াজালে আবদ্ধ মনে করতে থাকল।

আল্লাহ্ পাক তাঁর নাযিল করা আয়াতসমূহে মানব জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান এমন ভাবে পেশ করেছেন, যেন বিবেকবান লোকেরা আয়াতের তত্ত্বানুসন্ধানের মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া প্রিয়নবীর মাধ্যমে 'মুহ্‌কাম' ও 'মুতাশাবেহ' আয়াতগুলো থেকে জড়তা ও জটিলতার আবরণ উন্মোচন করেছেন।[৪] 'মুহ্‌কাম' আয়াতগুলো পবিত্র কুরআনের মূল ভিত্তি, আর 'মুতাশাবেহ' আয়াতগুলো বিশ্বপ্রভুর অভিভাষণের গোপন রহস্য সম্বলিত।

---

২. এখানে "বান্দা" বলে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে বুঝানো হয়েছে। 'ফোরকান'—হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী মানদণ্ড আল্-কুরআন।

৩. "কাহ্‌তান" ও "আদ্‌নান" আরবের দুটি প্রাচীন গোত্রের নাম। সব আরববাসী তখন এ দুটি গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিল। ফলে এ দুটি গোত্রের নাম উল্লেখ করে সব আরববাসীকে বুঝানো হয়েছে।

৪. "মুহ্‌কাম" আয়াত, যে সব আয়াতের অর্থ নির্বাচনে দ্বার্থতা বা সংশয়ের অবকাশ নেই। "মুতাশাবেহ" যেসব আয়াতের অর্থ নির্ধারনে দ্ব্যর্থতা বা সংশয়ের অবকাশ আছে।

www.pathagar.com

وَابْرَزَ غَوَامِضَ الْحَقَائِقِ وَلَطَائِفَ الدَّقَائِقِ لِيَتَجَلّٰى لَهُمْ خَفَايَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَخَبَايَا الْقُدْسِ وَالْجَبَرُوْتِ لِيَتَفَكَّرُوْا فِيْهَا تَفْكِيْرًا وَمَهَّدَ لَهُمْ قَوَاعِدَ الْاَحْكَامِ وَاَوْضَاعَهَا مِنْ نُصُوْصِ الْاٰيَاتِ وَاَلْمَاعَهَا لِيَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسُ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيْرًا فَمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ فَهُوَ فِي الدَّارَيْنِ حَمِيْدٌ وَسَعِيْدٌ وَمَنْ لَّمْ يَرْفَعْ اِلَيْهِ رَاْسَهٗ وَاَطْفَاءَ نِبْرَاسَهٗ يَعِشْ ذَمِيْمًا وَّسَيَصْلٰى سَعِيْرًا .

আল্লাহ পাক তাঁর কালামে সৃষ্টির রহস্য এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুর সূক্ষ্মতাকে উন্মুক্ত ও প্রস্ফুটিত করে দিয়েছেন যাতে মানুষের সম্মুখে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের গোপন তথ্যাবলী, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রবল ক্ষমতার গূঢ় রহস্য উন্মোচিত ও আলোক দীপ্ত হয়ে পড়ে এবং তারা যেন এসব নিয়ে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনায় আত্মনিয়োগ করে।

অনন্তর তিনি মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অপরিচ্ছন্নতা দূর করে তাদেরকে পূত-পবিত্র করার উদ্দেশ্যে আয়াত সমূহের ভিত্তিতে আইনের মূলনীতি নির্ধারন করেছেন ও তার বুনিয়াদ স্থির করে দিয়েছেন। অতএব যার আত্মা পরিচ্ছন্ন, অথবা যে ব্যক্তি নিবিষ্ট মনে তার শ্রবণ শক্তিকে পবিত্র কুরআনের দিকে ফিরিয়েছে, সে দুনিয়াতে ও আখেরাতে প্রশংসিত ও পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি একটিবারও আল্লাহ্‌র কালামের দিকে তার মস্তক উত্তোলন করেনি এবং নিজের স্বভাবগত জ্যোতি-টুকুও বরবাদ করে দিয়েছে, সে দুনিয়াতেও অপমানকর ও লাঞ্ছিত জীবন যাপন করবে এবং অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[৫]

---

৫. স্বভাবগত জ্যোতি' অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত ন্যায় ও সত্য গ্রহণের যোগ্যতা। প্রতিটি মানব শিশু এই যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ক্রমে বিবেক-বুদ্ধি পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে সুশিক্ষা, উত্তম পরিবেশ ও নেক আমলের দ্বারা এ জ্যোতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। পক্ষান্তরে কুশিক্ষা, মন্দ পরিবেশ ও খারাপ কাজ স্বভাবগত জ্যোতি বিনষ্ট করে দুনিয়া ও আখেরাতের অমঙ্গল ডেকে আনে।

www.pathagar.com

فيا واجب الوجود ويا فائض الجود ويا غاية كل مقصود صل عليه صلوة توازى غناءه وتجازى عناءه وعلى من اعانه وقرر تبيانه تقريرا وافض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم وسلم عليهم وعلينا تسليما كثيرا . وبعد

فان اعظم العلوم مقدارا وارفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذى هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع واساسها لا يليق لتعاطيه والتصدى للتكلم فيه الا من برع فى العلوم الدينية كلها اصولها وفروعها وفاق فى الصناعات العربية والفنون الادبية بانواعها .

হে অবিনশ্বর সত্তা, হে মহান দাতা, হে কামনা-বাসনার একক নিয়ন্তা ! দয়া করে তুমি আমাদের প্রিয় নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ কর। বর্ষণ কর রহমত তাঁর কল্যাণ ও ত্যাগ তিতিক্ষার সমপরিমাণ। ঐসব লোকদের প্রতিও তোমার করুণা বর্ষণ কর, যাঁরা মদদ করেছিলেন প্রিয় নবীকে। আর যাঁরা তাঁর বক্তব্যগুলোকে হেফাযত করেছিলেন, তাঁদের উপরও তোমার অনন্ত রহমত বর্ষণ কর। প্রশস্ত করে দাও তাঁদের কল্যাণ সমূহকে আমাদের প্রতি। আমাদেরকে পরিচালিত কর সেই পথে যে পথে চলে তাঁরা তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছেন। আর আমাদেরকে ও তাঁদেরকে দান কর তোমার অশেষ মর্যাদা।

অতঃপর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, জ্ঞানজগতে তাফসীর শাস্ত্র সর্বাপেক্ষা উন্নত ও গৌরব মণ্ডিত। উৎকর্ষতা ও উচ্চমানের দিক থেকে তা শীর্ষস্থানীয়। এটা ইসলামী জ্ঞানের পরিচালক ও কেন্দ্র স্বরূপ। এটাই শরীআতের নীতিমালার উৎস ও ভিত্তিমূল।

তাফসীর শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা এবং এবিষয়ে আলোচনা ও সমালোচনার ইচ্ছা পোষণ করা এমন লোকদের পক্ষেই শোভনীয়, যাঁরা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল উৎস ও শাখা-প্রশাখায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হতে পেরেছেন।[৬]

---

৬. আরবী সাহিত্যের দিক ও বিভাগ বলে, এর মূল এবং শাখাকে বুঝানো হয়েছে। মূল ঃ ভাষা-জ্ঞান, শব্দ বিন্যাস নীতি, শব্দের উৎস, ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, অর্থের প্রয়োগ বিধি, ছন্দকরণ ও আন্তমিল। শাখা ঃ রচনা, উপস্থাপনা ও হস্তলিপি।

www.pathagar.com

وَلَطَالَمَا أَحَدَّثُ نَفْسِيْ بِأَنْ أُصَنِّفَ فِيْ هٰذَا الْفَنِّ كِتَابًا يَحْتَوِيْ عَلٰى صَفْوَةِ مَابَلَغَنِيْ مِنْ عُظَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَاءِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ دُوْنَهُمْ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِيْنَ وَيَنْطَوِيْ عَلٰى نُكَتٍ بَارِعَةٍ وَلَطَائِفَ رَائِقَةٍ اسْتَنْبَطْتُهَا اَنَا وَمَنْ قَبْلِيْ مِنْ اَفَاضِلِ الْمُتَاخِّرِيْنَ وَاَمَاثِلِ الْمُحَقِّقِيْنَ وَيُعْرِبُ عَنْ وُجُوْهِ الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُوْرَةِ الْمَعْزِيَّةِ اِلَى الْاَئِمَّةِ الثَّمَانِيَةِ الْمَشْهُوْرِيْنَ وَالشَّوَاذِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ الْقُرَّاءِ الْمُعْتَبَرِيْنَ اِلَّا اَنَّ قُصُوْرَ بِضَاعَتِيْ يُثَبِّطُنِيْ عَنِ الْاِقْدَامِ وَيَمْنَعُنِيْ عَنِ الْاِنْتِصَابِ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ.

অনেক সময় আমি (আল্লামা বায়যাবী) মনে মনে ভাবতাম এবিষয়ের উপর এমন একটি গ্রন্থ রচনা করি, যাতে থাকবে শুধু ঐসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সারমর্ম, যেগুলো আমি প্রবীণ সাহাবা, বিজ্ঞ তাবিঈন ও সালাফে সালেহীনের সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি।[৭] গ্রন্থটি হবে দক্ষতাপূর্ণ সমালোচনা ও চিত্তাকর্ষক তথ্যাবলী সম্বলিত। যেগুলো আমার নিজের ও আমার পূর্বসূরী মুতাআখ্খিরীনের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ এবং যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীদের দ্বারা উদ্ভাবিত।[৮] এছাড়া এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হবে ইলমে কিরাআতের আটজন খ্যাতনামা ইমামের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রসিদ্ধ পঠন পদ্ধতিসমূহের বিশ্লেষণ ও অন্যান্য বিশ্বস্ত কারীদের বর্ণিত বিরল পঠন পদ্ধতিগুলোর বিস্তারিত বিবরণ।

কিন্তু আমার জ্ঞানের দৈন্যতা এ পদক্ষেপ গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং অবরোধ সৃষ্টি করে আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে।

---

৭. **প্রবীণ সাহাবা** বলতে এখানে তাফসীর শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী সাহাবীদের বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে হযরত আবু বাক্‌র, উমার, উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবিত ও আবু মূসা আল-আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। **বিজ্ঞ তাবিঈন** বলতে সাহাবা-ই কিরামের পরবর্তী যুগের মক্কা, মদীনা ও কুফার বিশিষ্ট আলেমদের বুঝানো হয়েছে।...

www.pathagar.com

حَتّٰى سَنَحَ لِيْ بَعْدَ الْاِسْتِخَارَةِ مَا صَمَّمَ بِهٖ عَزْمِيْ عَلَى الشُّرُوْعِ فِيْمَا

اَرَدْتُهٗ وَالْاِتْيَانِ بِمَا قَصَدْتُهٗ نَاوِيًا اَنْ اُسَمِّيَهٗ بَعْدَ اَنْ اَتَمَّهٗ بِاَنْوَارِ التَّنْزِيْلِ وَاَسْرَارِ

التَّاْوِيْلِ فَهَا اَنَا الْاٰنَ اَشْرَعُ وَبِحُسْنِ تَوْفِيْقِهٖ اَقُوْلُ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِكُلِّ خَيْرٍ

وَالْمُعْطِيْ لِكُلِّ سُؤْلٍ

পরিশেষে ইস্তিখারার মাধ্যমে আমার নিকট এমন কিছু প্রকাশ পেয়েছে, যা আমার এ গ্রন্থ রচনার ইরাদাকে সুদৃঢ় করে দিয়েছে।[১০] ফলে কাজের সূচনা এবং সমাপ্তির পর এর নাম "আনওয়ারুত—তান্যীল ওয়া আসরারুত-তা'বীল" রেখে আমার ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি।[১১]

আর তাই আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে আমি এখন আমার কাজ আরম্ভ করতে চাচ্ছি। মূলতঃ আল্লাহ পাকই সব উত্তম কাজের সফলতা দানকারী এবং সমস্ত প্রার্থনাকারীর কামনা বাসনা পূরণকারী।

..... এদের মাঝে মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরামা, তাউস ইবনে কায়সান, আতা ইবনে আবি রিবাহ, আল্‌কামা ইবনে কায়েস, আস্‌ওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, উবায়দা ইবনে আমর, আমর ইবনে সাজীল, উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ও রবী ইবনে খায়সাম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই ছিলেন হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউ'দ (রা)-এর শাগরিদ।

সালাফে সালেহীন ঃ তাবিঈনরে পরবর্তী যুগের আলেমদেরকে সালাফে সালেহীন বলা হয়েছে। এঁদের সংখ্যা অনেক। তবে এঁদের মাঝে আবদুর রায্‌যাক ইবনে আবি বাক্‌র, মুহাম্মাদ ইবনে জারীর, আবূ আলী, আলী ইবনে আবী তালহা ও মুজাজ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৮. মুতাআখ্‌খিরীন, এঁরা হচ্ছেন সালাফে সালেহীনের পরবর্তী যুগের কতিপয় আলেম। ইমাম কুরতুবী, শা'বী ও ইমাম রাযী ছিলেন এ যুগের আলেমদের মাঝে অন্যতম।

৯. ইল্‌মে কিরা'আতের আটজন খ্যাতনামা ইমাম ঃ নাফে', ইবনে কাসীর, আবু আমর, ইবনে আমের, আসেম, হামযা, আল-কিসায়ী ও ইয়াকুব হাদরামী। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁদের সংখ্যা সাতজন এবং ইল্‌মে কিরাআতের সাতটি প্রসিদ্ধ পঠন পদ্ধতি তাঁদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। তাঁরা ইয়াকুব হাদরামীর নাম উল্লেখ করেন নি।

www.pathagar.com

سُورَةُ الفَاتِحَة

সূরা ফাতিহা

www.pathagar.com

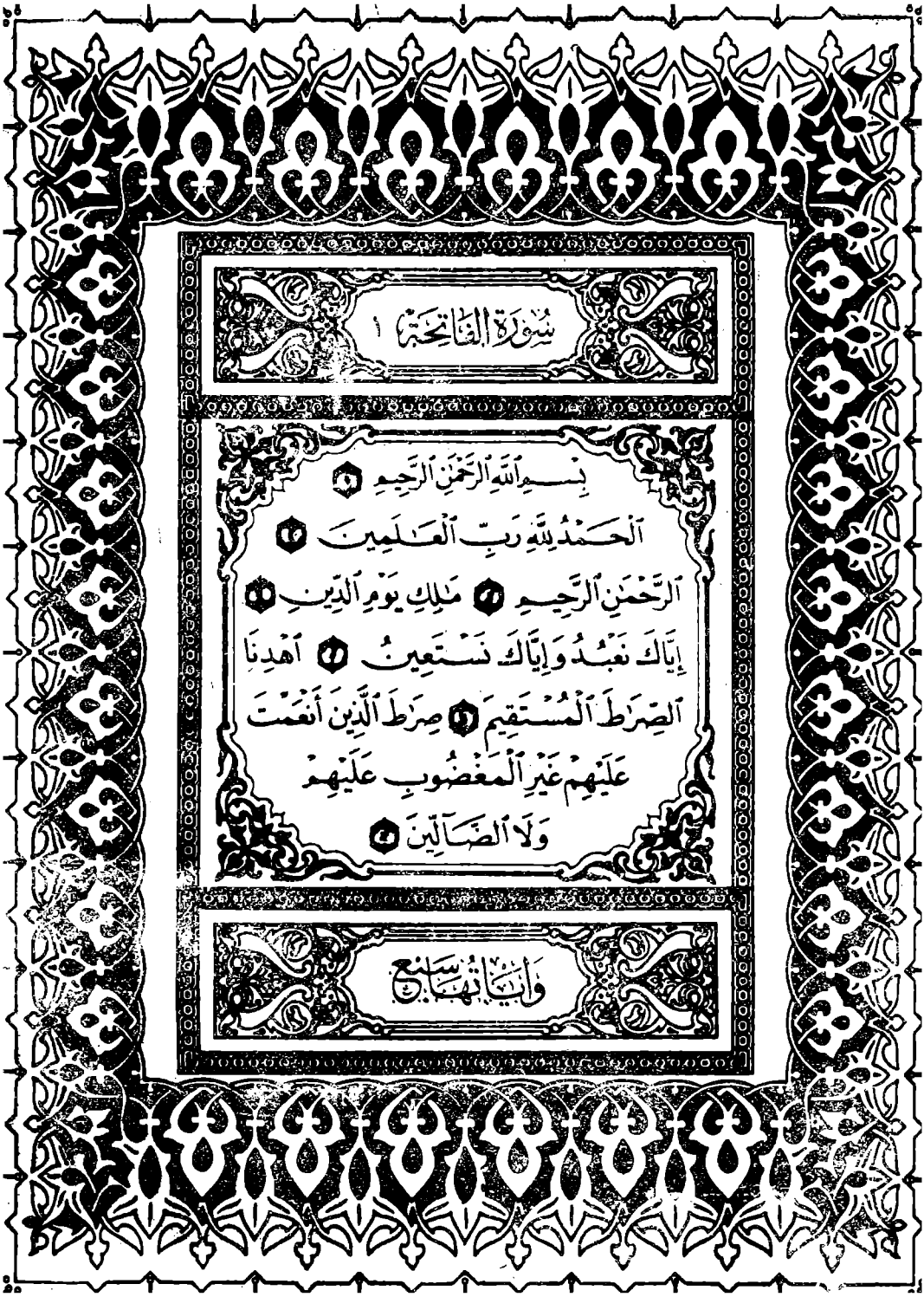

سُورَةُ الفَاتِحَةِ ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

وَآيَاتُهَا سَبْعٌ

www.pathagar.com

سُورَةُ الفَاتِحَة

সূরা ফাতিহা

৭ আয়াত, ১ রুকূ, মক্কী

।। দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১. সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র-ই, প্রাপ্য

২. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু,

৩. কর্মফল দিবসের মালিক।

৪. আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি,

৫. আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর,

৬. তাদের পথ—যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ,

৭. যারা ক্রোধ-নিপতিত নয়, পথভ্রষ্টও নয়।[১]

১. আয়াতটির আরেক অর্থ : "তাদের পথে নয়—যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।"

www.pathagar.com

سورة فاتحة الكتاب وتسمى ام القران لانها مفتتحة ومبدأه فكانها اصله ومنشاه ولذلك تسمى اساسا او لانها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله عز وجل والتعبد با مره ونهيه وبيان وعده ووعيده او على جملة معانيه من الحكم النظرية والاحكام العملية التى هى سلوك الطريق المستقيم والا طلاع على مراتب السعداء ومنازل الاشقياء

পবিত্র কুর্‌আনের প্রারম্ভিক সূরা।[১২] কেউ কেউ এ সূরার নাম রেখেছেন **ام القران**।[১৩] কারণ এটা পবিত্র কুর্‌আনের মুখবন্ধ এবং বুনিয়াদ স্বরূপ। ফলে এ সূরাটি যেন আল-কুরআনের মূল এবং উৎপত্তিস্থল। এ কারণেই একে "**اساس القران**" বা কুরআনুল-কারীমের ভিত্তিমূল বলা হয়। অথবা **ام القران** বলার তাৎপর্য এই যে, সূরাটিতে পবিত্র কুর্‌আনের মূল বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌র প্রশংসা, তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি আনুগত্য, তাঁর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভয় সম্পর্কিত বর্ণনা।[১৪] অথবা সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের বুনিয়াদী তাৎপর্যসমূহ-অর্থাৎ **حكم نظرية** এবং **احكام عملية**-এর সংযোগ স্থল। **احكام عملية** হচ্ছে সরল পথের অনুগামী হওয়া। আর **حكم نظرية** নেককারদের মর্যাদা ও বদকারদের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

---

১০. কোন জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় বিশেষ নিয়মে আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করাকে ইস্তিখারা বলে (হাদীসের গ্রন্থ দ্র.)।

১১. "আনওয়ারুত্-তান্‌যীল ওয়া আস্‌রারুত্-তাবীল, এটাই এ গ্রন্থের প্রকৃত নাম। কিন্তু "তাফসীরে বায়যাবী" নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

১২. সূরা বলা হয় পবিত্র কুর্‌আনের এমন অংশকে যাতে কমপক্ষে তিনটি আয়াত এবং একটি স্বতন্ত্র নাম থাকবে। সূরা ফাতিহা পবিত্র কুর্‌আনের নাযিলকৃত সর্বপ্রথম পূর্ণাংগ সূরা। এটা মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। সূরাটি দ্বিতীয়বার মদীনায় নাযিল হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনা সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে।

১৩. **ام القران**-এর শব্দগত অর্থ "কুর্‌আন-জননী"। জননী যেমন তাঁর সন্তানদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে রাখে, অনুরূপভাবে এ সূরাটি সমগ্র কুর্‌আনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে রেখেছে।

www.pathagar.com

وَسُورَةُ الْكَنْزِ وَالْوَافِيَةِ وَالْكَافِيَةِ لِذٰلِكَ وَسُورَةُ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَتَعْلِيمِ الْمَسْئَلَةِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهَا وَالصَّلٰوةِ لِوُجُوبِ قِرَاءَتِهَا أَوْ اسْتِحْبَابِهَا فِيهَا وَالشَّافِيَةِ وَالشِّفَاءِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ

(সূরা ফাতিহা পবিত্র কুর্‌আনের তাৎপর্যসমূহের সংযোগস্থল) এ কারণেই একে **سورة الكنز** ও **سورة الوافية** এবং **سورة الكافية** বলা হয়।[১৫] আবার এ সূরাকে **تعليم المسئلة**-ও **سورة الدعاء** এবং **سورة الشكر**—**سورة الحمد** ও বলা হয়। কারণ সূরাটির মাঝে এসব নামের তাৎপর্য বিদ্যমান রয়েছে।[১৬] এ ছাড়া নামাযে এ সূরা পাঠ করা ফরজ এবং মুস্তাহাব।[১৭] এ হিসেবে একে **سورة الصلوة** বলা হয়। এ সূরা সম্পর্কে প্রিয় নবী (স) ইরশাদ করেন ঃ এটা সব রোগের **شفاء** বা নিরাময়। এ কারণে একে **سورة الشفاء** এবং **سورة الشافية**-ও বলা হয়।

---

১৪. **الحمد لله رب العالمين** থেকে আরম্ভ হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রশংসা। **اياك نعبد صراط الذين انعمت عليهم** থেকে তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি আনুগত্য, **غير المغضوب عليهم** দ্বারা বর্ণিত হয়েছে নিয়ামতের সুসংবাদ। **مالك يوم الدين**-কেও আযাবের ভয় সম্পর্কিত আয়াত হিসেবে গণ্য করেছেন।

১৫. **كنز** বলা হয় বিশেষ পাত্রে সংরক্ষিত সম্পদকে। পবিত্র কুর্‌আনের অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার সংক্ষিপ্ত আকারে সংরক্ষিত হয়েছে সূরা ফাতিহার মাঝে। ফলে একে **سورة الكنز** বলা যথার্থ হয়েছে। হযরত আলী (রা) বলেন, **الفاتحة نزلت من كنز تحت العرش** (সূরা ফাতিহা আরশের তলদেশে সংরক্ষিত **كنز** থেকে নাযিল হয়েছে)। কারো কারো মতে **سورة الكنز** নামকরণ হয়েছে হযরত আলীর এ উক্তির ভিত্তিতে। **كافية** অর্থপূর্ণ আর **وافية** অর্থ যথেষ্ট। মূলতঃ সূরা ফাতিহা পবিত্র কুর্‌আনের জ্ঞান ভাণ্ডার দ্বারা পরিপূর্ণ। ফলে কুর্‌আনের পরিচয় লাভ করার জন্য এ একটি সূরাই যথেষ্ট। এ হিসেবে **كافية** এবং **وافية** নাম সার্থক হয়েছে।

১৬. সূরা ফাতিহার সূচনা হয়েছে **حمد** বা প্রশংসার মাধ্যমে। **الرحمن الرحيم** দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে **شكر** বা কৃতজ্ঞতা। **دعا** বা প্রার্থনার উল্লেখ করা হয়েছে **اهدنا الصراط المستقيم** বলে। এ ছাড়া সূরাটির মাধ্যমে **تعليم المسئلة** বা

www.pathagar.com

وَالسَّبْعَ الْمَثَانِىْ لِاَنَّهَا سَبْعُ اٰيَاتٍ بِالْاِتِّفَاقِ اِلَّا اَنَّ مِنْهُمْ مَنْ عَدَّ التَّسْمِيَةَ اٰيَةً دُوْنَ "اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ"-وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ وَتُثَنّٰى فِى الصَّلٰوةِ اَوِ الْاِنْزَالِ اِنْ صَحَّ اَنَّهَا نَزَلَتْ بِمَكَّةَ حِيْنَ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ وَبِالْمَدِيْنَةِ لَمَّا حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ وَقَدْ صَحَّ اَنَّهَا مَكِّيَّةٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ" وَهُوَ مَكِّىٌّ

সূরা ফাতিহার আর একটি নাম **السبع المثانى** (বারবার পঠিত সপ্তক)। **السبع** (সাত) বলার কারণ সর্বসম্মতভাবে এ সূরার আয়াত সংখ্যা সাত। তবে যাঁরা **بســـم الله الرحمن الرحيم**-কে সূরা ফাতিহার আয়াত গণ্য করেন, তাঁরা **انعمت عليهم**-কে স্বতন্ত্র আয়াত মনে করেন না। পক্ষান্তরে যাঁরা **بسم الله الرحمن الرحيم**-কে এ সূরার অংশ মনে করেন না, তাঁরা **انعمت عليهم**-কে পৃথক আয়াত মনে করেন।[১৮] **المثانى** বলার কারণ, সূরাটি নামাযে বারবার পাঠ করা হয়। অথবা **المثانى** বলা হয়েছে এ-সূরাটি দুবার নাযিল হওয়ার কারণে-যদি এর নাযিল সংক্রান্ত বর্ণনাটি সঠিক হয় যে, তা নামায ফরয হওয়ার সময় একবার মক্কায়, কিবলা পরিবর্তনের সময় আবার মদীনায় নাযিল হয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ্‌র বাণী **ولقد اتينك سبعا من المثانى** আয়াতটি সূরা ফাতিহা মক্কায় নাযিল হওয়ার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে।

...প্রার্থনার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে। যেমন কারও নিকট কিছু চাওয়ার পূর্বে তার প্রশংসা করা। **اياك نعبد واياك نستعين** দ্বারা শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, দোয়ার পূর্বে কিছু অসীলা পাঠানো দোয়া কবুলের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। **اهدنا** বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে এ শিক্ষাও প্রদান করা হয়েছে যে, তোমরা শুধু নিজের জন্য দোয়া করো না, বরং দোয়ার মধ্যে সবাইকে শামিল করে নেবে।

১৭. ....**لوجوب قرائتها** এখানে **وجوب** শব্দটি **فرض**-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ। এটা ইমাম শাফিঈর মত। **استحباب** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে **غير فرض** বা ফরজ নয় অর্থে। ইমাম আবু হানীফার মতে নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ নয়, বরং ওয়াজিব।

www.pathagar.com

১৮. অধিকাংশ তাফসীরকারের (جمهور مفسرين) মতে সূরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাত। যাঁরা "তাস্‌মিয়া-"কে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করেন তাঁদের হিসেবে بسم الله الرحمن الرحيم প্রথম আয়াত الحمد لله رب العالمين দ্বিতিয়, الرحمن الرحيم তৃতীয়, مالك يوم الدين চতুর্থ, اياك نعبد واياك نستعين পঞ্চম, اهدنا الصراط المستقيم ষষ্ঠ এবং صراط الذين انعمت عليهم থেকে শেষ পর্যন্ত সপ্তম আয়াত। আর যারা "তাস্‌মিয়া"-কে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করেন না, তাঁদের হিসেবে الحمد لله رب العالمين প্রথম আয়াত এবং صرط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াত।

১৯. সূরা ফাতিহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বান্দার জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ। আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয় নবীকে সেই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ولقد اتيناك سبعا من الثانى আয়াতের মাধ্যমে। আয়াতটি নাযিল হয়েছে মক্কায়। অতএব সূরা ফাতিহা এ আয়াতের পূর্বে মক্কায় নাযিল হয়েছে—তা প্রমাণিত। কারণ অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রশ্ন আসে অনুগ্রহ করার পর। কাযী বায়যাবী তাঁর বক্তব্য "وقد صح انها مكية" দ্বারা একদিকে সূরা ফাতিহা মক্কী হওয়ার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন, অপর দিকে মদীনায় নাযিল হওয়ার বর্ণনাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِنَ الْفَاتِحَةِ وَعَلَيْهِ قُرَّاءُ مَكَّةَ وَالْكُوْفَةِ وَفُقَهَاءُهُمَا وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَخَالَفَهُمْ قُرَّاءُ الْمَدِيْنَةِ وَالْبَصْرَةِ وَالشَّامِ وَفُقَهَائُهَا وَمَالِكٌ وَالْاَوْزَاعِيُّ وَلَمْ يَنُصَّ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فِيْهِ بِشَيْءٍ فَظُنَّ اَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ السُّوْرَةِ عِنْدَهُ وَسُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْهَا فَقَالَ "مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كَلَامُ اللّٰهِ"

মক্কা এবং কুফার কারী ও ফকীহগণ এবং ইব্নুল মুবারক ও ইমাম শাফিঈ بسم الله الرحمن الرحيم-কে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করেন। পক্ষান্তরে মদীনা, বসরা এবং সিরিয়ার কারী ও ফকীহগণ এবং ইমাম মালেক ও আওযাঈ এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন।[১] ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন মত ব্যক্ত করেননি। ফলে ধারণা করা হয় যে, তাঁর মতে "বিস্মিল্লাহ ... ..." সূরা ফাতিহার অংশ নয়।[২] ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানীকে "বিস্মিল্লাহ ... ..." সূরা ফাতিহার অংশ কিনা, এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, "আল্-কুর্আনের উভয় প্রান্তসীমার মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ অংশই আল্লাহ্র কালাম।"[৩]

---

১. সূরা "নামল"-এর মধ্যে উল্লিখিত 'বিস্মিল্লাহ ... ...' উক্ত সূরার আয়াত এবং পবিত্র কুর্আনের অংশ। এতে কোন মতবিরোধ নেই। সূরাসমূহের শুরুতে সন্নিবেশিত "বিস্মিল্লাহ ... ..." সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। ইমাম শাফিঈ ও একদল আলেমের মতে এটা পবিত্র কুর্আন এবং সূরাসমূহের অংশ। অতএব এটা সূরা ফাতিহারও অংশ। কাযী বায়যাবী নিজেও এই মত পোষণ করেন। ইমাম মালেক ও আওযাঈসহ মদীনা, বসরা ও সিরিয়ার কারীগণের মতে তাসমিয়া পবিত্র কুর্আন বা সূরাসমূহের অংশ নয়। অতএব এটা সূরা ফাতিহারও অংশ নয়।

২. ইমাম আবূহানীফা (রহ) ছিলেন কুফার অধিবাসী। সেখানে এ বিষয়টি বহুল প্রচারিত ছিল যে, "বিস্মিল্লাহ ... ..." সূরা ফাতিহার অংশ। অথচ.....

www.pathagar.com

لَنَا اَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا مَا رَوَى اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ "فَاتِحَةُ الْكِتَابِ سَبْعُ اٰيَاتٍ اَوَّلُهُنَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" وَقَوْلُ اُمِّ سَلَمَةَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَعَدَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اٰيَةً" وَمِنْ اَجْلِهِمَا اُخْتُلِفَ فِىْ اَنَّهَا اٰيَةٌ بِرَأْسِهَا اَوْ بِمَا بَعْدَهَا وَالْاِجْمَاعُ عَلٰى اَنَّ "مَابَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كَلَامُ اللّٰهِ" وَالْوِفَاقُ عَلٰى اِثْبَاتِهَا فِى الْمَصَاحِفِ مَعَ الْمُبَالَغَةِ فِىْ تَجْرِيْدِ الْقُرْاٰنِ حَتّٰى لَمْ يُكْتَبْ "اٰمِيْنَ"

("বিস্‌মিল্লাহ ... ..." সূরা ফাতিহার অংশ) আমাদের এ দাবীর সপক্ষে বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।[৪] যেমন হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স) বলেন : "ফাতিহাতুল-কিতাবের আয়াত সংখ্যা সাত। এর প্রথম আয়াত "বিসমিল্লাহ ... ..."। হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) সূরা ফাতিহা পাঠ করতে গিয়ে بسم الله الرحمن الرحيم—কে একটি আয়াত হিসেবে গণনা করেছেন। বর্ণনাগত এ পার্থক্যের কারণেই "বিসমিল্লাহ ... ..." পূর্ণাংগ আয়াত না পরবর্তী আয়াতের অংশ বিশেষ, এ নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।[৫] (হাদীসের প্রমাণ ছাড়াও) 'আল-কুরআনের উভয় প্রান্ত সীমার মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ অংশ আল্লাহ্‌র কালাম—এ সম্পর্কে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া পবিত্র কুরআনকে কুরআন নয় এমন সব বিষয় থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে এত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে যে, "আমীন" শব্দটিও কুরআন মজীদে স্থান পায়নি। অথচ উম্মাতগণ সর্বসম্মতভাবে বিসমিল্লাহ .. ... কে পবিত্র কুরআনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৬]

.....ইমাম সাহেব এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। বরং তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল যে, নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে বিস্‌মিল্লাহ ... ..." মিলিয়ে পাঠ করা জরুরী নয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাসমিয়াকে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করতেন না।

www.pathagar.com

৩. কাযী বায়যাবী ইমাম মুহাম্মাদের এ উক্তি দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, ইমাম আবু হানীফা "তাসমিয়াকে সূরার অংশ মনে না করলেও পবিত্র কুরআনের অংশ মনে করতেন। কারণ ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ কোন বক্তব্যকে নিজের বক্তব্য বলে উল্লেখ না করলে, তা তাঁদের ওস্তাদ ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য হিসেবেই বিবেচিত হয়। এখানে ইমাম মুহাম্মাদ ঐ বক্তব্যকে নিজের বক্তব্য বলে উল্লেখ করেননি। তাই এটা ইমাম আবু হানীফারই অভিমত। এখানে ما بين الدفتين كلام الله দ্বারা হযরত উসমান (রা)-র "মাসহাফ" -কে বুঝানো হয়েছে। তাঁর মাসহাফে মক্কী-মাদানী সূরা, পারা, রুকূ, আয়াত ও হরকত উল্লেখ ছিল না। কিন্তু তাসমিয়া লিখিত ছিল।

৪. কাযী যায়যাবী (রহ) ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মতানুসারী। এ কারণেই তিনি "বিস্‌মিল্লাহ ... ..." সূরা ফাতিহার অংশ, এ অভিমতকে আমাদের (لنا) বলে উল্লেখ করেছেন।

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে "বিস্‌মিল্লাহ ... ..." একটা পূর্ণাংগ আয়াত প্রমাণিত হয়। কিন্তু হযরত উম্মে সালামা (রা)-র বর্ণনায় "বিস্‌মিল্লাহ" থেকে রব্বিল আলামীন" পর্যন্ত একটি আয়াত বলে উল্লেখ রয়েছে। ফলে "বিসমিল্লাহ ... ..." পূর্ণাংগ আয়াত কিনা—এ সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম শাফিঈর অনুসারীদের দু'টি দল দু'হদীসের উপর আমল করে থাকেন।

৬. কাযী বায়যাবী "বিসমিল্লাহ ... ..." সূরা ফাতিহার অংশ এ দাবীর স্বপক্ষে চারটি দলীল পেশ করেছেন। কিন্তু কেবল হাদীস দুটিই তাঁর দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। ইজমা এবং পবিত্র কুরআনকে কুর্‌আনের নয় এমন সব বিষয় হতে মুক্ত করার কাজটি "বিসমিল্লাহ ... ..." সূরা ফাতিহার অংশ তা প্রমাণ করে না, বরং একে আল-কুরআনের অংশ প্রমাণ করে। এতে মনে হয়, তিনি হাদীস দুইটিকে দাবীর স্বপক্ষে এবং শেষের দুইটি দলীল যারা "বিস-মিল্লাহ ... ..." কুরআনের অংশ মনে করেন না, তাদের মতের অসারতা প্রমাণের জন্য পেশ করেছেন। অথবা চারটি দলীলই বিস্‌মিল্লাহ ... .. " আল-কুরআনের অংশ প্রমাণের জন্য পেশ করেছেন। তবে হাদীস দু'টি "বিসমিল্লাহ ... .. " সূরা ফাতিহার অংশ বলেও প্রমাণ করে। ইমাম আবু হানীফার মতে بسم الله الرحمن الرحيم সূরা ফাতিহার অংশ নয়। তাঁর দলীল হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ রয়েছে, প্রিয় নবী (স) বলেন : আল্লাহ বলেন, "আমি সূরা ফাতিহাকে আমার এবং আমার বান্দাগণের মাঝে সমভাবে বন্টন করে নিয়েছি, আমার বান্দা আমার কাছে যা চায় আমি তা দিয়ে থাকি।" বান্দা যখন বলে, الحمد لله رب العالمين তখন আল্লাহ বলেন, حمدني عبدى (বান্দা আমার প্রশংসা করল।) বান্দা যখন বলে, الرحمن الرحيم আল্লাহ তখন বলেন, اثنى على عبدى (বান্দা আমার গুণগান বর্ণনা করল) । ... ...

www.pathagar.com

وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ "بِسْمِ اللهِ اَقْرَءُ" لِاَنَّ الَّذِىْ يَتْلُوهُ

مُقَرُّوٌ وَكَذٰلِكَ يُضْمِرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ وَذٰلِكَ

اَوْلٰى مِنْ اَنْ يُضْمِرَ اَبْدَأُ لِعَدَمِ مَايُطَابِقُهُ وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ "اَوْ اِبْتِدَائِىْ"

لِزِيَادَةِ اِضْمَارٍ فِيْهِ

"ب" অক্ষরটি উহ্য ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। উহ্য ক্রিয়াপদ সহ পূর্ণ বাক্যটি হবে بسم الله اقراء (আমি আল্লাহ্‌র নামে পাঠ করছি)।[৭] মূলতঃ এর পরে যা আসছে তা পাঠ করারই যোগ্য বিষয়। এ কারণেই এখানে اقرء (পাঠ করছি) ক্রিয়াকে উহ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।[৮] ঠিক এমনিভাবে যারা তাসমিয়ার সাথে কোন কাজ শুরু করবে, তারা "বিসমিল্লাহ" দ্বারা সূচনাকৃত কর্মের প্রতি ইঙ্গিত বহনকারী একটি শব্দ উহ্য হিসেবে গ্রহণ করবে।[৯] এখানে "اقرء" ক্রিয়াকে উহ্য হিসেবে গ্রহণ করা ابدء গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম হয়েছে। কারণ ابدء-এর সাথে পরবর্তী কর্মের কোন মিল বা যোগসূত্র নেই। অনুরূপ ভাবে "ابتدائى" গ্রহণ করা অপেক্ষাও উত্তম হয়েছে। কারণ এতে উহ্যের সংখ্যা বেড়ে যায়।[১০]

......এ হাদীসে সূরা ফাতিহা শুরু করা হয়েছে الحمد لله رب العالمين থেকে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাসমিয়া সূরা ফাতিহার অংশ নয়। বুখারী এবং মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি মহানবী (স), হযরত আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকে সূরা ফাতিহার শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم পাঠ করতে শুনিনি। প্রায় একই অর্থে ইমাম আহ্‌মাদের মুসনাদ গ্রন্থে এবং তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) উল্লেখ করেছেন, আমার পিতা আমাকে নামায পড়তে দেখলেন। আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করিতে গিয়ে—بسم الله الرحمن الرحيم—الحمد لله رب العالمين এভাবে শুরু করি। নামায শেষে আমার পিতা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বৎস! ইসলামে নতুনত্ব সৃষ্টি করা থেকে নিজকে রক্ষা কর। আমি প্রিয় নবী (স), হযরত আবু বাকর (রা) ও হযরত উমার (রা)-র পিছনে নামায আদায় করেছি। তাঁরা এভাবে بسم الله الرحمن الرحيم থেকে আরম্ভ করতেন না। এতে সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় যে, তাসমিয়া সূরা ফাতিহার অংশ নয়। অংশ হলে রসূল (স) এবং তিন খলীফা এ অংশ

www.pathagar.com

..... ছেড়ে পাঠ করতেন না। এটাই ইমাম আবু হানীফার অভিমত। ইমাম শাফিঈর দলীল হিসেবে বর্ণিত হাদীস দু'টিতে বিস্‌মিল্লাহ বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়েছে, সূরা ফাতিহার অংশ হিসেবে নয়।

৭. কাযী বায়যাবী "তাসমিয়া .. .." সর্ম্পকে পাঁচটি বিষয় আলোচনা করেছেন ঃ ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব ও লিখন পদ্ধতি। তিনি প্রথমে "ইল্‌মে নাহু" (ব্যাকরণ) সর্ম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, بسم الله-এর "ب"—جز প্রধানকারী অব্যয়। এ অব্যয়গুলো বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদের সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাক্যে ক্রিয়াপদ কখনও উল্লেখ থাকে, আবার কখনও উল্লেখ থাকে না। উল্লেখ না থাকলে একটি ক্রিয়া উহ্য মেনে নিতে হয়। এখানে ক্রিয়া উল্লেখ নেই। কাযী সাহেবের মতে এখানে উহ্য ক্রিয়াটি اقرء হবে। অতএব পূর্ণ বাক্যটি হবে بسم الله اقرء।

৮. উহ্য ক্রিয়া নির্ধারণের নিয়ম হচ্ছে—যদি অব্যয়ের সাহায্যে সূচনাকৃত বাক্যে ক্রিয়া সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকে, তবে সে ইঙ্গিতের আলোকে ক্রিয়া নির্ধারিত হবে। ইঙ্গিত না থাকলে একটা সাধারণ ক্রিয়াপদ গ্রহণ করা যাবে। এখানে অব্যয়যুক্ত বাক্য, তার পরে আসছে পঠিতব্য বিষয়। কাযী বায়যাবীর মতে এ ইঙ্গিতের প্রেক্ষিতে এখানে "اقراء" ক্রিয়া উহ্য হিসেবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

৯. এখানে কাযী বায়যাবী তাঁর অভিমতের সপক্ষে একটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন। কাযী সাহেবের উক্তি " .. .. وكذالك اولى" এখানে বাক্যের কিছু অংশ উহ্য রয়েছে। পূর্ণ বাক্যটি হবে ঃ وكذالك يضمر لفظا يدل على ما يجعل التسمية কারণ "বিস্‌মিল্লাহ" দ্বারা সূচনাকৃত ক্রিয়াকে সরাসরি উহ্য হিসেবে গ্রহণ করা সর্বত্র সম্ভব হয় না।

১০. "اقرء" ক্রিয়ার স্থলে কেউ কেউ "ابدء" আবার কেউ কেউ "ابتدائي" ক্রিয়া উহ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। কাযী বায়যাবী উল্লেখিত উভয় মত খণ্ডন করে বলেন, "ابدء" আগত কর্মের ইঙ্গিত বহন করে না। "ابتدائى" গ্রহণ করা হলে ثابت,كائن, حاصل-এর মত "شبه فعل" -এর কোন একটিকে উহ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। অথচ উহ্য কর্ম হওয়া বাঞ্ছনীয়। এসব কারণে "اقرء" উহ্য হিসেবে গ্রহণ করা উত্তম। এতে উহ্য কম হয় এবং কর্মের প্রতি অধিক ইঙ্গিতবাহী হয়।

www.pathagar.com

وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ هٰهُنَا اَوْقَعُ كَمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالٰى "بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا"
وَقَوْلِهِ تَعَالٰى "اِيَّاكَ نَعْبُدُ" لِاَنَّهُ اَهَمُّ وَاَدَلُّ عَلَى الْاِخْتِصَاصِ وَاَدْخَلُ فِى
التَّعْظِيمِ وَاَوْفَقُ لِلْوُجُودِ فَاِنَّ اِسْمَهُ تَعَالٰى مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ كَيْفَ
لَا وَقَدْ جُعِلَ اٰلَةً لَهَا مِنْ حَيْثُ اَنَّ الْفِعْلَ لَا يَتِمُّ وَلَا يُعْتَدُّ بِهٖ شَرْعًا مَالَمْ
يُصَدَّرْ بِاسْمِهٖ تَعَالٰى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ "كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ
لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِاسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ"

এখানে আল্লাহ্‌র নাম পাঠের ক্ষেত্রে معمول পূর্বে উল্লেখ করা খুব কার্যকর যুক্তিযুক্ত হয়েছে।[১১] যেমন আল্লাহ্‌র বাণী بسم الله مجرها ও اياك نعبد এবং উভয় বাক্যে معمول পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তা পূর্বে উল্লেখ করা হলেই অধিক গুরুত্ব প্রকাশ পায় এবং একক ও সুনির্দিষ্ট হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও তা পূর্বে উল্লেখের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়া আল্লাহ্‌র নামের অস্তিত্বের দিক থেকেও পূর্বে উল্লেখ করা একান্ত বাস্তব সম্মত।[১২] কারণ এটা সুনিশ্চিত যে, পাঠের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নামই হবে সব কিছুর আগে। আর তা হবেই না কেন, এ নাম পাঠ করা যে সব কাজের জন্য উছিলা স্বরূপ।[১৩] এ উছিলা ছাড়া কোন কর্মই সুসম্পন্ন হয় না এবং শরীআতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্যও হয় না। কারণ প্রিয় নবী (স) বলেন : "কোন উল্লেখযোগ্য কাজ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ না করা হলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।"

---

১১. স্বরচিহ্ন পরিবর্তনকারী শব্দকে "আমেল" এবং পরিবর্তিত শব্দকে "মা'মূল" বলে। এখানে "اقرء" আমেল এবং "بسم الله" মা'মূল"। নিয়ম অনুসারে "আমেল" আগে এবং মা'মূল পরে থাকে। কিন্তু এখানে মা'মূল (بسم الله) আগে এবং আমেল (اقرء) পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কাযী বায়যাবী বলছেন, এখানে মা'মূল অর্থাৎ بسم الله পূর্বে উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত ও বাস্তব সম্মত হয়েছে।

১২. আল্লাহ্‌র নাম পূর্বে উল্লেখ করা কিভাবে বাস্তব সম্মত হয়েছে— কাযী বায়যাবী তার চারটি যুক্তি দেখিয়েছেন : (ক) আল্লাহ্‌র নামের মর্যাদার

www.pathagar.com

وَقِيْلَ اَلْبَاءُ لِلْمُصَاحَبَةِ وَالْمَعْنٰى مُتَبَرِّكًا بِاسْمِ اللّٰهِ اَقْرَأُ وَهٰذَا وَمَا بَعْدَهٗ مَقُوْلٌ عَلٰى اَلْسِنَةِ الْعِبَادِ لِيَعْلَمُوْا كَيْفَ يَتَبَرَّكُ بِاسْمِهٖ وَيَحْمَدُ عَلٰى نِعَمِهٖ وَيَسْأَلُ مِنْ فَضْلِهٖ۔

কেউ কেউ বলেছেন, بِسْمِ اللّٰهِ-এর بِ অক্ষরটি مُصَاحَبَة ('সাথে' বা 'সঙ্গে')-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৪] এ হিসেবে بِسْمِ اللّٰهِ اَقْرَأُ-এর অর্থ হবে আমি বরকতের জন্য আল্লাহ্‌র নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পাঠ করছি।[১৫] "বিস-মিল্লাহ... " থেকে সূরা ফাতিহার শেষ পর্যন্ত কথাগুলো বান্দাদের বচন-ভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। যাতে তারা শিখতে পারে যে, কিভাবে আল্লাহ্‌র নামের সাথে বরকত হাসিল করা যায়, কেমন করে আল্লাহ্‌র অগণিত নিআমতের প্রশংসা করতে হয় এবং কি উপায়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য ফরিয়াদ পেশ করতে হয়।[১৬]

.....খাতিরেই بِسْمِ اللّٰهِ প্রথমে উল্লেখ করতে হয়েছে। কারণ পূর্বে উল্লেখ দ্বারা মর্যাদা এবং গুরুত্ব প্রকাশ পায়। (খ) নিয়ম অনুসারে পরে উল্লেখ হয়—এমন বিষয়কে পূর্বে উল্লেখ করা হলে, এর দ্বারা একক এবং নির্দিষ্টকরণ বুঝায়। এ নিয়ম অনুসারে "بِسْمِ اللّٰهِ" প্রথমে উল্লেখ করার ফলে আল্লাহ্‌র নামের যথাযথ বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ পেয়েছে। (গ) সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আগে উল্লেখ করার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেমন ঃ যাকে বেশি সম্মান করা হয়, তাকেই আগে রাখা হয়। (ঘ) আল্লাহ্‌র নামের অস্তিত্বের দিক থেকে পূর্বে উল্লেখ করা বাস্তব সম্মত এবং যথাযথ হয়েছে। কারণ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সব কিছুর পূর্বে। ফলে তাঁর নাম ও সব কিছুর আগে হবে। এছাড়া আল্লাহ্‌র নাম সব কিছুর জন্য উছিলা স্বরূপ। আর উছিলা কাজের পূর্বেই হয়ে থাকে।

১৩. اَلَةٌ শব্দের অর্থ যন্ত্র বা হাতিয়ার। কোন কাজ সম্পাদনের জন্য যন্ত্র বা হাতিয়ার উছিলা স্বরূপ। এ জন্য 'اَلَةٌ' অর্থ উছিলা বলা হয়েছে। আল্লা-হ্‌র নামকে হাতিয়ার এজন্যই বলা হয়েছে যে, হাতিয়ার কার্য সম্পাদনকারীর আগে আগে থাকে। অতএব আল্লাহ্‌র নামও আগে থাকবে।

১৪. এ পর্যন্ত بِسْمِ اللّٰهِ-এর بِ—اِسْتِعَانَة অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাযী বায়যাবীর দৃষ্টিতে এ অভিমতটি উত্তম ছিল। এখানে بِ সম্পর্কে আর একটি অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এ দ্বিতীয় অভিমতটি কাযী সাহেবের দৃষ্টিতে দুর্বল। এ কারণেই তিনি এখানে قِيْلَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাধারণভাবে তিনি যখন কোন বিষয়ে দুটি অভিমত উদ্ধৃত করেন, তখন দ্বিতীয় অভিমতটি তাঁর দৃষ্টিতে দুর্বল বলে বিবেচিত। এসব ক্ষেত্রে তিনি قِيْلَ শব্দ ব্যবহার করেন।

www.pathagar.com

وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاءُ وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ أَنْ تُفْتَحَ لِاخْتِصَاصِهَا بِلُزُومِ الْحَرْفِيَّةِ وَالْجَرِّ كَمَا كُسِرَتْ لَامُ الْأَمْرِ وَلَامُ الْإِضَافَةِ دَاخِلَةً عَلَى الْمُظْهَرِ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ لَامِ الْابْتِدَاءِ وَلَامِ التَّاكِيدِ.

بسم الله-এর با-কে 'জের' দেয়া হয়েছে। নিয়ম মোতাবেক একক অক্ষরকে 'জবর' দেওয়াই উচিত ছিল। তথাপি জের দেয়ার কারণ এই যে, এ অক্ষরটি حرف (অব্যয়) হয় এবং পরবর্তী অক্ষরকে جر দেয়ার জন্য নির্ধারিত।[১৭] যেমন لام امر এবং শব্দের সূচনায় ব্যবহৃত لام اضافت-কে لام ابتداء এবং لام تاكيد থেকে পৃথক বুঝাবার জন্য 'জের' দেয়া হয়েছে।[১৮]

---

১৫. استعانة با অর্থে ব্যবহার হলে بسم الله اقرء অর্থ হবে—'আমি আল্লাহ্‌র নামের সাহায্যে পাঠ করছি।' এ অর্থে কোন জটিলতা নেই। কিন্তু مصاحبة এর ক্ষেত্রে অর্থ হবে, 'আমি আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে মিলিত হয়ে বা সম্পৃক্ত হয়ে পাঠ করছি'। মহান আল্লাহ্‌র নামের শানে এমন উক্তি বান্দার জন্য অশোভনীয় নয় কি? এর উত্তরে কাযী সাহেব বলছেন, এখানে সাধারণ অর্থে মিলিত হওয়ার কথা বলা হয়নি, বরং বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে মিলিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতএব অশোভনীয় হওয়ার প্রশ্নই থাকছে না।

১৬. কাযী বায়যাবী এখানে একটি সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন। সমস্যাটি এই যে, সূরা ফাতিহার প্রতিটি বাক্যই আল্লাহ্‌র বাণী। এখানে با-কে যে অর্থেই ব্যবহার করা হোক না কেন, তার অর্থ দাঁড়াবে: আল্লাহ্ নিজেই তাঁর নামে আরম্ভ করছেন। তিনি তাঁর নিজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছেন। নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন। এটা আল্লাহ্‌র জন্য তো দূরের কথা, কোন মানুষের জন্যও শোভা পায় না। এ জটিল সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে বায়যাবী বলছেন, এ কথাগুলো আল্লাহ্‌র, তবে তিনি তাঁর বান্দাদের শিক্ষার জন্য বান্দাদের বাচন ভঙ্গিতে তা বলেছেন। অতএব এ সম্পর্কে আর কোন জটিলতা থাকছে না।

১৭. با অক্ষরটির حروف معانى-এর অন্তর্ভুক্ত। এ অক্ষরগুলোর উচ্চারণ সহজ ও হালকা প্রকৃতির। সহজ উচ্চারণের জন্য ساكن হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এখানে শব্দের সূচনায় ساكن অক্ষর পাঠ করা সম্ভব নয়। এজন্য ساكن-এর কাছাকাছি কোন হরকত গ্রহণ করা যেতে পারে। হাল্‌কাভাবে উচ্চারণের জন্য 'জবর' ساكن-এর কাছাকাছি। তাই এখানে জবর দেয়াই উচিত ছিল। কিন্তু নিম্নবর্ণিত দুটি কারণে জের দেয়া হয়েছে: (ক) با অক্ষরটি حرف হওয়ার

www.pathagar.com

"وَالْاِسْمُ" عِنْدَ الْبَصْرِيِّيْنَ مِنَ الْاَسْمَاءِ الَّتِىْ حُذِفَتْ اَعْجَازُهَا

لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا وَبُنِيَتْ اَوَائِلُهَا عَلَى السُّكُوْنِ فَاُدْخِلَ عَلَيْهَا مُبْتَدَاً بِهَا

هَمْزَةُ الْوَصْلِ لِاَنَّ مِنْ دَأْبِهِمْ اَنْ يَّبْتَدِؤُا بِالْمُتَحَرِّكِ وَيَقِفُوا عَلَى السَّاكِنِ

وَيَشْهَدُ لَهٗ تَصْرِيْفُهٗ عَلٰى اَسْمَاءٍ اَسَامِىْ وَسُمَىٌّ وَسَمَّيْتُ وَمَجِيْءُ سُمًى

كَهُدًى لُغَةٌ فِيْهِ قَالَ: وَاللّٰهُ اَسْمَاكَ سُمًى مُبَارَكًا + اٰثَرَكَ اللّٰهُ بِهٖ اِيْثَارَكَا-

বসরার ব্যাকরণবিদদের মতে الاسم শব্দটি এমন اسم (বিশেষ্য) সমূহের অন্তর্ভুক্ত—যেগুলোর অধিক ব্যবহারের কারণে শেষ অক্ষর উহ্য রেখে প্রথম অক্ষর ساكن করা হয়েছে। তারপর সূচনার সুবিধার্থে প্রথমে همزة الوصل বাড়ানো হয়েছে। কারণ আরবদের পদ্ধতি হচ্ছে, তারা حركت বিশিষ্ট অক্ষরটি দিয়ে শুরু করে, আর ساكن অক্ষরের উপর শেষ করে।[১৯] اسم শব্দের রূপান্তরগুলি বসরীদের উক্ত মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে। যেমনঃ اسماء—اسامى ও سمى এবং سميت।[২০] এছাড়া اسم-এর আর একটি গঠন পদ্ধতি سمى—যা هدى-এর অনুরূপ, এটাও বসরীদের উক্ত মতের অনুকূলে। যেমনঃ কবি বলেছেন, ...والله اسماك অর্থাৎ "আল্লাহ্ তোমার একটি বরকতপূর্ণ নাম রেখেছেন এবং এ নাম নির্বাচনের ব্যাপারে তোমাকে সবার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন—যেমন প্রাধান্য দিয়েছেন তোমার ব্যক্তিত্বকে।"[২১]

...জন্য নির্ধারিত। حرف মূলতঃ ساكن-এর মুখাপেক্ষী। ساكن অর্থ عدم حركت (হরকতশূন্য)। জের حركت হলেও এর অস্তিত্ব খুব কম। কারণ افعال এবং غير منصرف-এর ক্ষেত্রে জের ব্যবহৃত হয় না। তাই এটা عدم حركت-এর কাছাকাছি। এ কারণেই যেখানে ساكن পাঠ করা সম্ভব হয় না, সেখানে জের ব্যবহার করতে হয়। যেমন বলা হয়েছেঃ الساكن اذا حرك بالكسر। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই بسم الله-এর با-কে জের দেয়া হয়েছে। (খ) با অক্ষরটি حرف হওয়ার সাথে সাথে তার পরবর্তী অক্ষরকে جر দেয়ার জন্যও নির্ধারিত। جر হচ্ছে حروف جار-এর اثر। اثر অবশ্যই তার موثر-এর সাথে সম্পর্কিত। তাই اثر জের হলে موثرও জের হবে। এ কারণেও بسم الله-এর با-কে জের দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

وَالْقَلْبُ بَعِيْدٌ غَيْرُ مُطَّرِدٍ وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ السُّمُوِّ لِاَنَّهُ رِفْعَةٌ لِلْمُسَمّٰى وَشِعَارٌ لَهُ -

اسم-এর রূপান্তরগুলোতে قلب হওয়া সম্পূর্ণ অবাস্তব। কারণ قلب এতটা সাধারণ নিয়ম নয় যে, اسم-এর সব রূপান্তর قلب হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।[২২] اسم-কে سمو হতে এজন্যই গ্রহণ করা হয়েছে যে, سمو অর্থ উন্নত। বস্তুতঃ নামই নামধারীকে উন্নত এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে।

---

১৮. لام امر লাম যেমনঃ لِيَفْعَل (লেইয়াফআল)—একে জের দেয়া হয়েছে لام ابتداء—যেমন لَيَفْعَل (লাইয়াফআল) থেকে পার্থক্য বুঝাবার জন্য। অনুরূপভাবে শব্দের সূচনায় ব্যবহৃত لام اضافت—যেমন لِزَيْد-কে জের দেয়া হয়েছে لام تاكيد যেমন لَقَائِم থেকে পৃথক করার জন্য।[২৩]

১৯. আল্লামা বায়যাবী এখানে الاسم শব্দটির 'মূল' সম্পর্কে পর্যালোচনা করছেন। শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে বসরা এবং কুফার ব্যাকরণবিদগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। বসরীদের মতে এটা سمو হ'তে উৎপন্ন। এ শব্দটির ব্যবহার খুব বেশী। অথচ শেষ অক্ষরে حركت থাকার কারণে এর উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে পড়ে। তাই একে সহজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সহজ করার জন্য সাধারণ নিয়ম হচ্ছে প্রথম এবং শেষ অক্ষরকে حذف (উহ্য) করা। কিন্তু এখানে প্রথম এবং শেষ অক্ষরকে حذف করা হলে মাত্র একটি অক্ষর অবশিষ্ট থাকে। এক অক্ষর দিয়ে كلمة (শব্দ) হয় না। এজন্য শেষ অক্ষর حذف করে প্রথম অক্ষরের ব্যাপারে حذف-এর কাছাকাছি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ ساكن করা হয়েছে। এতে আর একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। তা হচ্ছে, আরবরা সাধারণত ساكن অক্ষর দিয়ে বাক্য আরম্ভ করে না। এজন্য ساكن অক্ষরের পূর্বে একটি همزة وصل সংযুক্ত করা হয়েছে। এভাবে سمو—اسم-এর রূপ লাভ করেছে।

২০. গ্রন্থকার বসরীদের মতের পক্ষে দলীল পেশ করতে গিয়ে বলছেন, اسم শব্দটির রূপান্তর প্রমাণ করে যে, اسم—سمو হতে নির্গত হয়েছে, وسم থেকে নয়। যেমন اسم-এর বহুবচন اسماء বহুবচনের বহুবচন—اسامى—تصغير—سمى এবং مجهول—سميت। পক্ষান্তরে وسم-এর جمع—اوسام—تصغير—وسيم—اواسيم—جمع الجمع—وسمت—فعل مجهول এবং وسيم হয়। এ রূপান্তর থেকে প্রমাণিত হয় যে, এটা ناقص—অর্থাৎ سمو থেকে مشتق হয়েছে।

www.pathagar.com

وَمِنَ السِّمَةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَأَصْلُهُ وَسْمٌ حُذِفَتِ الْوَاوُ وَعُوِّضَتْ
عَنْهَا هَمْزَةُ الْوَصْلِ لِيَقِلَّ إِعْلَالُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ الْهَمْزَةَ لَمْ تُعْهَدْ دَاخِلَةً عَلَى
مَا حُذِفَ صَدْرُهُ فِي كَلَامِهِمْ وَمِنْ لُغَاتِهِ سَمٌ وَسُمٌّ وَقَالَ : بِسْمِ الَّذِي فِي
كُلِّ سُورَةٍ سُمُّهُ +

কুফার ব্যাকরণবিদগণের মতে اسم শব্দটি سمة থেকে নির্গত। এর মূল রূপ ছিল وسم। واو-কে حذف করে তার পরিবর্তে همزة الوصل আনা হয়েছে যাতে تعليل কম হয়।[২৪] এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কারণ শব্দের প্রথম দিকে حذف করে তার পরিবর্তে همزة الوصل গ্রহণের নিয়ম আরবদের ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয় না।[২৫] سم (সিম্মুন) এবং سم (সুম্মুন)—اسم-এর বিভিন্ন মূলের রূপ। যেমন কোন কবি বলেছেন, ... بسـم الذى অর্থাৎ "সেই মহান সত্তার নামে আরম্ভ করছি, যাঁর নাম প্রতিটি সূরার প্রারম্ভে উল্লেখ রয়েছে।"[২৬]

---

২১. কবি খালিদ তাফ্‌তাযানী তাঁর প্রিয়ার প্রশংসায় এ কবিতা লিখেছিলেন। এতে سمى مباركاً-এর سمي শব্দটি اسم-এর অনুরূপ ناقص রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এ سمى শব্দটিও প্রমাণ করে যে, اسم—سمى শব্দেরই রূপান্তর।

২২. বসরীদের মতে اسم শব্দটি سمو হতে উদ্ভূত। কেউ কেউ এ অভিমতের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এ দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে اسم-এর যে রূপান্তরগুলো পেশ করা হয়েছে, এতে قلب পরিলক্ষিত হয়। قلب বলা হয় কোন শব্দের অক্ষরগুলোকে আগে পিছে করে দেয়া। যেমন اسم-এর রূপান্তরগুলো মূল اوسام—اواسيم—وسيم এবং وسميت ছিল। قلب-এর মাধ্যমে এগুলোকে যথাক্রমে اسماء—اسامى—سمى এবং سميت বানানো হয়েছে। এ সমালোচনার জবাবে বায়যাবী বলেন, قلب এমন কোন সাধারণ নিয়ম নয়। বরং এটা একটা অনিয়মিত পন্থা মাত্র। তাই اسم শব্দের সব কয়টি صيغة নিয়ম বহির্ভূত পন্থায় ব্যবহার হতে থাকা মোটেই বিবেকসম্মত কথা নয়। বরং এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং কল্পনা প্রসূত।

২৩. কোন ব্যক্তি বা বস্তুর 'নাম' তার উন্নত এবং খ্যাত হওয়ার পরিচায়ক। এ কারণেই ক্ষুদ্র এবং নিকৃষ্ট বস্তুগুলোর স্বতন্ত্র নাম রাখা হয় না। যেমন মশা-মাছি, পিপীলিকা, পশু ও পাখী। এদেরকে জাতিবাচক নাম দ্বারা অভিহিত করা হয়।

www.pathagar.com

فَالْاسْمُ اِنْ اُرِيْدَ بِهِ اللَّفْظُ فَغَيْرُ الْمُسَمّٰى لِاَنَّهٗ يَتَأَلَّفُ مِنْ اَصْوَاتٍ مُقَطَّعَةٍ غَيْرِ قَارَّةٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْاُمَمِ وَالْاَعْصَارِ وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً وَيَتَّحِدُ اُخْرٰى وَالْمُسَمّٰى لَا يَكُوْنُ كَذَالِكَ.

اسم দ্বারা যদি—اسم শব্দটি উদ্দেশ্য হয়, তবে তা غير مسمى-কে বুঝাবে (অর্থাৎ নামকে নামধারী থেকে পৃথক বুঝাবে)।(ক) কারণ اسم এমন কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ধ্বনি, যা মোটেই স্থিতিশীল নয়। বরং যুগ ও জাতির পরিবর্তনে اسم-ও পরিবর্তিত হতে থাকে। এ ছাড়া কখনও একই নামধারীর একাধিক নাম হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র একটি নাম হয়। কিন্তু مسمى কোন অবস্থাতেই এমনটি হয় না।[২৭]

---

২৪. কুফীদের মতে اسم শব্দটি سمة হতে উদ্ভূত। سمة অর্থ চিহ্ন। প্রত্যেক বস্তুর اسم তার জন্য চিহ্ন স্বরূপ। এ কারণেই وسم-কে اسم বলা হয়। سمة-এর মূলরূপ হচ্ছে وسم। কুফীগণ তাঁদের মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেছেন, اسم-কে وسم হতে উদ্ভূত মেনে নিলে تعليل কম হয়। যেমন واو-কে উহ্য রেখে তার পরিবর্তে همزة الوصل গ্রহণ করলেই اسم—وسم হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বসরীদের মতানুসারে سمو হতে مشتق মানতে গেলে শেষ অক্ষর حذف এবং প্রথম অক্ষর ساكن করে তারপর همزة الوصل বাড়াতে হয়। এতে تعليل বেশী হয়ে যায়। অথচ বেশী تعليل অপেক্ষা কম تعليل উত্তম।

২৫. আল্লামা বায়যাবী কুফীদের মতকে খণ্ডন করে বলেন, وسم-কে اسم হতে নির্গত ধরে নিলে تعليل কম হয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি প্রচলিত নিয়মের বিপরীত। কারণ প্রথম অক্ষর حذف করে তার পরিবর্তে همزة الوصل গ্রহণ করা আরবদের ভাষণে পরিলক্ষিত হয় না। বরং তাদের বাক্যে শেষ অক্ষর حذف করে প্রথমে همزة الوصل গ্রহণের রীতি প্রচলিত রয়েছে। ফলে অনিয়ম অপেক্ষা অধিক تعليل উত্তম। এ হিসেবে বসরীদের অভিমতটিই গ্রহণযোগ্য।

২৬. ومن لغاته سم وسم مستانفة এটা اسم-এর এখানে পঠন পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। اسم-এর পঠন পদ্ধতি পাঁচটি ঃ

اسم (ইসমুন), اسم (উসমুন), سم (সুমুন), سم (সিমুন) ও سمى। এ পদ্ধতিগুলো থেকে سم (সিমুন) শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী কবিতাংশটুকু পেশ করেছেন। এতে سمة শব্দটি اسم-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

(ক) فالاسم ان اريد به اللفظ আল্লামা বায়যাবী এখানে بسم الله-এর اسم শব্দটিকে কেন্দ্র করে ইলমুল কালাম বা তর্কশাস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। দার্শনিক বিচার-বিবেচনা ও যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে দাবী প্রতিষ্ঠা করাকে ইলমুল কালাম বলে।

২৭. কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাবার জন্য নির্বাচিত শব্দকে اسم বলে। اسم যার জন্য নির্বাচিত হয় তাকে مسمى বলে। এক কথায় اسم বলা হয় নামকে, আর مسمى বলা হয় নামধারীকে।

اسم শব্দটি কি عين مسمى-কে বুঝায়, না غير مسمى-কে এ নিয়ে আলেমদের মতবিরোধ রয়েছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে اسم—عين مسمى অর্থে নির্দিষ্ট। যেমন كتب زيد। এখানে 'লেখক' যায়েদ নামধারী ব্যক্তিটি, 'যায়েদ' শব্দটি নয়। তাই এ اسم-টি عين مسمى অর্থে নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে كتب زيد (কুতিবা) —এখানে 'যায়েদ' শব্দটি লিখিত হয়েছে, যায়েদ নামধারী সত্তাকে নয়। ফলে এখানে اسم—غير مسمى অর্থে নির্দিষ্ট। এ ধরনের স্পষ্ট বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন মতবিরোধ নেই। মতবিরোধ ঐসব ক্ষেত্রে, যেখানে উভয় অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মো'তাযিলাদের মতে اسم শব্দটি غير مسمى-কে বুঝায়। আশাইরাদের এক দলের মতে اسم দ্বারা عين مسمى-কে বুঝায়। আবুল হাসান আল-আশআরীর মতে اسم দ্বারা গুণকে বুঝায়। আহলুস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামাআতের মতে اسم শব্দটি عين مسمى ও নয় غير مسمى ও নয়।

আল্লামা বায়যাবী এসব মতপার্থক্যকে শাব্দিক বলে আখ্যায়িত করে اسم শব্দের তিনটি অবস্থার উল্লেখ করেছেন, গ্রহণযোগ্য মতের স্বপক্ষে দলীল উপস্থাপিত করেছেন এবং প্রতিপক্ষের দলীল সমূহকে যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে اسم-এর প্রথম অবস্থা হচ্ছে, اسم দ্বারা যদি لفظ—اسم-কে বুঝান হয়, তখন তা غير مسمى-এর প্রতি ইঙ্গিত করবে। এ অবস্থায় নামকে নামধারী থেকে পৃথক বুঝাবে। দলীল ঃ (ক) اسم বলা হয় এমন ধ্বনি-সমষ্টিকে, যা উচ্চারণের সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু নামধারী তা হয় না। ফলে নাম আর নামধারী এক নয়। (খ) যুগ ও জাতির আবর্তন-বিবর্তনে নামের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু নামধারী অপরিবর্তিত থেকে যায়। যেমন 'আল্লাহ' সুরিয়ানী ভাষায় 'লা-হ্া' ফারসী ভাষায় 'খোদা'। কিন্তু নামধারী আল্লাহ সর্বাবস্থায় অপরিবর্তিত। এতে প্রমাণিত হয় যে, নাম আর নামধারী এক নয়, বরং সম্পূর্ণ পৃথক। (গ) কোন কোন ক্ষেত্রে একই নামধারীর বহু নাম হয়, যেমন পবিত্র কুর্আনে ইরশাদ হয়েছে ঃ قل ادعوا الله اوادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى "বল, আল্লাহ বলে ডাক, কি রহমান বলে—যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর জন্য সব ভালো নামই নির্দিষ্ট"— (সূরা ইসরাঃ ১১০)। .....

www.pathagar.com

وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ فَهُوَ الْمُسَمَّى لَكِنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهٰذَا الْمَعْنَى وَقَوْلُهُ تَعَالَى "تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ" "وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ" الْمُرَادُ بِهِ اللَّفْظُ لِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ تَنْزِيهُ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ عَنِ النَّقَائِصِ يَجِبُ تَنْزِيهُ الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ لَهَا عَنِ الرَّفَثِ وَسُوءِ الْأَدَبِ أَوِ الْاِسْمُ فِيهِ مُقْحَمٌ كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا۔

اسم দ্বারা যদি বস্তুর সত্তাকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে তা مسمى-কে বুঝাবে (অর্থাৎ যা اسم তাই হবে مسمى)। কিন্তু اسم এ অর্থে প্রসিদ্ধ নয়। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "প্রতিপালকের اسم বরকতপূর্ণ" ; "প্রতিপালকের اسم-এর তাসবীহ পাঠ কর"। এখানে اسم দ্বারা ذات বা সত্তাকে বুঝান হয়নি, বরং لفظ—اسم-কেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ্‌র সত্তা এবং গুণাবলীকে যে ভাবে অশোভনীয় বিষয় সমূহ হতে পবিত্র করা প্রয়োজন, অনুরূপভাবে তাঁর ذات এবং صفات-এর জন্য নির্বাচিত শব্দগুলোকেও অশালীনতা এ অশ্লীলতা হতে মুক্ত করা প্রয়োজন।[২৮] অথবা উল্লেখিত আয়াতে اسم শব্দটি অতিরিক্ত। যেমন কবি বলেছেন ... ... الى الحول অর্থাৎ "বৎসর পূর্ণ হবার পর আমার পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি বিদায়ী সালাম"।[২৯]

... ..এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাকের বহু নাম রয়েছে। হাদীস শরীফে আল্লাহ্‌র ৯৯টি নামের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নাম আর নামধারী এক মনে করা হলে, নামগুলোর ন্যায় নামধারী আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকেও সম-সখ্যক মেনে নিতে হয় (نعوذبالله)। যেহেতু নাম বহু সখ্যক হলেও নামধারী একক থেকে যায়, তাই মেনে নিতে হয় যে, নাম আর নামধারী এক নয়। (ঘ) নাম আর নামধারী এক হলে বরফ বা আগুন বলার সাথে সাথে মুখ ঠাণ্ডা বা গরম হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। ফলে নাম আর নামধারী এক হতেই পারে না।

২৮. কাযী বায়যাবী এখানে اسم-এর দ্বিতীয় অবস্থার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, নাম দ্বারা যদি নামধারীকে উদ্দেশ্য করা হয় তখন নাম আর নামধারী এক হয়ে যাবে। অর্থাৎ নাম বলে নামধারীকেই বুঝাতে হবে। প্রমাণ ঃ

(ক) পবিত্র কুর্‌আনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ এবং سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ।

www.pathagar.com

উভয় আয়াতে বরকত এবং তাসবীহ-কে اسم-এর দিকে نسبت করা হয়েছে। অথচ 'কল্যাণময়' এবং 'ত্রুটিমুক্ত হওয়া' নামের গুণ হতে পারে না, বরং এগুলো নামধারী আল্লাহ্‌র গুণ। এতে বুঝা যায়, আয়াতে اسم-কে عين مسمى-এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নাম বলে নামধারীকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অতএব নাম আর নামধারী এক এবং অভিন্ন। (খ) কেউ زينب طالق বললে তালাক 'নামের' উপর পড়ে না, পড়ে 'ব্যক্তির' উপর। এতে বুঝা যায়, নাম দ্বারা নামধারীকেই বুঝায়, নামের শব্দকে বুঝায় না।

আল্লামা বায়যাবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, নাম দ্বারা নামধারীকে বুঝানো, এ অর্থে اسم শব্দটি প্রচলিত নয়। এ মতের স্বপক্ষে উপস্থাপিত দলীল-সমূহ খণ্ডন করতে গিয়ে কাযী সাহেব বলেছেন, পবিত্র কুর্‌আন থেকে পেশকৃত আয়াত দুটোতেই اسم দ্বারা لفظ اسم-কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। مسمى বা নামধারীকে নয়। কারণ মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ন্যায় তাঁর নামগুলোকেও সমভাবে পবিত্র রাখা প্রয়োজন। এজন্যই এখানে আল্লাহ্‌র নামের তাসবীহ এবং পবিত্রতা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। ফলে এখানে اسم দ্বারা عين مسمى-কে বুঝানো হয়নি, বরং غير مسمى-কে বুঝানো হয়েছে।

২৯. আয়াতে বর্ণিত اسم সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী আরও একটি তথ্য উল্লেখ করে বলেন, এখানে اسم শব্দটি অতিরিক্ত। আরবদের মাঝে اسم-কে এভাবে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি কবি লাবীদের একটি কবিতাংশ উল্লেখ করেন ঃ الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكى حولا كاملا فقد اعتذر—কবি লাবীদ মৃত্যুকালে তাঁর মেয়েদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "আমার মৃত্যুর পর তোমরা এক বৎসর পর্যন্ত আমার গুণাবলী বর্ণনা করে ক্রন্দন করবে। তারপর তোমাদের জন্য বিদায়ী সালাম। কারণ এক বৎসর ক্রন্দনের পর তোমরা অপারগ বলে বিবেচিত হবে।" এখানে اسم السلام বাক্যাংশে اسم শব্দটি অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

زينب طالق-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আসলে এ শব্দটির অর্থ ঃ المراة المسماة باسم زينب هى طالق (যে মহিলার নাম জয়নব তার উপর তালাক)। অতএব এ দৃষ্টান্তটি كتب زيد-এর পর্যায়ভুক্ত। এতে কোন মতবিরোধ নেই।

www.pathagar.com

وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الصِّفَةُ كَمَا هُوَ رَأْيُ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ انْقَسَمَ انْقِسَامُ الصِّفَةِ عِنْدَهُ إِلَى مَا هُوَ نَفْسُ الْمُسَمَّى وَإِلَى مَا هُوَ غَيْرُهُ وَإِلَى مَا لَيْسَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ -

শায়খ আবুল হাসান আল-আশআরীর মতানুসারে اسم-কে যদি صفت-এর অর্থে গ্রহণ করা হয়, তবে তাঁর মতে صفت-এর শ্রেণী বিভাগের মতই اسم-ও কয়েক ভাগে বিভক্ত হবে, যেমন : نفس مسمى ও غير مسمى এবং نفس مسمي ও নয়, غير مسمى ও নয়।[৩০]

---

৩০. কাযী বায়যাবী এখানে بسم الله-এর اسم সম্পর্কিত তৃতীয় অভিমত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আশাইরাদের প্রখ্যাত আলেম শায়খ আবুল হাসান আল-আশআরী اسم-কে صفت-এর অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। যদি তাঁর এমত মেনে নিয়ে اسم-কে صفت-এর অর্থে গ্রহণ করা হয়, তবুও অপর তিনটি দলের অভিমতের সাথে এ বক্তব্যের তেমন কোন পার্থক্য হচ্ছে না। কারণ আবুল হাসান আল-আশআরীর মতে صفت অর্থ : ما يدل على ذات مبهمة متصفة ببعض صفاتها (যা গুণধরের কোন গুণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তার অদৃশ্য অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে)। তাঁর মতে এ صفت প্রথমে দু'প্রকার صفت حقيقية ও صفت اضافية। আবার صفت حقيقية দু'প্রকার عين ذات এবং لا عين ولا غير । ফলে আশআরী সাহেবের মতে صفت সর্বমোট তিন প্রকার। صفت اضافي যেমন رزق-خلق, এটা غير ذات হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট। عين ذات যেমন وجود এছাড়া لا عين ولا غير যেমন علم-وقدرت। এ হিসেবে اسم দ্বারা যখন صفت বুঝানো হবে তখন তা উক্ত صفت-এর মতই তিন ভাগে বিভক্ত হবে। যেমন نفس مسمى বা عين مسمى এটা আশাইরাদের এক-দলের অভিমত। غير مسمى এটা মোতাযিলাদের অভিমত। لا عين ولا غير এটা আহ্‌লুস্-সুন্নাহ ওয়াল-জমাআতের অভিমত। অতএব শব্দিক পার্থক্য থাকলেও অর্থগত দিক থেকে অভিমতগুলোর মাঝে কোন পার্থক্য থাকছে না।

৩১. কাযী বায়যাবী এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি ছিল এই যে, بسم الله শব্দে আল্লাহ্‌র নাম থেকে অনুগ্রহ ও বরকত লাভ করাই উদ্দেশ্য। তাই সরাসরি بالله বললেই চলত। মাঝখানে اسم শব্দটি বাড়ানোর কি প্রয়োজন ছিল? এর উত্তরে বলা হয়েছে, আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব অত্যধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাই কোন উছিলা ছাড়া সরাসরি তাঁর থেকে বরকত.....

www.pathagar.com

وَإِنَّمَا قَالَ "بِسْمِ اللهِ" وَلَمْ يَقُلْ "بِاللهِ" لِأَنَّ التَّبَرُّكَ وَالْاِسْتِعَانَةَ بِذِكْرِ اسْمِهِ أَوْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْيَمِيْنِ وَالتَّيَمُّنِ وَلَمْ يُكْتَبِ الْأَلِفُ عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ الْخَطِّ لِكَثْرَةِ الْاِسْتِعْمَالِ وَطُوِّلَتِ الْبَاءُ عِوَضًا عَنْهَا

بِاللهِ-কে بِسْمِ اللهِ না বলে بِسْمِ اللهِ এজন্য বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌র দরবারে বরকত এবং অনুগ্রহ প্রার্থনার সাহস করা اسم শব্দটি উল্লেখের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।[৩১] অথবা باء يمين এবং باء تيمن-এর মাঝে পার্থক্য করার জন্য اسم শব্দটি বাড়ানো হয়েছে।[৩২] আরবী লিখন পদ্ধতি অনুসারে بِسْمِ اللهِ-কে الف সহ بِسْمِ اللهِ লিখতে হতো। কিন্তু শব্দটি অধিক ব্যবহারের কারণে الف বাদ দেয়া হয়েছে। তবে উহ্য الف-এর পরিবর্তে بِسْمِ اللهِ-এর با-কে লম্বা করে লিখা হয়েছে।[৩৩]

এবং সাহায্য প্রার্থনা করা দুঃসাহসিক ব্যাপার। এ কারণেই উছিলা হিসেবে اسم শব্দটি মাঝখানে আনা হয়েছে।

৩২. بِاللهِ না বলে بِسْمِ اللهِ বলার আর একটি কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, باء দু'প্রকার ঃ (ক) قسمية (শপথ সূচক) ও (খ) تيمنية (বরকত সূচক)। শপথ সূচক باء সরাসরি আল্লাহ্‌র নাম সমূহের সাথে ব্যবহৃত হয়। এখানে اللهِ শব্দের উপর اسم শব্দ বৃদ্ধি করে তার সাথে باء এনে দেখানো হয়েছে যে, এটা শপথ সূচক "বা" নয়, বরং বরকতসূচক "বা"। এভাবে اسم শব্দ ব্যবহার করে باء قسمية এবং باء تيمنية-এর মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

৩৩. এখানে بِسْمِ اللهِ-এর رسم الخط বা লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি প্রশ্ন ও উত্তরের ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, আরবী رسم الخط (লিখন পদ্ধতি) অনুসারে যে اسم-এর প্রথমে همزة الوصل থাকবে, তা (اسم) বাক্যের শুরুতেও থাকতে পারে, মাঝেও থাকতে পারে। যদি শুরুতে থাকে তবে همزة الوصل লিখন এবং পঠন উভয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। আর যদি মাঝে থাকে তবে লিখিতভাবে বিদ্যমান থাকবে, কিন্তু পাঠের সময় উহ্য থাকবে। যেমন اقرء باسم ربك। بسم الله-এর همزة মাঝখানে রয়েছে। তাই উক্ত নিয়ম মোতাবেক এ همزة পাঠের সময় উহ্য থাকলেও লেখার সময় বিদ্যমান থাকা উচিত ছিল। এর উত্তরে কাযী বায়যাবী বলেন, بسم الله অধিক ব্যবহারের কারণে সহজ করা প্রয়োজন ছিল। সহজ করার জন্য কখনও উহ্য রাখা হয়, আবার কখনও ساكن করা হয়। এখানে همزة الوصل-কে উহ্য রাখা হয়েছে। তবে তার চিহ্ন হিসেবে باء-কে লম্বা করে লেখা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ اَصْلُهٗ اِلٰهٌ فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ وَعُوِّضَ عَنْهَا الْاَلِفُ وَاللَّامُ وَلِذٰلِكَ قِيْلَ يَا اَللّٰهُ بِالْقَطْعِ اِلَّا اَنَّهٗ مُخْتَصٌّ بِالْمَعْبُوْدِ بِالْحَقِّ وَالْاِلٰهُ فِي الْاَصْلِ يَقَعُ عَلٰى كُلِّ مَعْبُوْدٍ ثُمَّ غُلِبَ عَلَى الْمَعْبُوْدِ بِحَقٍّ -

আল্লাহ্ শব্দটি মূলে الٰه ছিল। 'হামযা' উহ্য রেখে তার পরিবর্তে الف-لام গ্রহণ করা হয়েছে।[৩৪] এ কারণেই—يااللّٰه বলার সময় 'হামযা' قطعی হিসেবে পাঠ করা হয়।[৩৫] তবে (মূল এবং পরিবর্তিত রূপের মাঝে পার্থক্য এই যে,) اللّٰه শব্দটি সত্য মা'বূদকে বুঝাবার জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু الٰه মূল অর্থের দিক হতে সত্য-অসত্য সব ধরনের মা'বূদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর সত্য মা'বূদের ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার প্রাধান্য লাভ করে।[৩৬]

---

৩৪. الٰه শব্দের همزة-কে خلاف قياس বা নিয়ম বহির্ভূত পন্থায় حذف করা হয়েছে। এ কারণেই ال গ্রহণের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কেননা আরবী শব্দ-বিন্যাস নীতিমালার অধীনে কোন অক্ষর حذف করা হলে তা উল্লেখ করারই নামান্তর (المحذوف بعلة كالمذكور—)। তাই তার পরিবর্তে অন্য অক্ষর গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

৩৫. اللّٰه শব্দের ال উহ্য همزة-এর পরিবর্তে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা معرف بلام নয়। একথা বুঝাবার জন্য منادى হওয়ার প্রাক্কালে همزة উহ্য রাখা হয় না। বরং همزة قطعی সহ—يااللّٰه-পাঠ করা হয়।

৩৬. الٰه শব্দ দ্বারা معبود باطل বা معبود حق সব ধরনের معبود-কে বুঝানো হত। الٰه-কে اللّٰه শব্দে রূপান্তরিত করার পর তা معبود حق বা সত্য মা'বূদের অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। এভাবে ক্রমে اللّٰه শব্দটি সত্য মা'বূদের অর্থে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। اللّٰه শব্দ দ্বারা আর কোন কল্পিত বা বাতিল মা'বূদকে বুঝায় না।

৩৭. ইলাহ্ (الٰه) শব্দের مشتق منه সম্পর্কে কাযী বায়যাবী আলেমদের সাতটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। প্রথম অভিমত ঃ শব্দটি আলাহা (الٰه)-باب فتح يفتح থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। الوهية—الهة-এর مصدر। এর অর্থ عبد (আবাদা) অর্থাৎ উপাসনা করা। الٰه শব্দটি مألوه অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন كتاب শব্দটি مكتوب অর্থে ব্যবহৃত হয়। مألوه অর্থ মা'বূদ। আল্লাহ্ পাক যেহেতু সমগ্র সৃষ্ট জগতের মা'বূদ এজন্যই তাঁকে اللّٰه বলা হয়। আলাহা (الٰه) ও يالٰه হতে باب تفعل—এ تالٰه হয়। এর অর্থ হবে صار كالعبد। অনুরূপভাবে باب استفعال হতে—استالٰه আসে। এর অর্থ হবে "صار مشابها للعبد"।

www.pathagar.com

واستقاقه من اله الهة والوهية والوهة جمعنے عبد ومنه

تأله واستأله وقيل من أله أزا تحير از العقول تتحير في

معرفته او من الهت الى فلان اي سكنت اليه لان القلوب تطمئن

بذكره والارواح تسكن الى معرفته -

ইলাহ (اله) শব্দটি আলাহা (اله), আলাহাতান (الهة) ও উলুহিয়াতান (الوهية) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ, উপাসনা করা। এ শব্দমূলগুলো থেকেই تاله এবং استاله গ্রহণ করা হয়েছে।[৩৭] কেউ কেউ বলেছেন, اله শব্দটি আলিহা (اله) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ অস্থির হওয়া। কারণ আল্লাহ্‌র প্রকৃত পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে মানব-জ্ঞান দিশেহারা হয়ে পড়ে।[৩৮] অথবা اله শব্দটি الهت الى فلان থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ, আমি অমুকের নিকট গিয়ে সান্তনা লাভ করেছি। এ অর্থে আল্লাহ্‌কে اله বলার কারণ মুমিনদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে এবং আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভে তাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়।[৩৯]

---

৩৮. দ্বিতীয় অভিমত : اله শব্দটি আলিহা (اله) অর্থাৎ باب سمع হতে يسمع উদ্ভূত। এর অর্থ অস্থির হওয়া। অতএব اله শব্দ مالوه অর্থে পূর্ণ অর্থ হবে। আল্লাহ্ এমন এক সত্তা যাঁর পরিচয় লাভে দুনিয়ার জ্ঞানীদের জ্ঞানসমূহ ব্যাকুল ও অস্থির। কারণ সকল জ্ঞান যদি আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভে সক্ষম হতো তবে এ ধরাধামে কোন বাতিল মতবাদ টিকে থাকতোনা বা কোন বাতিলপন্থীর অস্তিত্ব থাকত না।

৩৯. তৃতীয় অভিমত : اله শব্দটি আরবদের প্রবাদবাক্য الهت الى فلان হতে গৃহিত। এর অর্থ سكنت اليه (আমি অমুকের সংস্পর্শে সান্তনা লাভ করেছি)। মূলতঃ আল্লাহ্ এমন এক সত্তা যাঁকে স্মরণ করে মানুষ প্রশান্তি লাভ করে থাকে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে : الا بذكر الله تطمئن القلوب

"(জেনে রাখ) আল্লাহ্‌র স্মরণে অন্তরসমূহ পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে"—(সূরা রা'দ : ২৮)। আল্লামা রূমী বলেছেন :

الله الله این چه شیرین است نام + شیر شکر می شود جانم تمام -

www.pathagar.com

أَوْ مِنْ أَلَهَ إِذَا فَزِعَ مِنْ أَمْرٍ نَزَلَ عَلَيْهِ وَأَلَهَهُ غَيْرُهُ أَجَارَهُ إِذِ الْعَائِذُ يَفْزَعُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُهُ حَقِيقَةً أَوْ بِزَعْمِهِ أَوْ مِنْ أَلَهَ الْفَصِيلُ إِذَا أُولِعَ بِأُمِّهِ إِذِ الْعِبَادُ مُولَعُونَ بِالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ فِي الشَّدَائِدِ ـ

অথবা الله শব্দটি আলুহা (أله) এবং أَلَهَهُ غَيْرُهُ থেকে উদগত। 'আলুহা' অর্থ আপতিত বিপদের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া। أَلَهَهُ غَيْرُهُ অর্থ ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা প্রদান করা। (এ অর্থে আল্লাহ্‌কে اله বলার তাৎপর্য এই যে,) যখন কোন বিপদগ্রস্ত আশ্রয়প্রার্থী তাঁর দরবারে ধরনা দেয়, তিনি তাকে প্রকৃত অর্থে আশ্রয় দান করেন, অথবা তার ধারণা মোতাবেক আশ্রয় দিয়ে থাকেন।[৪০] অথবা الله শব্দটি أله الفصيل থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ উষ্ট্রী শাবক তার মায়ের আশ্রয়ে নিরাপত্তা লাভ করেছে। এ অর্থে আল্লাহ্‌কে এ জন্যই اله বলা হয় যে, বান্দাগণ কঠিন বিপদাপন্ন অবস্থায় কাকুতি-মিনতি সহকারে ক্রন্দনরত হয়ে আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা লাভ করে থাকে।[৪১]

---

৪০. الله শব্দের مشتق منه সংক্রান্ত চতুর্থ অভিমত : এ শব্দটি اله এবং أله غير থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই اله-এর অর্থ হবে আশ্রয়স্থল। মূলতঃ আল্লাহ রব্বুল আলামীন সমস্ত প্রার্থনাকারীর আশ্রয়স্থল। কাযী বায়যাবীর বক্তব্য : وهو يجيره حقيقة او بزعمه-এর অর্থ প্রার্থনাকারী যদি সত্য মা'বুদের নিকট তথা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয়প্রার্থী হয়, তবে তিনি তাকে সঠিক অর্থে আশ্রয় দান করেন। আর যদি অসত্য মা'বুদের নিকট আশ্রয় কামনা করে, তবুও তার ধারণা মোতাবেক সে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।

৪১. পঞ্চম অভিমত : اله শব্দটি আরবদের প্রবাদবাক্য أله الفصيل থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। فصيل বলা হয় একান্ত প্রিয় উষ্ট্রী-শাবককে যা সর্বক্ষণ মায়ের আশেপাশে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে মায়ের সাথে একাকার হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মানুষ বিপদে পড়ে নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহ্‌র একান্ত নিকটবর্তী হতে চায়। সময় সময় কান্নাকাটির মাধ্যমে সে যেন নআল্লাহ্‌র সাথে একাকার হয়ে যায়। পবিত্র কুর্‌আনে ইরশাদ হয়েছে :

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا "যখন তার উপর বিপদ আসে—তখন ঘাবড়িয়ে যায়" -(সূরা মা'আরিজ : ২০)।

www.pathagar.com

أَوْ مِنْ وَلَهَ إِذَا تَحَيَّرَ وَتَخَبَّطَ عَقْلُهُ وَكَانَ أَصْلُهُ وِلَاهٌ فَقُلِبَتِ

الْوَاوُ هَمْزَةً لِاسْتِثْقَالِ الْكَسْرَةِ عَلَيْهَا اسْتِثْقَالَ الضَّمِّ فِي وُجُوهٍ فَقِيلَ

إِلَاهٌ كَإِعَاءٍ وَإِشَاحٍ وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ عَلَى آلِهَةٍ دُونَ أَوْلِهَةٍ -

অথবা ইলাহ্ (اله) শব্দটি ওয়ালিহা (وله) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হয়রান পেরেশান হওয়া ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া। এ হিসেবে ইলাহ্ (اله) মূলে বিলাহা (وله) ছিল। واو-কে همزة দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ وجوه-এর واو পেশের সাহায্যে পাঠ করা যেমন কঠিন, তেমনি ولاه-এর واو জের-এর সাহায্যে পাঠ করাও কঠিন। واو পরিবর্তনের পর اعاء এবং اشاح-এর অনুরূপ ইলাহ্ (اله) পঠিত হয়েছে।[৪২] কিন্তু اله-এর বহুবচন الهة হয়, اولهة হয় না। এ কারাণ উক্ত অভিমত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।[৪৩]

---

৪২. اله-এর مشتق منه সম্পর্কে ষষ্ঠ অভিমত : এটা وله হতে গ্রহণ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যখন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, আরবরা তখন বলে هو وله। এ মতানুসারে اله অর্থ হবে আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করতে গিয়ে জ্ঞান-জগৎ হয়রান হয়ে পড়ে এবং জ্ঞানীদের জ্ঞানের দর্প চুন-বিচুন হয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এ অর্থে اله মূলে وله ছিল। وله-কে জের দিয়ে পাঠ করা কঠিন বিধায় الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন وجوه-এর واو-কে পেশ দিয়ে পাঠ করা কঠিন হওয়ায় الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে وله শব্দটি اله-এর রূপ লাভ করেছে। যেমন وعاء ও اشاح-এর واو পরিবর্তনের পর اعاء এবং اشاح-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

৪৩. কাযী বায়যাবী এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করে বলেন : ويرده الجمع على الهة دون اولهة অর্থাৎ যদি اله শব্দটি وله হতে উদ্ভূত হতো তবে এর اولهة—جمع تكثير হতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, বরং اله-এর الهة—جمع تكثير ব্যবহৃত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, الة-এর মূল ولة নয়।

৪৪. اله-এর শব্দমূল সম্পর্কে সপ্তম অভিমত : اله শব্দটি ليها—يليه—لاه এবং لاها থেকে উদ্ভূত। لاه-দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্তরীণ হওয়া এবং শীর্ষস্থান লাভ করা। لاه-এর উপর ال বৃদ্ধি করার ফলে الله হয়েছে। এর দলীল হিসেবে কাযী বায়যাবী ......كحلفة ابى رباح এ কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন। এতে حلفة-এর تاء অক্ষরটি مرة-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। حلف অর্থ শপথ।......

www.pathagar.com

وَقِيلَ: أَصْلُهُ لَاهَ مَصْدَرُ لَاهَ يَلِيهُ لَيْهًا وَلَاهًا إِذَا احْتَجَبَ وَارْتَفَعَ لِأَنَّهُ

تَعَالَى مَحْجُوبٌ عَنْ إِدْرَاكِ الْأَبْصَارِ وَمُرْتَفِعٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَعَمَّا

لَا يَلِيقُ بِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: كَحَلْفَةٍ مِنْ أَبِي رَبَاحٍ يَسْمَعُهَا

لَاهُهُ الْكُبَارُ

আরও কথিত আছে যে, اله-এর মূল হচ্ছে লাহ্ (لاه)। এটা ليها—لاه يليه ও لاها-এর শব্দমূল। لاه-এর অর্থ অন্তরীণ হওয়া এবং শীর্ষস্থান লাভ করা। এ অর্থে আল্লাহ্‌কে اله বলার তাৎপর্য এই যে, তিনি দৃষ্টি শক্তির অন্তরালে এবং বস্তুজগতের শীর্ষস্থানে ও সমস্ত অশোভনীয় কর্মকাণ্ডের ঊর্ধ্বে বিরাজমান। কবির এ কবিতাংশটি উক্ত অভিমতের সাক্ষ্য বহন করেঃ ... ... كحلفة من ابى رباح অর্থাৎ আবু রাবাহ-এর শপথের মত, যা তার প্রভু শ্রবণ করেছেন।[88]

... অতএব ... كحلفة ابى رباح-এর অর্থ হবে আবু রাবাহের এক সময়ের শপথ ... ...। কবিতার দ্বিতীয় অংশে لاه শব্দটি 'মা'বূদ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, لاه শব্দটি اله-এর اجوف।

৪৫. আল্লামা বায়যাবী এখানে قيل শব্দ দ্বারা زجاج এবং سيبويه-এর অভিমত বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে الله শব্দটি কোন মূল থেকে গ্রহণ করা হয়নি। বরং এটা আল্লাহ্‌র বিশেষ সত্তার علم বা নাম। এ অভিমতের স্বপক্ষে তাঁরা তিনটি প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন।

৪৬. আল্লাহ্ শব্দ علم—এ মতের স্বপক্ষে প্রথম প্রমাণ—الله শব্দ তার গুণবাচক নামসমূহের موصوف হয়, কিন্তু অন্য কোন নামের صفت হয় না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ শব্দটি صفت নয়, বরং اسم। আর এ কথা সর্বজন বিধিত যে, এটা একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই নাম। অতএব الله শব্দ اسم ذات হওয়া প্রমাণিত হয়।

৪৭. الله শব্দ علم হওয়ার দ্বিতীয় দলীল : মহান আল্লাহ্‌র জন্য এমন একটি নাম প্রয়োজন, যার মাঝে তাঁর সমুদয় গুণ প্রতিবিম্বিত হবে। কিন্তু নিজে কারও صفت হবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্‌র নামগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একমাত্র الله শব্দ ছাড়া আর কোন নামে উক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, الله শব্দ صفت নয়, বরং তাঁর সুনির্দিষ্ট সত্তার নাম।

www.pathagar.com

وَقِيلَ عَلَمٌ لِذَاتِهِ الْمَخْصُوصَةِ لِأَنَّهُ يُوصَفُ وَلَا يُوصَفُ بِهِ
وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنِ اسْمٍ تَجْرِي عَلَيْهِ صِفَاتُهُ وَلَا يَصْلُحُ لَهُ مِمَّا يُطْلَقُ
عَلَيْهِ سِوَاهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" تَوْحِيدًا أَمْثَلَ
"لَا إِلٰهَ إِلَّا الرَّحْمٰنُ" فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الشَّرِكَةَ -

আরও কথিত আছে যে, "আল্লাহ্" শব্দটি তাঁর নির্দিষ্ট সত্তার "নাম"।[৪৫] কারণ এটা موصوف হয়, কিন্তু صفت হয় না।[৪৬] এ ছাড়া আল্লাহ্র জন্য এমন একটি নামের প্রয়োজন, যার মাঝে তাঁর সমস্ত গুণের সমাবেশ ঘটবে। "আল্লাহ্" শব্দ ছাড়া তাঁর অন্য কোন নামে এ উপযোগিতা বিদ্যমান নেই।[৪৭] আরও একটি কারণ এই যে, 'আল্লাহ্' শব্দকে যদি صفت অর্থ মেনে নেওয়া হয়, তবে لا اله الا الله -একত্ববাদের প্রতীক হবে না। যেমন لا اله الا الرحمن একত্ববাদের প্রতীক হয় না। কারণ গুণ শিরকের অন্তরায় নয়।[৪৮]

---

৪৮. الله শব্দ اسم ذات হওয়ার তৃতীয় দলীল ঃ الله শব্দকে যদি صفت মেনে নেওয়া হয়, তবে رحمن শব্দের ন্যায় الله শব্দও মহান প্রভুর صفات غالبة হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এমতাবস্থায় لا اله الا الرحمن দ্বারা যেমন তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয় না, অনুরূপভাবে لا اله الا الله দ্বারাও তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হবে না। অথচ لا اله الا الله বাক্য كلمة التوحيد (একত্ববাদের বাক্য)— এ ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, الله শব্দটি صفت হতে পারে না, বরং এটা আল্লাহ্র সত্তার জন্য علم বা নাম।

৪৯. الله শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী চারটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। (ক) আল্লাহ শব্দটি اسم مشتق (খ) علم (গ) صفت مشبهة (ঘ) সুরিয়ানী শব্দ। এখানে তৃতীয় অভিমতটি اظهر শব্দ দ্বারা আরম্ভ করেছেন। কারণ কাযী সাহেব নিজেও এ অভিমতের স্বপক্ষে রয়েছেন। এ মতানুসারে আল্লাহ শব্দকে وصف বা বিশেষণ বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এটা وصف হলে অন্য কোন নামের صفت হয় না কেন? দ্বিতীয়তঃ صفت কখনও مانع شركت হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, الله শব্দটি মহান প্রভুর সত্তাকে বুঝাবার জন্য এমনভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, প্রথমে এ صفت-টি علم-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে পরে علم-এর রূপ লাভ করে। তাই এ শব্দটি علم-এর ন্যায়.....

www.pathagar.com

وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ وَصْفٌ فِي أَصْلِهِ لٰكِنَّهُ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ وَصَارَ كَالْعَلَمِ مِثْلَ الثُّرَيَّا وَالصَّعِقِ أُجْرِيَ مَجْرَاهُ فِي إِجْرَاءِ الْوَصْفِ عَلَيْهِ وَامْتِنَاعِ الْوَصْفِ بِهِ وَعَدَمِ تَطَرُّقِ احْتِمَالِ الشَّرِكَةِ إِلَيْهِ -

এটা খুবই স্পষ্ট বিষয় যে, الله শব্দটি মূলতঃ বিশেষণ। কিন্তু আল্লাহ্‌র সত্তাকে বিশেষভাবে বুঝাবার জন্য যখন এটা এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যে, এর দ্বারা অন্য কিছু বুঝানো হয় না, তখন এ বিশেষণটি ثريا এবং صعق-এর মত علم-এর রূপ ধারণ করে। ফলে একে (তিনটি ক্ষেত্রে) علم-এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়ঃ সব صفت-এর موصوف হওয়ার ক্ষেত্রে, নিজে صفت না হওয়ার ক্ষেত্রে ও اشتراك-এর সম্ভাবনামুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে।[৪৯]

..... وصف না হওয়া এবং কোনরূপ শরীক হওয়ার সন্দেহ না থাকা—এ উভয় গুণের অধিকারী হয়। অর্থাৎ وصف হয়েও علم-এর বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। যেমন ثريا এবং صعق। এক সময় এশব্দ দু'টি وصف ছিল, পরে علم-এর রূপ লাভ করেছে।

ثريا এটা ثروى-এর تصغير। ثروان—ثروي-এর مونث সম্পদশালী মহিলাকে ثروى বলা হয়। পরে এ শব্দটি একটি তারকার নাম হিসেবে প্রকাশ পায়। صعق বলা হয় বিকট শব্দকে। خويلد بن نفيل নামের এক ব্যক্তি এ নামে আখ্যায়িত হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এক সময় خويلد খাবার তৈরী করে রাখে। হঠাৎ বাতাস এসে তার খাবারসহ পাত্রগুলো উল্টে দেয়। খাবার মাটিতে পড়ে যায়। خويلد বাতাসের প্রতি অশ্লীল বাক্য ও লানত উচ্চারণ করে। ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে এক বিকট শব্দ তাকে ধ্বংস করে দেয়, এর পর خويلد-কেই صعق বলা হতো।

৫০. আল্লাহ শব্দটি বিশেষণ (وصف) হিসেবে সুস্পষ্ট। এ অভিমতের স্বপক্ষে গ্রন্থকার তিনটি দলীল পেশ করেছেন। প্রথম দলীলঃ কোন وصف-এর মাধ্যম ছাড়া অসীম আল্লাহ্‌র সত্তাকে সসীম মানুষের সীমিত জ্ঞানের সাহায্যে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যাঁর সত্তা সম্পর্কে অন্তরে কোন অনুভূতি নেই, তাঁকে ইঙ্গিত করার জন্য কোন শব্দ চয়ন করাও সম্ভব নয়। কারণ শব্দ অন্তরের অনুভূতি বা উপলব্ধিকে প্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র সত্তা কি ধরনের, এ সম্পর্কে অন্তরে কোন.....

www.pathagar.com

لِأَنَّ ذَاتَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِلَا اعْتِبَارِ أَمْرٍ آخَرَ حَقِيقِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ غَيْرُ مَعْقُولٍ لِلْبَشَرِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُدَلَّ عَلَيْهِ بِلَفْظٍ وَلِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ ذَاتِهِ الْمَخْصُوصِ لَمَا أَفَادَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى "وَهُوَ اللهُ فِي السَّمٰوٰتِ" مَعْنًى صَحِيحًا -

কারণ মহান প্রভুর সত্তা তাঁরই সত্তা হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন وصف-এর মাধ্যম ছাড়া মানুষের বোধগম্য হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। কোন শব্দের সাহায্যে তাঁর প্রকৃত সত্তার প্রতি ইঙ্গিত করাও সম্ভব নয়।[৫০] এ ছাড়া অভিমতটি এজন্যও সুস্পষ্ট যে, الله শব্দটি দ্বারা যদি সুনির্দিষ্ট সত্তাকে বুঝানো হয়, তবে আল্লাহ্‌র বাণী ... ... وهو الله এ আয়াতটির প্রকাশ্য বর্ণনাভঙ্গি কোন বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে না।[৫১]

..... ধারণা বর্তমান থাকে না। হাঁ তাঁর অগণিত গুণ প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে আছে। এর কোন একটি বা সমষ্টির সাহায্যে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করা যেতে পারে। সুতরাং الله শব্দটি তাঁর সত্তার علم নয়, বরং وصف বা গুণ।

৫১. আল্লাহ শব্দটি সুস্পষ্ট وصف হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ : আল্লাহ শব্দকে যদি علم ذاتى মেনে নেয়া হয়, অর্থাৎ যদি এ শব্দটি শুধু আল্লাহ্‌র সত্তাকে বুঝাবার জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তবে তাঁর বাণী وهو الله فى السموات -এর প্রকাশ্য অর্থ হবে আল্লাহ্‌ নামক সত্তাটি আকাশে রয়েছেন। এতে আল্লাহ্‌র দৈহিক অবয়ব হওয়া এবং আকাশে তাঁর অবস্থান হওয়া বুঝাবে। আহলুস-সুন্না ওয়াল জামাআতের আকীদা অনুসারে এ অর্থ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। হাঁ যদি الله শব্দটি وصف মেনে নেয়া হয় তবে শব্দটির অর্থ হবে معبود বা ইবাদতের মালেক। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে هو المعبود فى السموات। এটাই আয়াতের সঠিক অর্থ। সুতরাং الله শব্দটি علم ذات নয়, বরং وصف।

৫২. আল্লাহ শব্দটি وصف হওয়া সম্পর্কে তৃতীয় প্রমাণ : আল্লাহ শব্দ তার اصول বা منه مشتق থেকে مشتق হয়েছে। কারণ اشتقاق শব্দের অর্থ مشتق এবং منه مشتق এ দুয়ের মাঝে অর্থ এবং শব্দ বিন্যাসের দিক থেকে সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকা। উপরে الله শব্দের যে اصول বা منه مشتق-গুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর সাথে আল্লাহ শব্দের অর্থ এবং শব্দ-বিন্যাসের পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান রয়েছে। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, الله শব্দটি مشتق।.....

www.pathagar.com

وَلِاَنَّ مَعْنَى الْاِشْتِقَاقِ هُوَ كَوْنُ اَحَدِ اللَّفْظَيْنِ مُشَارِكًا لِلْاٰخَرِ فِى الْمَعْنٰى وَالتَّرْكِيْبِ وَهُوَ حَاصِلٌ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْاُصُوْلِ الْمَذْكُوْرَةِ -

আর এ কারণেও এটা সুস্পষ্ট অভিমত যে, اشتقاق-এর মর্মার্থ হচ্ছে দুটি শব্দের পরস্পরের মাঝে অর্থ এবং শব্দ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকা। এ সাদৃশ্য الله শব্দ এবং বর্ণিত মূলনীতির মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।[৫২]

.....এ শব্দটিকে مشتق মেনে নেয়ার পর আর علم হওয়ার প্রশ্ন থাকছে না। তবে اسم—مشتق হবে এ প্রশ্ন থেকে যায়। অবশ্য উপরে বর্ণিত প্রমাণসমূহ সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ শব্দকে وصف হওয়া প্রমাণ করে। তাই আল্লাহ শব্দটি اسم مشتق নয়, বরং صفت مشبه। তবে শব্দটি আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে একান্তভাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে صفت غالبه-এর মত কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট।

৫৩. আল্লাহ শব্দের বিশ্লেষণ সম্পর্কে ৪র্থ অভিমত : আল্লাহ শব্দটি সুরিয়ানী ভাষার الاها শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কেউ কেউ এ শব্দটিকে ইব্‌রানী (হিব্রু) ভাষার শব্দ বলেও উল্লেখে করেছেন। একে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে শেষের الف-কে উহ্য করে প্রথমে الف এবং لام গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে الاها শব্দটি الله রূপ লাভ করেছে।

৫৪. ইলমে কিরাআতের পরিভাষায় تفخيم অর্থ কণ্ঠস্বর শক্ত এবং মোটা করে পাঠ করা। تفخيم-এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে ترقيق। ترقيق অর্থ কণ্ঠস্বর নরম এবং পাতলা করে পাঠ করা। سنة-এর অর্থ বিশেষ নিয়ম বা পদ্ধতি। سنة দু'প্রকার : (ক) سنة متوارثة (খ) سنة اصطلاحية। যেসব পদ্ধতি পূর্বপুরুষদের সূত্রে চলে আসছে, তাকে سنة متوارثة বলে। যেসব নিয়ম বা পদ্ধতি জনগণ নিজেদের মধ্যে স্থির করে নেয় তাকে سنة اصطلاحيه বলে। এখানে سنة অর্থ سنة متوارثة। الله শব্দের পূর্বাক্ষরে জবর বা পেশ থাকলে তাকে تفخيم বা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন : سبحان الله—رسول الله। الله শব্দের পূর্বাক্ষরে জের থাকলে لام-কে ترقيق (পাতলা) করে পড়তে হয়। যেমন : بسم الله—الحمد لله।

৫৫. لحن শব্দের অর্থ আভিধানিক ভুল। قاموس গ্রন্থে لحن-শব্দের অর্থ বলা হয়েছে : خطا في القرأءة। অবশ্য خطا فى اللغة ও خطا فى القرأة -এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে আল্লামা বায়যাবী কিরাআত সংক্রান্ত একটি জরুরী বিষয়ের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, الله শব্দের لام এবং ها-এর মধ্যবর্তী الف উহ্য রেখে পাঠ করলে এমন বড় ধরনের ভুল হবে, যার কারণে নামায.....

www.pathagar.com

وَقِيْلَ اَصْلُهٗ لَاهَا بِالسُّرْيَانِيَّةِ فَعُرِّبَ بِحَذْفِ الْاَلِفِ الْاَخِيْرَةِ وَاِدْخَالِ اللَّامِ عَلَيْهِ وَتَفْخِيْمِ لَامِهٖ اِذَا انْفَتَحَ مَا قَبْلَهٗ اَوِ انْضَمَّ سُنَّةً وَقِيْلَ مُطْلَقًا ـ

আরও কথিত আছে যে, আল্লাহ্ শব্দটি لاها হতে উদ্ভূত। এটা 'সুরিয়ানী' ভাষার শব্দ। পরে এর শেষ অক্ষর الف-কে উহ্য রেখে শুরুতে الف ও لام যোগ করে আরবী ভাষার রূপ দেয়া হয়েছে।[৫৫] الله শব্দের পূর্বাক্ষরে যদি জবর বা পেশ থাকে তবে এর لام-কে মোটা করে পাঠ করা পূর্ববর্তী কিরাআত বিশেষজ্ঞদের রীতি। কেউ কেউ বলেছেন, الله শব্দের لام সর্বাবস্থায় মোটা করে পড়তে হবে।[৫৬]

.....ফাসেদ হয়ে যায়। ইমাম আবু হানীফা (রহ), ইমাম শাফিঈ (রহ) এবং সব কিরাআত বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। এর কারণ, ইমাম আবু হানীফার মতে الله শব্দের الف ساكن উহ্য রাখা হলে শব্দটির অর্থ বিকৃত হয় অথবা অর্থহীন শব্দে পরিণত হয়। এ উভয় কারণেই তা নামায নষ্টকারী। ইমাম শাফিঈর মতে الله শব্দের الف ساكن উহ্য রাখা হলে الله শব্দ উহ্য হয়ে যায়। الله শব্দ উহ্য হলে بسم الله الرحمن الرحيم উহ্য হয় ... بسم الله... উহ্য হলে সূরা ফাতিহা উহ্য হয়ে যায়। কারণ তাঁর মতে ... ... بسم الله সূরা ফাতিহার অংশ। তাই সূরা ফাতিহা উহ্য হলে নামায হয় না। কেননা তাঁর মতে নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ। ইলমে কিরাআতের পরিভাষায় এ ধরনের ভুল অর্থাৎ পবিত্র কুর্আনের আয়াতে কোন অক্ষর বৃদ্ধি করা বা কমিয়ে দেয়া-কে لحن جلى বলে। কিরাআত বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত মত এই যে, لحن جلى দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যায়।

৫৬. صريح اليمين বলা হয় এমন শপথকে যার শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে শপথ প্রতিষ্ঠিত হয়,নিয়াত প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের শপথের শব্দগুলো আল্লাহ্র নামের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। ফলে الله শব্দটি ভুল হলে صريح يمين প্রতিষ্ঠিত হয় না।[৫৭]

৫৭. এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দান করা হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, الله শব্দের الف ساكن উহ্য থাকা ভুল হলে ... .. الا لا بارك لله এ شعر-কে কিভাবে বিশুদ্ধ বলা যাবে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এখানে ছন্দমিলের প্রয়োজনে الف উহ্য রাখা হয়। شعر-টিতে الله শব্দ বিশুদ্ধভাবে উল্লেখ রয়েছে। পাঠের সময় ছন্দমিলের প্রয়োজনে الف ساكن উহ্য রেখে পাঠ করতে হয়।

www.pathagar.com

وَحَذْفُ اَلِفِهِ لَحْنٌ تَفْسُدُ بِهِ الصَّلٰوةُ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ صَرِيْحُ الْيَمِيْنِ وَقَدْ جَاءَ لِضَرُوْرَةِ الشِّعْرِ: اَلَا لَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْ سُهَيْلٍ + اِذَا مَا اللّٰهُ بَارَكَ فِي الرِّجَالِ -

নামাযে الله শব্দের মধ্যবর্তী الف উহ্য রেখে পাঠ করলে আভিধানিক ভুলের কারণে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।[৫৫] এর সাহায্যে শপথ করলে নিয়াত ব্যতীত তা প্রতিষ্ঠিত হবে না।[৫৬] তবে ... ... الا لا بارك الله কবিতাংশে الف-কে উহ্য রাখা হয়েছে ছন্দমিলের প্রয়োজনে।[৫৭]

---

৫৮. الرحمن ও الرحيم এ দু'টো শব্দ সম্পর্কে দু' ধরনের অভিমত পরিলক্ষিত হয়: (ক) جمهور-এর মতে এগুলো صفت مشبهة-এর صيغة। তবে এগুলো مبالغة-এর অর্থ প্রধান করে। যেমন فعلان এবং فعيل। উভয় শব্দের মধ্যে دوام এবং ثبوت তথা مبالغة-এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া اصل থেকে উদ্ভূত যে কোন শব্দ মূল অপেক্ষা অধিক অর্থ প্রধান করে। (খ) سيبويه-এর মতে الرحمن শব্দটি صفت مشبهة। কিন্তু رحيم শব্দটি اسم فاعل। তবে একেও مبالغة-এর অর্থে গঠন করা হয়েছে। উভয় মতানুসারে শব্দ দু'টি صفت-এর صيغة। তবুও গ্রন্থকার এগুলোকে কেন اسمان বলেছেন, এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এগুলো فعل এবং حرف-এর মোকাবেলায় اسم কিন্তু مشتق -এর ক্ষেত্রে اسم নয়। صفت ও اسم-এর অন্তর্ভুক্ত। বায়যাবী এখানে وصفا না বলে—بنيا বলে এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, শব্দটি مبالغة-এর صيغة নয়, বরং مبالغة-এর অর্থ প্রদানকারী। এরপর কাযী বায়যাবী উল্লেখ করেছেন যে, رحمن এবং رحيم উভয় শব্দ রাহিমা (رحم—) باب سمع থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন رحمن-এর وزن-এ غضبان এটা غضب থেকে مشتق হয়েছে। رحيم-এর অনুরূপ عليم এটা علم থেকে গৃহিত হয়েছে।

৫৯. رحمت অর্থ প্রাণের সেই আবেগ এবং আকর্ষণ, যা কারও প্রতি অনুগ্রহ এবং হিত সাধনে উদ্বুদ্ধ করে। রহমত-এর সাথে বাচ্চাদানীর তুলনা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। কারণ রহমত অন্তরের ব্যাপার আর বাচ্চাদানীয় কোমলতা দৈহিক ব্যাপার। তবে শুধু انعطاف-এর দিক বিবেচনা করে তুলনা হতে পারে।

৬০. ... ... واسماء الله تعالى এখানে اسماء বলতে ঐসব শব্দকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র صفت বুঝানো হয়। একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী এ কথাগুলো উল্লেখ.....

www.pathagar.com

"الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" اِسْمَانِ بُنِيَا لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ رَحِمَ كَالْغَضْبَانِ مِنْ غَضِبَ وَالْعَلِيْمِ مِنْ عَلِمَ "وَالرَّحْمَةُ" فِى اللُّغَةِ رِقَّةُ الْقَلْبِ وَانْعِطَافٌ يَقْتَضِى التَّفَضُّلَ وَالْاِحْسَانَ وَمِنْهُ الرَّحِمُ لِانْعِطَافِهَا عَلٰى مَا فِيْهَا ـ

"الرحمن"—"الرحيم" দু'টি বিশেষ্য (اسم)। এগুলো রাহিমা (رحم) থেকে আধিক্য বুঝাবার জন্য গঠিত হয়েছে। যেমন غضب থেকে غضبان এবং علم থেকে عليم গঠিত হয়েছে।[৫৮] আভিধানিক অর্থে رحمت বলা হয় অন্তরের এমন কোমলতা এবং আকর্ষণকে যা দয়া ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হয়। এ শব্দ থেকেই রাহ্‌ম (رحم) (বাচ্চাদানী) শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, বাচ্চাদানী তার আভ্যন্তরীণ বস্তুর উপর কোমল হয়ে থাকে।[৫৯]

.....করেছেন। প্রশ্নটি এই যে, 'রহমত' শব্দের অর্থ প্রাণের আবেগ বা আকর্ষণ। আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য প্রথমে অনুভূতির উদ্রেক হয় অন্তরে। তারপর তাতে ভাবের সঞ্চার হয়। সেই ভাব থেকেই সৃষ্টি হয় আবেগ ও আকর্ষণ। এসবের জন্য দেহ, মন ইত্যাদির অস্তিত্ব প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ পাকের শানে এগুলো অশোভনীয়। সুতরাং رحمن এবং رحيم-এর মত صفت সমূহ কিভাবে আল্লাহ্‌র صفت হতে পারে ? এর উত্তরে আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, যেসব শব্দ অর্থগত দিক থেকে আল্লাহ্‌র সত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেগুলো তাঁর জন্য পরিণতি বা ফলাফলের দিক থেকে গ্রহণ করা হয়। যেমন رحمت-এর অর্থ প্রাণের আকর্ষণ। এ আকর্ষণই অনুগ্রহ ও নিআমত প্রদানের কারণ বা সূচনা। ফলে আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এ শব্দগুলো সূচনা বা আকর্ষণ অর্থে গ্রহণ করা হবে না। বরং এর পরিণতি অর্থাৎ অনুগ্রহ ও নিআমত প্রদানের অর্থে গ্রহণ করা হবে। মোটকথা আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এ صفت-গুলো "مجاز مرسل" হিসেবে গৃহিত হবে। অর্থাৎ سبب দ্বারা مسبب-কে বুঝানো হবে। যেমন رحمن-এর ক্ষেত্রে "করুনাময়" এটা سبب এবং "অনুগ্রহ প্রদান" এটা مسبب।

৬১. رحمن ও رحيم শব্দ দুটি আধিক্যের জন্য হলেও তুলনামূলক ভাবে رحمن শব্দটি رحيم অপেক্ষা অধিক অর্থ প্রকাশ করে। কারণ এতে অক্ষরের সংখ্যা বেশী। নিয়ম হচ্ছে যে, অক্ষর বেশী থাকলে অর্থ বেশী হয়। যেমন كبار অর্থ বড়, কিন্তু كبار অর্থ অনেক বড়, অনুরূপ ভাবে قطع অর্থ কর্তন করা, কিন্তু قطع অর্থ বারবার কাটা।

www.pathagar.com

وَأَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِاعْتِبَارِ الْغَايَاتِ الَّتِي هِيَ أَفْعَالٌ دُونَ الْمَبَادِي الَّتِي تَكُونُ انْفِعَالَاتٍ. "وَالرَّحْمٰنُ" أَبْلَغُ مِنَ "الرَّحِيمِ" لِأَنَّ زِيَادَةَ الْبِنَاءِ تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى كَمَا فِي قَطَعَ وَقَطَّعَ وَكُبَارٌ وَكُبَّارٌ-

মহান আল্লাহ্‌র নামগুলো গ্রহণ করা হবে সেই নামের চূড়ান্ত ফলাফলের ভিত্তিতে, যা **افعال** বা প্রভাব বিস্তারকার্যের অন্তর্ভুক্ত; নামের উদ্ভাবন বা মৌলিকত্বের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে না, যা **انفعالات** বা প্রভাব গ্রহণের শামিল। **الرحيم**-এর তুলনায় **الرحمن**-এর মাঝে অর্থের আধিক্য রয়েছে। কারণ অধিক অক্ষর সম্বলিত শব্দ অধিক অর্থ জ্ঞাপক। যেমন ঃ কাতাআ (**قطع**) এবং কাত্তাআ (**قطع**) কুবার (**كبار**) এবং কুব্বার (**كبار**), এগুলোর মাঝে অর্থের পার্থক্য বিদ্যমান।[৬২]

---

৬২. তুলনামূলকভাবে **رحيم** শব্দটি অপেক্ষা **رحمن** শব্দটি অধিক অর্থ জ্ঞাপক। এ কথা প্রমাণ করতে গিয়ে কাযী বায়যাবী বলেছেন, আধিক্য দু'দিক থেকে হয়ে থাকে ঃ সংখ্যার দিক থেকে এবং আকারের দিক থেকে। সংখ্যার দিক থেকে আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয় যে, **يا رحمن الد نيا ورحيم الا خرة**। এতে **رحمن**-এর **نسبت** দুনিয়ার দিকে করা হয়েছে। কারণ দুনিয়ার অনুগ্রহ মুমিন এবং কাফের উভয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাই দুনিয়াতে অনুগ্রহপ্রাপ্তদের সংখ্যা বেশী হবে। **رحيم**-এর **نسبت** হবে আখেরাতের দিকে। কারণ আখেরাতের অনুগ্রহ কেবল মুমিনদের জন্যই নির্দিষ্ট। তাই আখেরাতে অনুগ্রহ প্রাপ্তদের সংখ্যা দুনিয়ার তুলনায় কম হবে। আকারের দিক হতে আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়ে থাকে ঃ **يا رحيم الد نيا والا خرة** এবং **يا رحمن الد نيا** এ ক্ষেত্রে **رحمن** -এর **نسبت** দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় দিকে হয়েছে। আর **رحيم**-এর **نسبت** হয়েছে শুধু দুনিয়ার দিকে। কারণ দুনিয়াতে বড় ও ছোট উভয় ধরনের নিআমত রয়েছে। ফলে বড় নিআমতের কারণে **رحمن** আর ছোট নিআমতের কারণে **رحيم** বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে আখেরাতের সমস্ত নিআমত-ই হবে বড় বড়। এ কারণে আখেরাতের ক্ষেত্রে শুধু **رحمن** বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

وَذٰلِكَ اِنَّمَا تُؤْخَذُ تَارَةً بِاِعْتِبَارِ الْكَمِيَّةِ وَاُخْرٰى بِاِعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ فَعَلَى الْاَوَّلِ قِيْلَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا لِاَنَّهٗ يَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ وَرَحِيْمَ الْاٰخِرَةِ لِاَنَّهٗ يَخْتَصُّ لِمُؤْمِنٍ وَعَلَى الثَّانِىْ قِيْلَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَ الدُّنْيَا-لِاَنَّ النِّعَمَ الْاُخْرَوِيَّةَ كُلَّهَا جِسَامٌ وَاَمَّا النِّعَمُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَجَلِيْلَةٌ وَحَقِيْرَةٌ -

এ আধিক্য কখনো সংখ্যার দিক থেকে আবার কখনো আকারের দিক থেকে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। সংখ্যার দিক হতে, যেমন বলা হয় ঃ يا رحمن الد نيا এবং رحيم الاخرة। কারণ দুনিয়ার দয়া মুমিন ও কাফের উভয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আখেরাতের দয়া শুধু মুমিনদের জন্যই নির্দিষ্ট। আকারের দিক হতে, যেমন বলা হয় ঃ يا رحمن الدنيا والاخرة এবং يا رحيم الد نيا। কারণ আখেরাতের সমস্ত নিআমতই বড় বড়। দুনিয়ার নিআমত বড়ও হয় ছোটও হয়।[1,2]

---

৬৩. وصف বা গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে নিয়ম মোতাবেক প্রথমে ছোট গুণ অতঃপর বড় গুণের উল্লেখ করতে হয়। কারণ প্রথমে বড় গুণের উল্লেখ করা হলে ছোট গুণও তার মধ্যে এসে যায়। এতে ছোট গুণের উল্লেখ করা নিরর্থক হয়ে পড়ে। অথচ এখানে বড় গুণ رحمن পূর্বে উল্লেখ করে ছোট গুণ رحيم পরে উল্লেখ করা হয়েছে। কাযী বায়যাবী এর চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

৬৪. رحمن পূর্বে উল্লেখের প্রথম কারণ ঃ رحمن শব্দ দ্বারা সংখ্যার দিক হতে দুনিয়ার নিআমতকে বুঝানো হয়েছে। দুনিয়ার নিআমত আখেরাতের নিআমতের পূর্বে। এ কারণেই رحمن পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৫. رحمن পূর্বে উল্লেখের দ্বিতীয় কারণ ঃ رحمن শব্দটি الله শব্দের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ الله শব্দের ন্যায় رحمن শব্দটিও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। ফলে এ শব্দটিও علم-এর রূপ লাভ করেছে। এজন্য একে الله শব্দের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া علم সর্বদাই وصف-এর পূর্বে থাকে। এ হিসেবে رحمن-কে رحيم-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ رحيم এমন একটি وصف যা غير الله-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন মহানবী (স) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ الرَّحِيْمٌ

"ঈমানদারদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও করুণাসিক্ত"—(সূরা তওবা ঃ ১২৮)।

www.pathagar.com

وَاِنَّمَا قُدِّمَ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِى التَّرَقِّىْ مِنَ الْاَدْنٰى اِلَى الْاَعْلٰى لِتَقَدُّمِ رَحْمَةِ الدُّنْيَا وَلِاَنَّهٗ صَارَ كَالْعَلَمِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ لَايُوْصَفُ بِهٖ غَيْرُهٗ-

رحمن শব্দকে رحيم শব্দের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অপেক্ষাকৃত ছোট গুণ থেকে বড় গুণের দিকে উন্নীত হওয়াই যুক্তিসংগত ছিল।[৬৩] তথাপি رحمن পূর্বে উল্লেখের কারণ, দুনিয়ার রহমত আখেরাতের রহমতের পূর্বে রয়েছে।[৬৪] এ ছাড়া رحمن শব্দটি علم-এর রূপ লাভ করেছে। কেননা এটা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো বিশেষণ হয় না।[৬৫]

---

৬৬. رحمن শব্দটি পূর্বে উল্লেখের তৃতীয় কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কাযী বায়যাবী বলেন, رحمن শব্দটি غير الله-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। কেন হয় না? এর উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ... لان معناه المنعم الحقيقى— অর্থাৎ رحمن-এর অর্থ منعم حقيقى। منعم حقيقى বলা হয় এমন নিআমত প্রদানকারীকে, যিনি নিজেই সমগ্র নিআমতের উৎস। নিআমত প্রদানের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে নিআমত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনরূপ প্রতিদানের বাসনা না থাকা। এ স্তরে অবস্থান করা একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষেই সম্ভব। কারণ বান্দার দান-খয়রাতের মাঝে কোন না কোনভাবে প্রতিদানের আকাংখা বিদ্যমান থাকে। যেমন প্রতিদান দু'ধরনের হতে পারেঃ (ক) লাভবান হওয়া, (খ) ক্ষতি থেকে বাঁচা। আবার লাভ দু'ভাবে হতে পারেঃ দুনিয়ার লাভ ও আখেরাতের লাভ। বান্দার দান এর কোন একটির আওতায় পড়ে যায়। যেমন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা আখেরাতের লাভ, প্রশংসা অর্জন করা দুনিয়ার লাভ। পরের দুঃখে দান করা ক্ষতি থেকে বাঁচার আওতাভুক্ত।

৬৭. رحمن শব্দটি পূর্বে উল্লেখের চতুর্থ কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বায়যবী বলেন, رحمن শব্দটি আল্লাহ্‌র বড় বড় নিআমতকে শামিল করে। কিন্তু অবশিষ্ট নিআমতগুলো অস্পষ্ট থেকে যায়। তাই رحيم শব্দটি উল্লেখ করে অবশিষ্ট নিআমতগুলোর সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহ্ পাক যেন শিখিয়ে দিচ্ছেন, হে আমার বান্দাগণ তোমরা আমাকে রহমান মনে করে বড় বড় নিআমতের প্রার্থনা করছ। কিন্তু জেনে রেখ অন্যান্য নিআমতের মালিকও আমি। অতএব অবশিষ্ট নিআমতের জন্যও আমার নিকট প্রার্থনা কর। এ অর্থেই হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ "এমনকি জুতার ফিতার প্রয়োজন হলেও তা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর।"

www.pathagar.com

لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وانعامه يريد به جزيل ثواب او جميل ثناء او مزيح رقة الجنسية او حب المال عن القلب ثم انه كالواسطة في ذلك لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على ايصالها والداعية الباعثة عليه والتمكن من الانتفاع بها والقوى التي بها يحصل الانتفاع الى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها احد غيره -

رحمن শব্দটি علم হওয়ার আর একটি কারণ, رحمن বলতে নিআমত সমূহের সেই যথার্থ দানকারীকে বুঝায়, যিনি অনুকম্পা প্রদর্শনের সর্বোচ্চ শিখরে অরোহণ করেছেন। এ মর্যাদা অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের দান-খয়রাতের পশ্চাতে কিছু প্রাপ্তির আকাংখা বিদ্যমান থাকে। যেমন দানের মাধ্যমে প্রচুর নেকী অর্জন করা, বা উত্তম প্রশংসা লাভ করা অথবা গোষ্ঠীগত সমবেদনা জ্ঞাপন করা, বা অন্তর থেকে অর্থের মোহ ত্যাগ করা। এ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে منعم حقيقى হওয়া এ কারণেও সম্ভবপর নয় যে, বান্দা তো দান-খয়রাতের ব্যাপারে মাধ্যম মাত্র। কারণ নিআমত সমূহ ও তার অস্তিত্ব এবং এগুলো তার হকদারদের নিকট পৌছানোর ক্ষমতা, অন্যকে দান করার জন্য প্রাণে আবেগের সঞ্চার, নিআমত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ্য অর্জন, কল্যাণকর হিম্মতের অধিকারী হওয়া, এসব ছাড়াও এর অন্যান্য উপকরণ একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত। তিনি ছাড়া এগুলো আর কারো দ্বারা মোটেই সম্ভবপর নয়।[৬৮]

---

৬৮. এখানে রহমান শব্দটি পূর্বে উল্লেখের পঞ্চম কারণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহার আয়াতগুলোর শেষাংশে মিল রক্ষার খাতিরে রহীম শব্দটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : رحيم —يوم الدين— نستعين— المستقيم—।

www.pathagar.com

أَوْ لِأَنَّ الرَّحْمٰنَ لَمَّا دَلَّ عَلٰى جَلَائِلِ النِّعَمِ وَأُصُوْلِهَا ذَكَرَ الرَّحِيْمَ لِيَتَنَاوَلَ مَا خَرَجَ مِنْهَا فَيَكُوْنَ كَالتَّتِمَّةِ وَالرَّدِيْفِ لَهُ أَوْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْآىِ -

অথবা رحمن আল্লাহ্‌র বড় বড় অবদান সমূহ এবং তার উৎসগুলোর ইঙ্গিতবহ, অতঃপর অবশিষ্ট নিআমতগুলো শামিল করে নেয়ার জন্য رحيم শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। তাই رحيم শব্দটি رحمن-এর পরিপূরক এবং অনুগামী হয়েছে।[৬৭] অথবা আয়াতের অন্তমিল রক্ষার্থে رحيم পরে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৮]

---

৬৭. এখানে رحمن শব্দের ব্যাকরণগত (علم نحو) আলোচনা করা হয়েছে। ব্যাকরণের নিয়ম মোতাবেক وصف-এর ক্ষেত্রে মূল শব্দ থেকে الف এবং نون বেশী হলে غير منصرف হওয়ার ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞ فعلانة-এর وزن-এ مؤنث না হওয়ার শর্ত করেছেন। আর একদল فعلى-এর وزن-এ مؤنث হওয়ার শর্ত করেছেন। যেমন ঃ سكران-কে غير منصرف পাঠ করা হয়। কারণ এটা فعلانة-এর وزن-এ مؤنث হয় না। কিন্তু فعلى-এর وزن-এ مؤنث হয়। অনুরূপভাবে যারা فعلانة-এর وزن-এ مؤنث না হওয়ার শর্ত করেছেন, তাঁদের মতে رحمن শব্দটি غير منصرف হতে পারে। কারণ এটা فعلانة-এর وزن-এ مؤنث হয় না। কিন্তু যারা فعلى-এর وزن-এ مؤنث হওয়ার শর্ত করেছেন, رحمن শব্দটির ব্যাপারে তাদের এ শর্ত পূরণ হয় না। কারণ رحمن শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে فعلى-এর مؤنث হওয়া দূরের কথা কোন অবস্থাতেই مؤنث হতে পারে না। ফলে এদের শর্ত অনুসারে অর্থাৎ مؤنث না হওয়ার কারণে رحمن শব্দটি منصرف। কাযী বায়যাবী বলেন, এঁদের মতেও رحمن শব্দটি غير منصرف হবে। কিভাবে হবে এর উত্তরে কাযী সাহেব বলেন, الحاقا له فى بابه بما هو الغالب অর্থাৎ যেসব শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে فعلى-এর وزن-এ مؤنث হয়ে থাকে, رحمن শব্দটিকে সেগুলোর সাথে গণ্য করে غير منصرف পড়তে হবে।

৭০. بسم الله الرحمن الرحيم এ বাক্যে الله—رحمن—رحيم এ তিনটি নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌ تسمية-এর হকদার হওয়ার দাবীকে এ তিনটি শব্দের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারণ الله শব্দের অর্থ প্রকৃত মা'বূদ, رحمن অর্থে তিনি বড় বড় নিআমতের দাতা এবং رحيم অর্থে তিনি অবশিষ্ট নিআমতের দাতা। অতএব এ শব্দ তিনটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই মহান সত্তাই প্রকৃত সাহায্যকারী হতে পারেন, যিনি معبود حقيقى এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সব নিআমতের মালিক। এ জ্ঞান লাভের পর বান্দা একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে।

www.pathagar.com

وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ مَصْرُوفٍ وَإِنْ خَطَرَ اخْتِصَاصُهُ بِاللّٰهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُؤَنَّثٌ عَلَى فَعْلَى أَوْ فَعْلَانَةَ الْحَاقًا لَهُ بِمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي بَابِهِ -

رحمن শব্দটি غير منصرف হিসেবেই সুস্পষ্ট। যদিও শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে فعلى অথবা فعلانة-এর وزن-এ مؤنث হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি যে সব صفت অধিকাংশ সময় غير منصرف হয়, رحمن শব্দটিও সেগুলোর সাথে غير منصرف হিসেবে পরিগণিত হবে।[৬]

---

৭১. কাযী বায়যাবী حمد-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনটি বিশেষ শব্দের উল্লেখ করেছেন ঃ (ক) ثناء (খ) جميل اختيارى (গ) نعمت। ثناء অর্থ সর্বোচ্চ গুণের প্রশংসা করা। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে : لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك "হে খোদা! তুমি যেভাবে নিজের সর্বোচ্চ গুণের প্রকাশ ঘটিয়েছ, তার সবগুলো গনণা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" এখানে ثناء শব্দটি সর্বোচ্চ গুণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ثناء-এর আর একটি অর্থ ভাল বা মন্দ স্বভাবের উল্লেখ করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ من اثنيتم عليه خيرا اوجبت له الجنة ومن اثنيتم عليه شرا اوجبت له النار "তোমরা তার (মৃত ব্যক্তির) সৎ স্বভাবের সাক্ষ্য দিলে সে জান্নাতে যাবে, আর তোমরা তার মন্দ স্বভাবের সাক্ষ্য দিলে সে জাহান্নামে যাবে।" جميل اختيارى অর্থ অর্জিত গুণ। এটা বিশেষ্যের বিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। نعمة শব্দটি এখানে পুরস্কার বা অবদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭২. কাযী বায়যাবী এখানে حمد-এর সাথে সাথে مدح এবং شكر-এর সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণনা অনুসারে কারো অর্জিত এবং আয়ত্তাধীন গুণের প্রশংসাকে حمد বলা হয়। এ গুণ, গুণধরের অবদানের প্রেক্ষিতেও হতে পারে বা অন্য কোন প্রসঙ্গেও হতে পারে। পক্ষান্তরে কারো অর্জিত বা অনর্জিত যে কোন ধরনের গুণের প্রশংসাকে বলা হয় مدح। حمد-এর দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে কাযী বায়যাবী বলেছেন ঃ حمدت زيدا على علمه وكرمه-এর ক্ষেত্রে حمد বলা ঠিক হবে। কারণ علم (জ্ঞান) এবং كرم (সম্মান) ব্যক্তির অর্জিত গুণ। কিন্তু حمدت زيدا على حسنه বলা ঠিক হবে না। কারণ حسن (সৌন্দর্য্য) ব্যক্তির অর্জিত গুণ নয়। পক্ষান্তরে مدح শব্দটি এ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ مدحت زيدا على علمه وكرمه বলা যেমন ঠিক হবে, অনুরূপভাবে مدحت زيدا على حسنه বলা ও ঠিক হবে।

www.pathagar.com

উপরের বর্ণনা অনুসারে حمد এবং مدح এ দুয়ের মাঝে : عام خاص مطلق -এর পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ كل حمد مدح وليس كل مدح حمد। আল্লামা যামাখশারী (রহ) তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর الكشاف গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, هما اخوان (অর্থাৎ حمد এবং مدح এ দুটি সমার্থবোধক শব্দ)। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন, حمد এবং مدح এ উভয়ের বিপরীতে ذم ব্যবহৃত হয়।

সায়্যিদ মাহমূদ আল-আলূসী (রহ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর روح المعانى গ্রন্থে حمد এবং مدح-এর নিম্নরূপ পার্থক্য উল্লেখ করেছেন : (ক) জ্ঞানী ব্যক্তির অর্জিত কর্মের প্রশংসায় حمد ব্যবহৃত হয়, কিন্তু مدح অজ্ঞ বা বিজ্ঞ ব্যক্তি, অর্জিত বা অনর্জিত গুণ সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। (খ) সর্বোচ্চ এবং সুনিশ্চিত গুণের ক্ষেত্রে حمد ব্যবহৃত হয়, কিন্তু مدح অনিশ্চিত এমনকি ধারণা প্রসূত জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। (গ) মানুষের حمد করার ব্যাপারে সাধারণ নির্দেশ রয়েছে, প্রিয়নবী (স) বলেছেন : من لم يحمد الناس لم يحمد الله (যে ব্যক্তি মানুষের প্রশংসা করে না সে আল্লাহ্‌র প্রশংসাও করে না)। পক্ষান্তরে مدح-এর ব্যাপারে বিধিনিষেধ রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে—احثوا فى وجوه المداحين التراب (চাটুকারদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর)।

شكر শব্দের অর্থ কৃতজ্ঞতা। .. .. افادتكم النعماء—এখানে হস্ত, রসনা এবং অন্তর দ্বারা নিআমত প্রদানকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। حمد ও مدح এবং شكر এ তিনটি শব্দের মাঝে عام خاص من وجه-এর সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ حمد বা مدح—نعمت-এর জবাবেও হতে পারে, আবার কোন نعمت ছাড়া শুধু محمود-এর ব্যক্তিগত গুণের কারণেও হতে পারে। এ হিসেবে حمد এবং مدح—عام (সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক)। কিন্তু شكر দান বা নিআমতের জন্যই হয়ে থাকে। দান ছাড়া কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না। এ হিসেবে شكر—خاص (বিশেষ অর্থ জ্ঞাপক)। আবার حمد এবং مدح শুধু মুখের সাহায্যেই হয়ে থাকে। এ হিসেবে এ দুটি خاص। কিন্তু شكر বা কৃতজ্ঞতা হস্ত, রসনা এবং অন্তর দিয়ে করা হয়। ফলে এদিক থেকে شكر—عام

حمد ও مدح এবং شكر-এর মাঝে উপরোল্লিখিত পার্থক্য অর্থের দিক হতে। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে পার্থক্য নিরূপণ : حمد এবং مدح এ দুয়ের বিপরীতে ذم ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কারো উত্তম গুণের প্রশংসাকে حمد বা مدح বলে। কিন্তু কারও দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করাকে ذم বলে। পক্ষান্তরে شكر-এর বিপরীতে كفر ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অবদান দাতার সম্মানার্থে তার নিআমত প্রকাশ করাকে شكر বলে, কিন্তু নিআমত গোপন করাকে বলা হয় كفر (অকৃতজ্ঞতা)।

www.pathagar.com

وَاِنَّمَا خُصَّ التَّسْمِيَةُ بِهٰذِهِ الْاَسْمَاءِ لِيَعْلَمَ الْعَارِفُ اَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِاَنْ يُسْتَعَانَ بِهٖ فِىْ مَجَامِعِ الْاُمُوْرِ هُوَ الْمَعْبُوْدُ الْحَقِيْقِىُّ الَّذِىْ هُوَ مَوْلَى النِّعَمِ كُلِّهَا عَاجِلِهَا وَاٰجِلِهَا جَلِيْلِهَا وَحَقِيْرِهَا فَيَتَوَجَّهُ بِشَرَاشِرِهٖ اِلٰى جَنَابِ الْقُدْسِ وَيَتَمَسَّكُ بِحَبْلِ التَّوْفِيْقِ وَيَشْغَلُ سِرَّهٗ بِذِكْرِهٖ وَالْاِسْتِمْدَادُ بِهٖ عَنْ غَيْرِهٖ۔

رحمن—الله ও رحيم এ তিনটি নাম এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যেন عارف এই শিক্ষা লাভ করতে পারে যে, সর্বক্ষেত্রে সাহায্য প্রার্থনা ও আখেরাতের ছোট বড় সব নিআমতের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ। এ জ্ঞান লাভের পর সে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে মহান প্রভুর পবিত্র সত্তার দিকে মনোনিবেশ করবে, এবং সাফল্যের রজ্জুক দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। আর তার গোপন আত্মা আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন হয়ে পড়বে এবং সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু তাঁরই দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করবে।[৭৩]

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" اَلْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِىِّ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ غَيْرِهَا وَالْمَدْحُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيْلِ مُطْلَقًا تَقُوْلُ حَمِدْتُ زَيْدًا عَلٰى عِلْمِهٖ وَكَرَمِهٖ وَلَا تَقُوْلُ حَمِدْتُهٗ عَلٰى حُسْنِهٖ بَلْ مَدَحْتُهٗ وَقِيْلَ هُمَا اَخَوَانِ وَالشُّكْرُ فِىْ مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ قَوْلًا وَعَمَلًا وَاعْتِقَادًا۔ قَالَ : اَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّىْ ثَلٰثَةً + يَدِىْ وَلِسَانِىْ وَالضَّمِيْرَ الْمُحَجَّبَا ۔ فَهُوَ اَعَمُّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ وَاَخَصُّ مِنْ اٰخَرَ۔

www.pathagar.com

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।" কোন অবদানের বিনিময়ে, অথবা কোনরূপ অবদান ছাড়াই অর্জিত গুণের প্রশংসা করাকে حمد বলে।[৭১] مدح বলা হয় শুধু গুণের প্রশংসা করাকে। সুতরাং 'আমি যায়েদের জ্ঞান ও বদান্যতার প্রশংসা (حمد) করছি, বলা যেতে পারে। কিন্তু আমি যায়েদের রূপের প্রশংসা (حمد) করছি বলা ঠিক হবে না। বরং এভাবে বলতে হবে, আমি যায়েদের রূপের প্রশংসা (مدح) করছি। কেউ কেউ বলেছেন, حمد এবং مدح শব্দ দুটো সমার্থবোধক। কোন অবদানের বিনিময়ে কথা ও কাজ এবং বিশ্বাস দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে شكر বলে। যেমন কোন কবি বলেছেন... ... أفادتكم النعماء "তোমার অবদান সমূহ আমার হস্ত ও রসনা এবং অন্তর এ তিনটিকেই কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।" অতএব شكر শব্দটি حمد ও مدح-এর তুলনায় কখনো عام হয় আবার কখনো خاص হয়।[৭২]

---

৭৩. এখানে حمد এবং شكر সম্পর্কিত একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান পেশ করা হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, حمد এবং شكر সম্পর্কে কাযী বায়যাবীর বর্ণনা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এ দুয়ের পরস্পরের মাঝে عموم خصوص من وجه-এর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। কারণ حمد মুখ বা কথার দ্বারা প্রকাশ পায়, আর شكر কথা, কাজ ও বিশ্বাসের সমন্বয়ে প্রকাশ পায়। তাই حمد—خاص شكر—عام। পক্ষান্তরে حمد এবং مدح নিআমতের মোকাবিলায় বা নিয়ামত ছাড়াও হতে পারে, কিন্তু شكر—خاص। অথচ মহানবী (স) বলেছেন ঃ رأس الشكر الحمد। এখানে شكر-কে দেহ এবং حمد-কে দেহের প্রধান অঙ্গ মাথা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব حمد এবং شكر-এর মাঝে كل ও جزء-এর পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এর উত্তরে কাযী বায়যাবী বলেন, شكر যদিও কথা, কাজ ও বিশ্বাসের সমন্বয়ে হয়ে থাকে, তথাপি এ তিনের মাঝে حمد যা শুধু মুখের সাহায্যে প্রকাশ পায় তা সর্বাধিক কার্যকর এবং আল্লাহ্‌র নিআমতকে সর্বাধিক প্রকাশকারী। কারণ অন্তরের বিশ্বাস তো গোপনীয় ব্যাপার। এটা একমাত্র শোকরকারী ছাড়া অন্যের বুঝার উপায় থাকে না। ফলে একজনের আন্তরিক শোকর দ্বারা অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র নিআমতের দিকে প্রভাবিত করার সুযোগ থাকে না। অনুরূপভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোকরও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। কোন কোন এলাকায় মেহ্‌মানকে দেখে দাঁড়ালে সে মনে করে অভ্যর্থনাকারী তাকে সম্মান করেছে। আবার কোন কোন অভ্যর্থনাকারীকে দাঁড়াতে দেখলেই মেহ্‌মান মনে করবে যে, সে তাকে দেখে সরে পড়ছে। আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমরা আল্লাহ্‌র সিজদা করি, আর দেবদেবীর পূজারীগণ অনুরূপ ভাবে তাদের দেবদেবীর পূজা করে থাকে। অতএব অন্তর এবং দেহের সাহায্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাঝে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। .....

www.pathagar.com

وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ مِنْ شُعَبِ الشُّكْرِ اَشْيَعَ لِلنِّعَمِ وَاَدَلَّ عَلٰى مَكَانِهَا لِخَفَاءِ الْاِعْتِقَادِ وَمَا فِىْ اٰدَابِ الْجَوَارِحِ مِنَ الْاِحْتِمَالِ جُعِلَ رَأْسُ الشُّكْرِ وَالْعُمْدَةَ فِيْهِ فِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَاللّٰهَ مَنْ لَّمْ يَحْمَدْهُ وَالذَّمُّ نَقِيْضُ الْحَمْدِ وَالْكُفْرَانُ نَقِيْضُ الشُّكْرِ-

যেহেতু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সকল পন্থার মধ্যে حمد আল্লাহ্‌র নিআমতকে অধিক প্রকাশকারী এবং নিআমত দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহনকারী। কারণ বিশ্বাস গোপনীয় ব্যাপার, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অন্য কিছু বুঝাবারও সম্ভাবনা থাকে। এ জন্যই حمد-কে شكر-এর শীর্ষাংশ বা সর্বোত্তম প্রকার হিসেবে উল্লেখ করে মহানবী (স) বলেছেন : ... ... الحمد رأس الشكر অর্থাৎ حمد হচ্ছে شكر-এর মস্তক স্বরূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহর شكر করেনি সে যেন তাঁর شكر ও করেনি।[৭৩] حمد-এর পরিপন্থী হচ্ছে ذم। আর شكر-এর পরিপন্থী হচ্ছে كفر।

... ... কিন্তু মুখের বাক্য দ্বারা حمد প্রকাশের মাধ্যমে প্রকৃত شكر প্রতিফলিত হয়। কারণ حمد প্রকাশিত হয় ভাষার মাধ্যমে। যারা ভাষা সম্পর্কে অবহিত, তারা সকলেই এর দ্বারা প্রকৃত حمد বা شكر-এর দিকে প্রভাবিত এবং আকৃষ্ট হয়। এজন্যই হাদীস শরীফে حمد-কে شكر-এর উৎকৃষ্ট পন্থা বা প্রধান অঙ্গ-শাখা হিসেবে আখ্যায়িত করে মহানবী (স) বলেছেন : الحمد راس الشكر—ما شكر الله من لم يحمد। এখানে حمد-এর গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। جزء বা كل-এর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি, বরং এ দুয়ের মাঝে عموم خصوص من وجه-এর সম্পর্ক যথাস্থানে বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

ورفعه بالابتداء وخبره لله وأصله النصب وقد قرىء به وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه وهو من المصادر التي تنتصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها -

الحمد বাক্যের প্রারম্ভিক শব্দ (مبتدا) হওয়ার কারণে শেষ অক্ষরে পেশ হয়েছে। لله মুবতাদা-এর خبر। الحمد لله এটা মূলতঃ منصوب। এ কারণেই কেউ কেউ একে মূল অবস্থায় منصوب পাঠ করেছেন। এ বাক্যটিকে نصب থেকে رفع-এর দিকে পরিবর্তন করা হয়েছে حمد-এর حدوث এবং تجدد না বুঝিয়ে عموم এবং ثبوت বুঝার উদ্দেশ্যে। এটা ঐসকল শব্দ মূলের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো এমন উহ্য افعال-এর দ্বারা منصوب হয়ে থাকে যেগুলোর সাথে সাধারণতঃ উক্ত শব্দমূলগুলো একত্র ব্যবহৃত হয় না।[৭৪]

---

৭৪. কাযী বায়যাবী এখানে الحمد لله-এর ব্যাকরণ সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, الحمد لله মূলে نحمد حمد الله ছিল। এ হিসেবে কেউ কেউ একে منصوب পাঠ করেছেন। তবে এ ধরনের পাঠকের সংখ্যা নগণ্য। এ কারণেই তিনি এক্ষেত্রে—وقد قرىء به-এর মত দুর্বল বাক্য ব্যবহার করেছেন। অনেকেই একে ال-এর সাহায্যে جملة اسمية-এর রূপ দিয়েছেন। الحمد-কে مبتدا এবং الله-এর পূর্বে حرف جار এনে একে خبر বানিয়েছেন। এভাবে একে যেন نصب থেকে رفع-এর দিকে পরিবর্তন করা হয়েছে। বায়যাবীর দৃষ্টিতে এটাই উত্তম পন্থা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, এ পরিবর্তনের কি প্রয়োজন ছিল? তিনি এর উত্তরে বলছেন, ليدل على عموم الحمد অর্থাৎ এ পরিবর্তণের ফলে جملة اسمية হয়ে حمد-এর عموم প্রতি নির্দেশ করেছে। আর ال দ্বারা ثبات এবং دوام বুঝিয়েছে। এছাড়া نسبت على الفاعل-এর কারণে নির্দিষ্ট হওয়া বা সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট فعل-এর تجدد এবং حدوث হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

কাযী সাহেব وهو من مصادر التي تنتصب বলে ব্যাকরণের একটি নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তা এই যে, শব্দমূল বা حمد-এর পরে فعل বা فاعل যদি اضافت অথবা حرف جر-এর সঙ্গে উল্লেখ থাকে এবং সেই مفعول مطلق-টি যদি কোনরূপ "প্রকার" (نوع) বুঝানোর জন্য না হয়, তবে فعل-কে উহ্য রাখা واجب হয়। حمدا لله حمد-এর ক্ষেত্রে এ নিয়মটি প্রযোজ্য। কারণ এখানে نحمد-এর مفعول لله শব্দটি حمد-এর পরে حرف جر-এর مجرور হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। তাই فعل উহ্য রাখা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

وَالتَّعْرِيْفُ فِيْهِ لِلْجِنْسِ وَمَعْنَاهُ الْاِشَارَةُ اِلٰى مَا يَعْرِفُهُ كُلُّ اَحَدٍ اَنَّ الْحَمْدَ مَا هُوَ وَقِيْلَ لِلْاِسْتِغْرَاقِ اَنِ الْحَمْدُ فِى الْحَقِيْقَةِ كُلُّهُ لَهُ اِذْ مَا مِنْ خَيْرٍ اِلَّا وَهُوَ مُؤْتِيْهِ بِوَسْطٍ اَوْ غَيْرِ وَسْطٍ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ" وَفِيْهِ اِشْعَارٌ بِاَنَّهُ تَعَالٰى حَىٌّ قَادِرٌ مُرِيْدٌ عَالِمٌ اَنِ الْحَمْدُ لَا يَسْتَحِقُّهُ اِلَّا مَنْ كَانَ هٰذَا شَاْنُهُ وَقُرِئَ "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" بِاَتْبَاعِ الدَّالِ اللَّامَ وَبِالْعَكْسِ تَنْزِيْلًا لَهُمَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ مَعًا مَنْزِلَةَ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ -

الحمد—এর ال এখানে جنس বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় الحمد لله এমন حمد-এর ইঙ্গিত বহনকারী হবে যার প্রকৃত রূপ সর্বজন বিদিত। কেউ কেউ বলেছেন, এটা ال استغراقى। কেননা حمد-এর প্রতিটি অংশই মূলতঃ আল্লাহ্‌র জন্য। কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তিনিই সব ধরনের কল্যাণদাতা। যেমন আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেছেন, وما بكم من نعمة..... (তোমাদের সব নিআমতের মূল উৎস হলেন আল্লাহ্‌)। الحمد لله বাক্যটি এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, মহান আল্লাহ চিরঞ্জীব, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। কারণ যিনি এসব গুণের অধিকারী একমাত্র তিনিই حمد-এর যথাযথ হকদার।[৭৫] الحمد শব্দের دال-কে لله শব্দের لام-এর অনুকরণে জের দিয়ে পাঠ করা হয়েছে। আবার এর বিপরীত لله শব্দের ل-কে الحمد-এর د-এর অনুকরণে পেশ দিয়েও পাঠ করা হয়েছে। কারণ শব্দ দু'টি একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ শব্দদ্বয়কে একটি শব্দের পর্যায়ে এনে অক্ষরদ্বয়ের হরকতকে পরস্পরের অনুকরণীয় করা হয়েছে।[৭৬]

---

৭৫. কাযী বায়যাবী এখানে الحمد لله-এর ال সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ال চার প্রকার ঃ (ক) عهد خارجى (খ) عهد ذهنى (গ) جنسى (ঘ) استغراقى। ال দ্বারা যদি মূল বস্তুর কোন নির্দিষ্ট অংশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তবে عهد خارجى, যদি কোন অংশের মাধ্যমে মূল বস্তুর দিকে ইঙ্গিত.....

www.pathagar.com

.....করা হয় তবে عهد ذهنى, যদি সরাসরি মূল বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করা হয় তবে جنسى এবং যদি সমগ্র অংশের মাধ্যমে মূল বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করা হয় তবে استغراقى। প্রশংসাকারীর নিকট حمد-এর কোন অংশ মওজুদ থাকে না। তাই আল্লাহ্‌র حمد-এর ক্ষেত্রে خارجي হবে না, অনুরূপ عهد ذهنى ও হবে না। কারণ অংশবিশেষ দ্বারা মূল বস্তুর حمد করা আল্লাহ্‌র শানে অশোভনীয়। ফলে الحمد لله-এর ال—استغراقى বা جنسى হতে পারে। جنسى হলে এমন অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করবে যা কারো অজানা নয়। অর্থাৎ جنس حمد আল্লাহ্‌র সত্তার জন্য সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে। حمد-এর এমন কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে। এছাড়া جنس অবস্থায় استغراق-এর অর্থও পাওয়া যাবে। আর যদি استغراق অর্থে ধরা হয় তবে الحمد لله-এর অর্থ হবে সর্ব প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। কারণ তিনিই সব উত্তম বস্তু দানকারী। যিনি উত্তম বস্তু দানকারী, প্রশংসা তারই জন্য হয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যরাও সময় সময় উত্তম বস্তু দান করে থাকে। অতএব প্রশংসা তাদের জন্যও হওয়া বাঞ্ছনীয়। উত্তরে আল্লামা বায়যাবী বলেন, ... از ما من خير অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উত্তম বস্তুর প্রকৃত দানকারী আল্লাহ্‌। সুতরাং প্রশংসা তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে..... وما من نعمة।

উক্ত বর্ণনায় جنسى—ال এবং استغراقى-এর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ جنسى অবস্থায় حمد বলতে যা বুঝায় তার সবটুকু আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। আর استغراقى অবস্থায় حمد—এর প্রকারগুলো দাবী ও দলীলের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট হয়।

এ বর্ণনার পর কাযী বায়যাবী جنسى—ال হওয়ার পক্ষেই মত পোষণ করেছেন। এটাই—اهل السنة والجماعة-এর নীতি সমূহের অধিকতর সন্নিকটে। কারণ এতে প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ সব বিষয় সম্পাদনের ক্ষমতা রাখেন। কেননা সব ইচ্ছা কার্যকরী করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই রয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون। আবার শুধু ইচ্ছা এবং শক্তি থাকলেও হয় না। বরং ইচ্ছা পূরণের বুদ্ধিও থাকতে হয়। তিনি হলেন عليم حكيم। আবার জ্ঞানবুদ্ধি থাকলেও হয় না, বরং স্থায়ীত্ব এবং জীবনী শক্তিরও প্রয়োজন। তিনিই একমাত্র চিরঞ্জীব। পবিত্র কুরআনের ভাষায় هو الحى القيوم।

৭৬. এখানে الحمد-এর د অক্ষর এবং الله-এর ل অক্ষরের حركت সম্পর্কে দু'টি বর্ণনার উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ دال-কে لام-এর অনুকরণে الحمد لله (আল-হামদি লিল্লাহ) পাঠ করেছেন। আবার কেউ কেউ لام-কে دال-এর অনুকরণে الحمد لله (আল-হামদু লুল্লাহ) পাঠ করেছেন। তবে এ ধরনের পাঠকের সংখ্যা নগণ্য...

www.pathagar.com

"رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ" ؕ اَلرَّبُّ فِى الْاَصْلِ بِمَعْنَى التَّرْبِيَةِ وَهِىَ تَبْلِيْغُ الشَّيْءِ اِلٰى كَمَالِهٖ شَيْئًا فَشَيْئًا ثُمَّ وُصِفَ بِهٖ لِلْمُبَالَغَةِ كَالصَّوْمِ وَالْعَدْلِ وَقِيْلَ هُوَ نَعْتٌ مِنْ رَبَّهٗ يَرُبُّهٗ فَهُوَ رَبٌّ كَقَوْلِكَ نَمَّ يَنُمُّ فَهُوَ نَمٌّ ثُمَّ سُمِّىَ بِهِ الْمَالِكُ لِاَنَّهٗ يَحْفَظُ مَا يَمْلِكُهٗ وَيُرَبِّيْهِ وَلَا يُطْلَقُ عَلٰى غَيْرِهٖ تَعَالٰى اِلَّا مُقَيَّدًا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ"۔

"যিনি নিখিল জাহানের রব"। رب শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রতিপালক। কোন বস্তুকে পর্যায়ক্রমে পূর্ণতায় পৌছানোকে تربيت বা প্রতিপালন বলে। এ শব্দটি আধিক্যের অর্থে আল্লাহ্‌র صفت বানানো হয়েছে। যেমন صوم এবং عدل কেউ কেউ বলেছেন যে, رب শব্দটি صفت-এর صيغة। একে ربه—يربه— فهو رب থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে نم—ينم— فهو نم। অতঃপর مالك (মালিক)-কেও 'রব' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, সে তার অধিকারভুক্ত বস্তুর সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করে থাকে। তবে 'রব' শব্দটি اضافت ছাড়া আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী : "হে দূত! তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও"—(সূরা ইউসুফ : ৫০)।[৭৭]

وَالْعَالَمُ اِسْمٌ لِمَا يُعْلَمُ بِهٖ كَالْخَاتَمِ وَالْقَالَبِ غُلِّبَ فِيْمَا يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ وَهُوَ كُلُّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْاَعْرَاضِ فَاِنَّهَا لِاِمْكَانِهَا وَافْتِقَارِهَا اِلٰى مُؤَثِّرٍ وَاجِبٍ لِذَاتِهٖ تَدُلُّ عَلٰى وُجُوْدِهٖ وَاِنَّمَا جَمَعَهٗ لِيَشْتَمِلَ مَا تَحْتَهٗ مِنَ الْاَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ وَغُلِّبَ الْعُقَلَاءُ مِنْهُمْ فَجَمَعَهٗ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ كَسَائِرِ اَوْصَافِهِمْ ۔

www.pathagar.com

'আলাম' (عالم) হল বস্তুর নাম, যার দ্বারা তা চিহ্নিত করা যায়। যেমন خاتم (সীল মোহর), قالب (ছাঁচ) ইত্যাদি। عالم বিশেষভাবে এমন সব বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে, যে সবের মাধ্যমে স্রষ্টার পরিচয় লাভ করা যায়। সুতরাং আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া সকল মৌলিক এবং যৌগিক বস্তুই আলাম-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ সকল বস্তুর সৃষ্ট হওয়া এবং স্রষ্টার মুখাপেক্ষী হওয়া সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে।[১৮] عالم-এর আওতাভুক্ত সব جنس বা প্রকারকে শামিল করার উদ্দেশ্যে একে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।[১৯] এ ছাড়া রকমারী সৃষ্টির উপর عقلاء বা জ্ঞানবানদেরকে প্রাধান্য দেয়ার উদ্দেশ্যেও একে يا এবং نون দ্বারা বহুবচন করা হয়েছে। যেমন عقلاء-এর অন্যান্য وصف-কে বহুবচন করা হয়ে থাকে।[২০]

একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, দু'টি অক্ষরকে حركت-এর দিক হতে পরস্পরের অনুগামী করতে হলে অক্ষর দু'টি একই শব্দে থাকতে হয়। এখানে দু'টি অক্ষর দু'টি শব্দে রয়েছে। ফলে এরা কিভাবে পরস্পরের অনুগামী হতে পারে? এর উত্তরে কাযী বায়যাবী বলেন, الحمد এবং لله দুটি শব্দ হলেও এরা একই সাথে উচ্চারিত হয়। ফলে এদুটোকে এক শব্দ ধরে নিয়ে অক্ষর দুটিতে অনুকরণের বিধান বৈধ করা হয়েছে।

৭৭. এখানে رب শব্দের تحقيق বর্ণিত হয়েছে। অত্র তাফসীরকার رب শব্দটি সম্পর্কে দু'টি বর্ণনার উল্লেখ করেছেন ঃ (ক) رب এটা مصدر। এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, الله শব্দ اسم ذات। رب শব্দ দ্বারা তার صفت বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ নিয়ম অনুযায়ী مصدر দ্বারা اسم ذات-এর صفت বর্ণনা করা বৈধ নয়। কাযী বায়যাবী এর উত্তরে বলেন, رب শব্দটিকে زيد عدل এবং زيد صوم-এর অনুরূপ আধিক্যের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক ربوبيت-এর এমন উচ্চ পর্যায়ে রয়েছেন যে, তিনিই ربوبيت -এর একমাত্র প্রতিকৃতি। (খ) رب শব্দটি صفت مشبه। একে باب نصر এর يرب—رب থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। باب نصر থেকে صفت مشبه -এর ব্যবহার নিতান্ত বিরল। কাযী সাহেব এর একটি দৃষ্টান্তও পেশ করেছেন।

رب শব্দটি মূলতঃ আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট। অন্যদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সম্পর্কে কাযী বায়যাবী যে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, এগুলি لغت সম্পর্কিত বিষয়। অন্যথা কারো কারো মতে ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে رب শব্দটি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কারণ প্রিয় নবী (স) বলেছেন ঃ لا يقل احدكم اطعم ربك (তোমাদের কেউ যেন এভাবে না বলে যে, তোমার রবকে আহার করাও)। তবে তা জড় পদার্থের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। যেমন رب الدار (ঘরের রব)। এখানে بيت শব্দটি জড় পদার্থ, তাই এভাবে বলা বৈধ।

www.pathagar.com

৭৮. عالم-এর বহুবচন عالمين। শব্দটি علم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ما يعلم به পরে এ শব্দটি বিশেষভাবে এমন বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা থেকে স্রষ্টার জ্ঞান লাভ করা যায়। ফলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছাড়া সমগ্র সৃষ্টি জগত عالم-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা পৃথিবীর মৌলিক এবং যৌগিক সকল বস্তুই সৃষ্ট। সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের জন্য স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রয়োজন। তাই সৃষ্ট বস্তুই স্রষ্টার অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে। এ মর্মে কবি বলেছেন:

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ — تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

৭৯. এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, عالم শব্দ দ্বারা সৃষ্টিকে বুঝানো হয়। একে معرفة করা হলে সৃষ্টির প্রকারগুলো এর সাথে শামিল হয়ে যায়। ফলে الف لام দ্বারা معرفة করে এক বচন ব্যবহার করেও সমগ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব বুঝানো সম্ভব হতো। তথাপি বহুবচন ব্যবহারের কারণ কি হতে পারে?

কাযী বায়যাবী এর উত্তরে বলেছেন, এক বচন দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকে বুঝানো সম্ভব হলেও এক বচন দ্বারা একটি নির্দিষ্ট جنس এবং معرفة দ্বারা সেই جنس-এরই প্রকারগুলো বুঝাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। এ সন্দেহ এবং সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে সমগ্র সৃষ্টির ربوبيت আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই علم-কে جمع ব্যবহার করা হয়েছে।

৮০. সাধারণভাবে ياء এবং نون বুদ্ধিবিবেক সম্পন্ন জীবের বহুবচনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এখানে عالم দ্বারা সকল সৃষ্টিকে বুঝাবার জন্য ياء এবং نون ব্যবহার করা হল কেন? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এখানে বুদ্ধির অধিকারীকে জড় পদার্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ হিসেবেই বুদ্ধির অধিকারীর অন্যান্য وصف-এর অনুরূপ এখানেও ياء এবং نون দ্বারা جمع করা হয়েছে। বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন জীব বলতে মানুষ, জিন ও ফেরেশতাদের বুঝায়। অবশিষ্ট সকল সৃষ্টি বুদ্ধিবিবেক শূন্য সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

وَقِيْلَ اِسْمٌ وُضِعَ لِذَوِى الْعِلْمِ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَالثَّقَلَيْنِ وَتَنَاوُلُهٗ لِغَيْرِهِمْ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِتْبَاعِ وَقِيْلَ عُنِىَ بِهِ النَّاسُ هٰهُنَا لِاَنَّ كُلَّ اَحَدٍ مِّنْهُمْ عَالَمٌ مِّنْ حَيْثُ اَنَّهٗ يَشْتَمِلُ عَلٰى نَظَائِرِ مَا فِى الْعَالَمِ الْكَبِيْرِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْاَعْرَاضِ يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ كَمَا يُعْلَمُ بِمَا اَبْدَعَهٗ فِى الْعَالَمِ وَلِذٰلِكَ سَوّٰى بَيْنَ النَّظْرِ فِيْهِمَا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ"-

কেউ কেউ বলেছেন যে, 'আলাম' এমন একটি বিশেষ্য যা বুদ্ধিবিবেক সম্পন্ন সৃষ্টি অর্থাৎ ফেরেশতা, জিন, ও মানুষকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে। আর অন্যান্য সৃষ্টিকে এদের অধীন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[৮১] আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'আল-আলামীন' দ্বারা এখানে শুধু মানুষকে বুঝানো হয়েছে। কারণ প্রতিটি মানুষ এক একটি আলাম (عالم) স্বরূপ। কেননা এ বিশাল জগতে যে সব মৌলিক ও যৌগিক উপাদান রয়েছে, তার প্রতিটি মানুষের দেহে বিদ্যমান। সেগুলোর সাহায্যে সৃষ্টার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়—যেমন জ্ঞান লাভ হয় জগতের অভিনব সৃষ্টি কৌশল দর্শনের মাধ্যমে। এ কারণেই সৃষ্টি জগতের প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, আর মানুষের স্বীয় সত্তাকে প্রত্যক্ষ করা উভয়ই সমান বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "এবং তোমাদের মাঝেও উত্তম নিদর্শন রয়েছে। তোমরা কি তা অবলোকন করছ না ?"[৮২]—(সূরা যারিয়াত ঃ ২১)।

---

৮১. এখানে عالم সম্পর্কিত দ্বিতীয় অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এমতানুসারে عالم দ্বারা জ্ঞান সম্পন্নদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন মানব জগত, জিন জগত, ফেরেশতা জগত বলা হয়ে থাকে। তবে যেহেতু عالم দ্বারা এখানে সমগ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহ্‌র রবুবিয়াত বুঝানো উদ্দেশ্যে তাই বুদ্ধি-বিবেকশুন্য সৃষ্টিকে অনুগামী হিসাবে শামিল করা হয়েছে। কারণ যিনি আশরাফুল মাখলুকাতের রব, তিনি অবশ্যই অন্য সব মাখলুকাতেরও রব।

৮২. ইহা عالم সম্পর্কিত তৃতীয় অভিমত। এমতানুসারে عالم দ্বারা শুধু মানব জগতকে বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আয়াত اتاتون الذكران من العالمين। এখানেও عالمين দ্বারা মানব কুলকে বুঝানো হয়েছে। .....

www.pathagar.com

وَقُرِئَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَدْحِ اَوِ النِّدَاءِ اَوْ بِالْفِعْلِ الَّذِىْ دَلَّ عَلَيْهِ الْحَمْدُ وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الْمُمْكِنَاتِ كَمَا هِىَ مُفْتَقِرَةٌ اِلَى الْمُحْدِثِ حَالَ حُدُوْثِهَا فَهِىَ مُفْتَقِرَةٌ اِلَى الْمُبْقِى حَالَ بَقَائِهَا ـ

منادى হওয়ার কারণে অথবা رب العلمين-কে امدح—فعل-এর مفعول হওয়ার কারণে বা الحمد যে فعل-এর ইঙ্গিত বহন করে সেই উহ্য فعل-এর কারণে منصوب পাঠ করা হয়েছে।[৮৩] উক্ত আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিজগৎ যেভাবে স্বীয় অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে এক অস্তিত্ব দানকারী সত্তার মুখাপেক্ষী অনুরূপ তা স্থিতিশীলতার জন্যও একজন স্থায়িত্বদানকারী সত্তার মুখাপেক্ষী।[৮৪]

......মূলতঃ মানুষ সমগ্র সৃষ্টি জগতের দর্পন স্বরূপ। সৃষ্টি জগৎকে দেখে যেমন স্রষ্টার কথা মনে পড়ে, অনুরূপভাবে মানুষের সৃষ্টি কৌশলও স্রষ্টার পরিচয় বহন করে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে সমগ্র পৃথিবীর স্থিতিশীলতার জন্য যতগুলো উপাদান রয়েছে মানব দেহের প্রতিটি শ্বেত কনিকার মাঝেও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকারে তত পরিমাণ উপাদান মওজুদ রয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক মানব দেহ এবং জগত সম্পর্ক গবেষণাকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে বলেছেনঃ وفى انفسكم افلا تبصرون

৮৩. কেউ কেউ رب العلمين-কে منصوب (রব্বাল আলামীন) পাঠ করেছেন। কাযী বায়যাবী منصوب পাঠের তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন : (ক) امدح—فعل-কে উহ্য মেনে নিয়ে رب العلمين-কে তার مفعول বানিয়ে منصوب পাঠ করা, যেমন نمدح رب العلمين (রব্বাল)। (খ) حرف ندا-উহ্য মেনে নিয়ে منصوب পাঠ করা, যেমন ইয়া রব্বাল আলামীন (يا رب العلمين)। কারণ منادى مضاف সাধারণভাবে منصوب হয়ে থাকে। (গ) حمد—শব্দমূলটি যে فعل-এর ইঙ্গিত বহন করে (অর্থাৎ نحمد) তাকে উহ্য মেনে নিয়ে منصوب পাঠ করা। যেমন : 'নাহমাদু (نحمد) রব্বাল আলামীন'।

৮৪. الحمد لله رب العلمين আয়াতটি প্রমাণ করে যে, সমগ্র সৃষ্টি মহান সত্তা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের মুখাপেক্ষী। কারণ সম্ভাব্য জিনিসের (ممكنات) অস্তিত্বে আসার ক্ষেত্রে যেমন স্রষ্টার প্রয়োজন, অনুরূপভাবে তার প্রতিপালন হওয়া ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকে থাকার জন্যও অবিনশ্বর সত্তার অনুগ্রহ প্রয়োজন। কেননা টিকে থাকার জন্য প্রতি মুহূর্তে নব নব জীবনী শক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন বাতির তৈল প্রতি মুহূর্তে এক একটি অংশ নিঃশেষ হলেই আবার নতুন তেলের আগমন ঘটে, প্রতিটি সৃষ্টিও অনুরূপ অবস্থার মুখাপেক্ষী। এ প্রয়োজন তিনিই মেটাতে পারেন যিনি চিরঞ্জীব ও সর্বশক্তিমান। তাই সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তাঁরই অনুগ্রহের প্রত্যাশী।

www.pathagar.com

"الرحمن الرحيم" كرره للتعليل على ما سنذكره "مالك يوم الدين" قراه عاصم والكسائى ويعقوب ويعضده قوله تعالى " يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله "۔

الرحمن الرحيم "যিনি দয়াময় ও করুণাময়"। আয়াতটিকে حمد-এর যোগ্য হওয়ার কারণ বর্ণনার উদ্দেশে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে—যা সম্মুখে বর্ণিত হবে।[৮৫] "যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক"। কারী আসেম, আল-কিসায়ী ও ইয়াকূব আয়াতটি এভাবে পড়েছেন। আল্লাহ্‌র বাণী—"সেদিন একজনের অপর জনের জন্য কিছু করার সামর্থ থাকবে না; সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র"—(সূরা ইনফিতার : ১৯)—এই আয়াত দ্বারাও উক্ত অভিমত সমর্থিত।[৮৬]

---

৮৫. কেউ কেউ বলেছেন, بسم الله الرحمن الرحيم-কে সূরা ফাতিহার অংশ মেনে নিলে এ সূরাটিতে الرحمن الرحيم-কে পুনরুল্লেখ বা تكرار হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। কাযী বায়যাবী এর উত্তরে বলেছেন, এখানে الرحمن الرحيم -কে استحقاق حمد-এর علت হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, تكرار-এর জন্য নয়। কারণ استحقاق حمد অর্থাৎ الحمد لله رب العلمين-কে الرحمن الرحيم এ صفت গুলোর পূর্বে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অর্থাৎ حكم উল্লেখ করে তারপর وصف উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে حكم-এর পরে وصف সন্নিবেশিত হলে সেই وصف গুলো حكم-এর علت হিসেবে পরিগণিত হয়। (এ নিয়ম পরে উল্লেখ করা হয়েছে)।

৮৬. এখানে مالك শব্দের পঠন পদ্ধতি উল্লেখ করা হইয়াছে। مالك (মালিক) শব্দের চারটি পঠন পদ্ধতি রয়েছে। কারী আসেম, আল-কিসাঈ ও ইয়াকূবের মতে مالك (মালিক) শব্দটি ملك (মিল্‌ক) থেকে উদ্ভূত। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ..... يوم لا تملك نفس এখানে تملك-কে شيئا-এর দিকে متعدى করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, تملك শব্দটি ملك (মিল্‌ক) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ আয়াতে যে দিবসের মালিকানাকে আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে—مالك يوم الدين দ্বারাও সেই একই দিনের মালিকানার কথা বলা হয়েছে। ফলে يوم لا تملك-এর অনুরূপ مالك يوم الدين-এর مالك শব্দটিও ملك (মুল্‌ক) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে মেনে নিতে হয়। ملك থেকে مشتق হলে তা الف বিহীন ملك হয় না বরং الف যুক্ত مالك হয়। এ কারণেই উক্ত কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ مالك يوم الدين পাঠ করেছেন।

www.pathagar.com

وَقَرَأَ الْبَاقُوْنَ مَلِكِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِاَنَّهٗ قِرَأَةُ اَهْلِ الْحَرَمَيْنِ وَلِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" وَلِمَا فِيْهِ مِنَ التَّعْظِيْمِ وَالْمَالِكُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِى الْاَعْيَانِ الْمَمْلُوْكَةِ كَيْفَ شَاءَ مِنَ الْمُلْكِ وَالْمَلِكُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ بِالْاَمْرِ وَالنَّهْىِ فِى الْمَاْمُوْرِيْنَ مِنَ الْمُلْكِ -

অবশিষ্ট কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ الف ছাড়া ملك (মালিক) পাঠ করেছেন। এটাই উত্তম। কেননা মক্কা ও মদীনার অধিবাসীগণ এভাবে পাঠ করেছেন। আল্লাহ্‌র বানী ঃ "আজ কর্তৃত্ব কার ?"— (সূরা মুমিন ঃ ১৬) আয়াতের সমর্থনেও ملك (মালিক) পড়া পছন্দনীয়। আর এ কারণেও ملك পড়া উত্তম যে, এ ভাবে পাঠ করলে আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়। [৮৭] مالك শব্দটি ملك (মুল্‌ক) থেকে উদ্ভূত। নিজ আয়ত্বাধীন জিনিসকে যিনি নিজ ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন তাকে مالك (মালিক) বলা হয়। আর যিনি নিজ অধিকারভুক্তদেরকে আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে পরিচালনা করেন, তিনি হলেন ملك (মালিক)। [৮৮]

---

৮৭. مالك শব্দের পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিমত ঃ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের অনেকেই الف বাদ দিয়ে ملك (মালিক) পাঠ করে থাকেন। কাযী বায়যাবী এ অভিমতের স্বপক্ষে রয়েছেন বিধায় এই কিরাআতকে উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন এবং এর স্বপক্ষে তিনটি প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ (ক) মক্কা ও মদীনার অধিবাসীগণ ملك (মীম অক্ষর আলিফশূন্য) পাঠ করে থাকেন। পবিত্র কুরআনের পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে তারা অধিক অভিজ্ঞ। অতএব তাদের পন্থা প্রামাণ্য দলীল রূপে গণ্য। (খ) আল্লাহ্‌র বানী لمن الملك اليوم—আয়াতে আল্লাহ্ পাক নিজকে ملك (মুল্‌ক) শব্দের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। ফলে مالك يوم الدين পাঠ করার সময়ও (মীম থেকে) الف বাদ দিয়ে পাঠ করলে আয়াত দুটোর মাঝে সমতা রক্ষা হবে। (গ) مالك (মালিক, মীম-এ আলিফযুক্ত) না পড়ে ملك (মালিক-মীম আলিফ শূন্য) পাঠ করা হলে আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কারণ ملك বলা হয় যিনি তাঁর অধীনস্তদেরকে খেয়াল-খুশিমত ব্যবহার করেন। এটা শুধু দাস-দাসীদের ক্ষেত্রে সম্ভব হতে পারে। পক্ষান্তরে مالك বলা হয় যিনি নিজ অধীকারভুক্তদেরকে আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে পরিচালনা করেন। এটা সব স্তরের সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শুধু দাস-দাসীর অধীকারী হওয়া অপেক্ষা সর্বস্তরের সৃষ্টির অধিকারী হওয়া অধিক সম্মানজনক। তাই আল্লাহ্‌কে مالك (মালিক) না বলে ملك (মালিক) বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

www.pathagar.com

وَقُرِئَ مَلْكِ بِالتَّخْفِيفِ وَمَلَكَ بِلَفْظِ الْفِعْلِ وَمَالِكًا بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَدْحِ أَوِالْحَالِ وَمَالِكٌ بِالرَّفْعِ مُنَوَّنًا أَوْ مُضَافًا عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ وَمَلِكُ مُضَافًا بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ -

কেউ কেউ সহজ করণার্থে لام-কে ساكن করে ملك (মালকি) পড়েছেন।[৮৯] আবার কেউ কেউ অতিত কালের ক্রিয়াপদে রূপান্তর করে ملك (মালাকা) পাঠ করেছেন।[৯০] مدح বা حال-এর উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ منصوب (مالكا = ম্যালিকান) পড়েছেন। رفع-এর সাহায্যে مالك (ম্যালিকুন) পাঠের রীতিও রয়েছে। (এটা দুভাবে হতে পারে) تنوين-এর সাহায্যে অথবা مالك-কে مضاف বানিয়ে ضمة-এর সাহায্যে। অবশ্য এ রীতি مالك শব্দটি مبتدا محذوف -এর خبر হওয়ার উপর নির্ভর করবে। আবার (الف উহ্য রেখে) ملك-কে مضاف অবস্থায় رفع এবং نصب উভয়ের সাহায্যে পাঠেরও নিয়ম রয়েছে।[৯১]

---

৮৮. مالك (ম্যালিক) এবং ملك (মালিক) দু'টি কিরাআতই বিশুদ্ধ হিসেবে تواتر-এর মর্যাদা লাভ করেছে। متواتر দ্বারা يقين প্রতিষ্ঠিত হয়। এ হিসেবে এর কোন একটিকেও দুর্বল বলা যায় না। বরং উভয় পদ্ধতি সমভাবে বিশুদ্ধ। এ কারণেই ইবনে শিহাব বলতেন, আমি নামাযের এক রাকআতে ملك (মালিক) এবং অপর রাকআতে مالك (ম্যালিক) পাঠ করে থাকি।

৮৯. مالك শব্দের তৃতীয় পঠন পদ্ধতি ঃ لام-কে ساكن করে কেউ কেউ ملك (মালকি) পাঠ করেছেন। এ মত অনুসারে শব্দটি মূলে ملك (মালিকা) ছিল। কারণ فعل-এর وزن-এ মধ্যবর্তী অক্ষরে জের থাকলে সহজ করণার্থে তা ছাকিন করা যায়। এ হিসেবে ملك (মালিকা)-কে ملك (মালকা) করা হয়েছে।

৯০. চতুর্থ পঠন পদ্ধতি ঃ فعل ماضى-এর صيغة দ্বারা ملك (মালাকা) পঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ملك-এর مفعول به হবে يوم الدين এবং موصوف হবে الله (ইলাহুন)।

৯১. مالك শব্দের কিরাআত সম্পর্কিত চারটি অভিমত উল্লেখের পর এখানে শব্দটির শেষ অক্ষরের হরকত সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এতে كسرة ছাড়াও نصب এবং رفع উভয় অবস্থায় পঠিত হয়েছে। منصوب পাঠের ভিত্তি দুটি ঃ (ক) مالك শব্দকে امدح-এর مفعول মেনে নিয়ে। যেমন امدح ملكا يوم الدين,.....

www.pathagar.com

وَيَوْمُ الدِّيْنِ يَوْمُ الْجَزَاءِ وَمِنْهُ كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ وَبَيْتُ الْحَمَاسَةِ :

وَلَمْ يَبْقَ سِوٰى عُدْوَانِ دَنَّاهُمْ كَمَا دَانُوْا -

يوم الدين অর্থ প্রতিদান দিবস। এ অর্থেই বলা হয়ে থাকে كما تدين تدان ولم يبق سوى..... (যেমন কর্ম তেমন ফল)। এ ছাড়া হামাসার কবিতায় : (শত্রুতা ছাড়া যখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না, তখন তারা আমাদের সাথে যেমন কর্ম করে ছিল, আমরাও ঠিক তেমনি বদলা দিয়েছি)।[৯২]

.....(খ) الله শব্দ থেকে حال হয়ে। যেমন الحمد لله حال كونه مالكا يوم الدين। مرفوع পাঠের ভিত্তিও দুটি : (ক) تنوين যুক্ত হওয়া, (খ) مضاف হওয়া। উভয় অবস্থায় এটা مبتدا محذوف-এর خبر হবে। যেমন هو مالك (মালিকুন) এবং يوم الدين (মালিকু) هو مالك। অনুরূপভাবে الف ছাড়া ملك (মালিকি) পাঠের অবস্থায়ও كسرة ছাড়া দুভাবে পঠিত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে مضاف হয়ে رفع এবং نصب-এর সাহায্যে পড়তে হবে। যেমন امدح الحمد لله حال كونه ملك يوم الدين বা يوم الدين (মালিকা) ملك يوم الدين বা هو ملك يوم الدين (মালিকু)

৯২ يوم-এর আভিধানিক অর্থ সময়। ব্যবহারিক অর্থে يوم বলা হয় সূর্যোদয় হতে অস্ত পর্যন্ত সময়কে। শরীআতের পরিভাষায় সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যত সময়কে يوم বলা হয়। এখানে يوم শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ কিয়ামত দিবসের-সূর্যের উদয় বা অস্তের সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না।

دين শব্দটি বিশেষভাবে তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয় : (ক) প্রতিদান, (খ) শরীআত, (গ) আনুগত্য। প্রথম অর্থ হিসেবে প্রতিদান এবং دين-এর অর্থগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। প্রতিদান অর্থে বদলা কিছুটা কম-বেশী হতে পারে। কিন্তু دين অর্থ সমপরিমাণ বদলা। এ অর্থেই হাদীস শরীফে এসেছে (بيهقى) كما تدين تدان। অনুরূপ অর্থে শব্দটি হামাসা গ্রন্থে একটি কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে (মূল পাঠে দ্র.)। এখানে دين শব্দটি সমপরিমাণ প্রতিদান অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে مالك يوم الدين বাক্যেও دين শব্দটি প্রতিদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ শেষের অর্থ দুটি গ্রহণ করা হলে এ আয়াতে কোন একটি শব্দ উহ্য মানতে হয়। যেমন يوم جزاء الدين। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া উহ্য মানা অপেক্ষা মূল বাক্যের উপর নির্ভর করা উত্তম।

www.pathagar.com

اَضَافَ اِسْمَ الْفَاعِلِ اِلَى الظَّرْفِ اِجْرَاءً لَهٗ مَجْرَى الْمَفْعُوْلِ بِهٖ عَلَى الْاِتِّسَاعِ كَقَوْلِهِمْ :

اَيَا سَارِقَ اللَّيْلَةِ اَهْلَ الدَّارِ + وَمَعْنَاهُ مَلِكَ الْاُمُوْرِ يَوْمَ الدِّيْنِ -

عَلٰى طَرِيْقَةِ "وَنَادٰى اَصْحَابُ الْجَنَّةِ" اَوْ لَهُ الْمُلْكُ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ عَلٰى وَجْهِ الْاِسْتِمْرَارِ لِتَكُوْنَ الْاِضَافَةُ حَقِيْقِيَّةً مُعَدَّةً لِوُقُوْعِهٖ صِفَةً لِلْمَعْرِفَةِ وَقِيْلَ الدِّيْنُ الشَّرِيْعَةُ وَقِيْلَ الطَّاعَةُ وَالْمَعْنٰى يَوْمَ جَزَاءِ الدِّيْنِ وَتَخْصِيْصُ الْيَوْمِ بِالْاِضَافَةِ اِمَّا لِتَعْظِيْمِهٖ اَوْ لِتَفَرُّدِهٖ تَعَالٰى بِنُفُوْذِ الْاَمْرِ فِيْهِ -

ظرف—يوم-এর ব্যাপকতার ভিত্তিতে مفعول به-এর স্থলাভিষিক্ত মেনে নিয়ে مالك—اسم فاعل-কে সেই ظرف-এর দিকে اضافت করা হয়েছে। যেমন আরবরা বলে থাকে (আরবী মূল পাঠে দ্রষ্টব্য) : "হে রাতের অন্ধকারে ঘরের অধিবাসীদের সম্পদ অপহরণকারী)। (اضافت-এর ফলে) "জান্নাতবাসীগণ সম্বোধন করে বলবে"—সূরা আ'রাফ : ৪৪) আয়াতের বর্ণনা কৌশলের ভিত্তিতে এ আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ প্রতিদান দিবসের সকল কর্মকাণ্ডের মালিক। অথবা এর অর্থ হবে, সেদিন আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী রাজত্ব। এভাবে অর্থ করার কারণ এই যে, مالك শব্দটির اضافت معنوى যেন اضافت لفظى হয়—যা শব্দটির মাঝে معرفه-এর صفت হওয়ার উপযোগিতা সৃষ্টি করবে।[৯৩] কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে دين অর্থ শরীআত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ আনুগত্য। উভয় অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে يوم الجزاء الدين (অর্থাৎ শরীআত ও আনুগত্যের পুরস্কারের দিন)।[৯৪] اضافت দ্বারা يوم-কে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সে দিনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। অথবা এ কারণে যে, সেই দিনই এককভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকর হবে।[৯৫]

---

৯৩. এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, مالك يوم الدين আয়াতটি الله শব্দের صفت। الله শব্দটি علم হওয়ার কারণে معرفه। কিন্তু مالك يوم الدين-এ اضافت لفظى হওয়ার কারণে এটা نكره। ফলে صفت এবং موصوف-এর মাঝে সামঞ্জস্য থাকছে না। এর উত্তরে.....

www.pathagar.com

.. বলা হয়েছে যে, এখানে اضافت لفظی হয়নি। কেননা اضافت لفظی বলা হয় صفت নিজের معمول-এর দিকে مضاف হওয়াকে। এখানে তা হয়নি। বরং এখানে مالك-এর مفعول حقيقی অর্থাৎ امور-কে حذف করা হয়েছে। অতঃপর ظرف (অর্থাৎ يوم)-কে ব্যপকতার অর্থে مفعول به-এর স্থলাভিষিক্ত মেনে নিয়ে مالك-কে يوم-এর দিকে مضاف করা হয়েছে। যেমন : يا سارق الليلة اهل الدار এখানে ليلة শব্দটি ظرف। একে مال مسروق-এর পর্যায়ভুক্ত করে مفعول به-এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। বাক্যটি মূলে يا سارق المال فی الليلة ছিল। অনুরূপভাবে مالک يوم الدين মূলে مالک امور يوم الدين ছিল। প্রশস্ততার অর্থে يوم-কে مملوك-এর অর্থে মেনে নেয়া হয়েছে। ফলে প্রকৃত معمول উল্লেখ না থাকায় اضافت الصفة الى المعمول তথা اضافت لفظی সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়া مالك শব্দটি اسم فاعل। এটা حال বা استقبال-এর অর্থ প্রদান করছে না, বরং ماضی বা استمرار-এর অর্থ প্রদান করছে। ماضی হিসেবে অর্থ হবে الا مور يوم الدين (মালাকা) ملک। সুনিশ্চিত বুঝাবার উদ্দেশ্যে مستقبل-কে ماضی-এর অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন ونادی اصحاب الجنة اصحاب النار। এখানে نادی-কে একই নিয়মের প্রেক্ষিতে ماضی হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। استمرار হিসেবে অর্থ হবে لله الملک فی يوم الجزاء اضافت الصفة الى غير المعمول على وجه الا ستمرار। উল্লেখিত উভয় অবস্থায়- তথা اضافت معنوی হবে। اضافت معنوی সর্বদাই مفيد للتعريف হয়ে থাকে। ফলে مالک يوم الدين — الله শব্দের صفت হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

৯৪. এখানে دين শব্দের অর্থ বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯৫. এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, আল্লাহ তাআলার রাজত্ব দুনিয়া-আখেরাতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। অথচ مالک يوم الدين বলে আল্লাহ্‌র রাজত্বকে পরকালের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। কাযী বায়যাবী এর দু'টি উত্তর দিয়েছেন : (ক) দুনিয়ার তুলনায় পরকালীন দিবস শ্রেষ্ঠ, মহিমামণ্ডিত ও গৌরবোজ্জ্বল হবে। এ কারণেই পরকালীন গৌরব-মণ্ডিত শাহেনশাহীকে اضافت দ্বারা আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। (খ) দুনিয়ার রাজত্বও আল্লাহ্‌র জন্য। তথাপি প্রকাশ্যভাবে মানব জাতি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে তার আংশিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। ফলে সন্দেহ হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র রাজত্ব পরিচালনায় মানুষের কর্তৃত্ব রয়েছে। পক্ষান্তরে আখে-রাতের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহ। সেখানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কারও কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। এ কারণে আল্লাহ্‌র ملكيت-কে পরকালীন ملكيت-এর দিকে نسبت করা হয়েছে।

www.pathagar.com

وَاجْرَاءُ هٰذِهِ الْاَوْصَافِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ كَوْنِهٖ مَوْجِدًا لِّلْعَالَمِيْنَ رَبًّا لَّهُمْ مُنْعِمًا عَلَيْهِمْ بِالنِّعَمِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا عَاجِلِهَا وَاٰجِلِهَا مَالِكًا لِّاُمُوْرِهِمْ يَوْمَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ لِلدَّلَالَةِ عَلٰى اَنَّهُ الْحَقِيْقُ بِالْحَمْدِ لَا اَحَدَ اَحَقُّ بِهٖ مِنْهُ ـ

মহান আল্লাহ্‌র প্রতি এ সব বিশেষণের প্রয়োগ—যেমন তিনি সমগ্র সৃষ্টি-লোকের একক স্রষ্টা ও পালনকর্তা, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এবং বর্তমানে প্রদত্ত ও ভবিষ্যতে প্রদেয় সব নিআমতের দাতা, কর্মফল দিবসে তাদের যাবতীয় কর্মের প্রতিদান দেয়ার মালিক—এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। এ ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্য আর কেউ নেই।[১৬]

---

১৬. সূরা ফাতিহার মাঝে আল্লাহ্‌র যে চারটি বিশেষ সিফাতের উল্লেখ রয়েছে, এখানে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য : رب العلمين এ আয়াতটি 'আল্লাহ' সৃষ্টিকর্তা হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কারণ কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের পর তার উন্নতির প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয় আসবাব সরবরাহের মাধ্যমে পূর্ণতায় পৌছানোকে বলা হয় ربوبيت বা প্রতিপালন। অতএব যিনি অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব সরবরাহ করেন, নিঃসন্দেহে তিনিই অস্তিত্ব দান করেন। কারণ অস্তিত্বের প্রশ্ন আগে, তারপর আসে অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব সরবরাহের প্রশ্ন। অতএব মহান আল্লাহ্‌ সমগ্র সৃষ্টিকে পূর্ণতায় পৌছানোর অর্থ, তিনিই সৃষ্টি করে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যান। তাই رب العلمين দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : الرحمن الرحيم। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ মাখলূকাতের জন্য দেখা-অদেখা, জানা-অজানা, একালের-সেকালের সব নিআমত দান করে থাকেন। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : مالك يوم الدين। এতে প্রমাণিত হয় যে, মহান প্রভু সমগ্র সৃষ্টি এবং সৃষ্টির সব কার্যকলাপের প্রতিদান দেয়ার একচ্ছত্র অধিপতি। এ চারটি বৈশিষ্ট্য মহান আল্লাহ্‌কে حمد-এর একমাত্র অধিকারী হিসেবে প্রমাণ করে। আর এটাও ইঙ্গিত করে যে, এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। قوله لا احد احق به منه...এখানে لا অর্থ غير (অন্য)। منطق علم-এর নিয়ম মোতাবেক এটা قصر قلب-এর চিহ্ন।

www.pathagar.com

بَلْ لَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ سِوَاهُ فَاِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ وَلِلْاِشْعَارِ مِنْ طَرِيْقِ الْمَفْهُوْمِ عَلَى اَنَّ مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ لَا يَسْتَاهِلُ لِاَنْ يُحْمَدَ فَضْلًا عَنْ اَنْ يُعْبَدَ لِيَكُوْنَ دَلِيْلًا عَلَى مَا بَعْدَهُ ـ

বরং বাস্তবে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ حمد-এর আদৌ যোগ্য নয়। কেননা وصف-এর উপর حكم সন্নিবেশিত হলে وصف দ্বারা সেই حكم -এর علت বুঝায়।[৯৭] এর বিপরীত অর্থে প্রতীয়মান হয় যে, যারা এসব গুণে গুণান্বিত নয়, তারা যখন حمد-এর যোগ্য হতে পারে না, তখন ইবাদতের যোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। (এভাবে غير الله থেকে ইবাদত نفى হওয়ার ফলে) এ আয়াতটি পরবর্তী আয়াতের দলীলরূপে গণ্য হবে।[৯৮]

---

৯৭. কাযী সাহেবের বক্তব্য : لا احد احق به منه দ্বারা আধিক্যের نفى বুঝায় না। এ কারণেই তিনি পুনরায় بل لا يستحقه الخ-এর نفى-نفس استحقاق বলে উক্ত সন্দেহ নিরসন করেছেন। এখন বলা যেতে পারে যে, সূরা ফাতিহার মাঝে বর্ণিত আল্লাহ্র চারটি সিফাত দ্বারা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনিই একমাত্র حمد-এর যোগ্য? উত্তরে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা استحقاق حمد -কে তাঁর চারটি সিফাতের উপর সন্নিবেশিত করেছেন। নিয়ম মোতাবেক وصف -এর উপর حكم সন্নিবেশিত হলে সেই حكم—وصف-এর علت হিসেবে সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। ফলে এ বিশেষণগুলো আল্লাহ্র حمد-এর জন্য علت হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে, غير الله-এর জন্য حمد-এর কোন অংশ অবশিষ্ট থাকেনি।

৯৮. উপরের وصف গুলোর প্রকাশ্য বাচনভঙ্গির আলোকে حمد-কে আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, وصف গুলোর مفهوم مخالف (বিপরীত অর্থ) গ্রহণ করা হলে غير الله থেকে نفى—عبادت করার فائدة অর্জিত হয়। অর্থাৎ যারা এসব গুণে গুণান্বিত নয়, তারা حمد -এর যোগ্য নয়। আর حمد-এর যোগ্য না হলে عبادت পাওয়ার যোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কারণ محمود অপেক্ষা معبود-এর মর্যাদা অনেক উর্ধে। ফলে নিম্ন শ্রেণীর খাতায় কোন দিন যাদের নাম উঠেনি, তাদের উচ্চ শ্রেণীর দাবীদার হওয়া সম্পূর্ণ অবান্তর ও অবাস্তব।

www.pathagar.com

فَالْوَصْفُ الْاَوَّلُ لِبَيَانِ مَا هُوَ الْمُوْجِبُ لِلْحَمْدِ وَهُوَ الْاِيْجَادُ وَالتَّرْبِيَةُ وَالثَّانِيْ وَالثَّالِثُ لِلدَّلَالَةِ عَلٰى اَنَّهٗ مُتَفَضِّلٌ بِذٰلِكَ مُخْتَارٌ فِيْهِ لَيْسَ يَصْدُرُ مِنْهُ لِاِيْجَابٍ بِالذَّاتِ اَوْ وُجُوْبٍ عَلَيْهِ قَضِيَّةُ سَوَابِقِ الْاَعْمَالِ حَتّٰى يَسْتَحِقَّ بِهِ الْحَمْدَ ـ

প্রথম গুণটির উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র জন্য حمد-এর যথাযোগ্যতা প্রমাণকারী বিষয়গুলো বর্ণনা করা। যেমন অভিনব সৃষ্টি ও প্রতিপালন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুণ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাঁর নিআমত সমূহ স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে অনুগ্রহ স্বরূপ দান করেছেন। কোন বাধ্যবাধকতার কারণে এসব অবদানের প্রকাশ ঘটেনি। অথবা এসব নিআমত বান্দার বিগত আমলের ফল স্বরূপ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আবশ্যিকরূপে দেয়া হয়নি। বরং ইচ্ছাকৃত ভাবে দানের ফলেই তিনি حمد-এর যথাযোগ্য হকদাররূপে বিবেচিত হয়েছেন।[৯৯]

---

৯৯. পূর্বে আল্লাহ্‌র صفت সমূহ উল্লেখের যৌক্তিকতা সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হয়েছে। এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথম গুণ رب العلمين দ্বারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং প্রতিপালনকে বুঝায়। এ বিষয় দুটো আল্লাহ্‌র জন্য حمد-এর আবশ্যকতা প্রমাণ করে। অর্থাৎ সৃষ্টা এবং পালনকর্তার حمد করা সৃষ্টির অবশ্য কর্তব্য। তাই رب العلمين দ্বারা موجب حمد প্রমাণিত হয়। الرحمن এবং الرحيم এই ইঙ্গিত বহন করে যে, আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের প্রদত্ত নিআমত সমূহ স্বেচ্ছায় এবং অনুগ্রহ স্বরূপ দান করেছেন, বাধ্যতামূলক ভাবে অথবা বান্দার কাজের প্রতিদান হিসেবে দান করেন নি।

আল্লামা বায়যাবী এখানে مختار فيه বলে মু'তাযিলা এবং ফালাসিফা (দার্শনিক)-দের অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন। দার্শনিকগণ আল্লাহ্‌কে অক্ষম এবং নিআমত দানের ক্ষেত্রে বাধ্য ও অসহায় মনে করে। তারা "স্বাভাবিক" শব্দ দ্বারা এ অভিমতকেই প্রকাশ করে থাকে। মু'তাযিলাদের মতে কর্মের ফল স্বরূপ নিআমত প্রদান করা আল্লাহ্‌র জন্য ওয়াজিব। কিন্তু আহলুস্ সুন্নাহ্‌ -এর মতে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে স্বাধীন। তিনি যদি সমগ্র সৃষ্টিকে জান্নাত দান করেন এটা হবে তাঁর অনুগ্রহ। আর যদি সবকে জাহান্নামে প্রবেশ করান-তবে এটা হবে তাঁর ইনসাফ। কোন অবস্থাতেই তাঁর জন্য বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ দিতে বাধ্য এমন দানকারীর কোন প্রশংসা হয় না। অথচ সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট। তাই তিনি সর্ব ব্যাপারে স্বাধীন।

www.pathagar.com

وَالرَّابِعُ لِتَحْقِيقِ الْاِخْتِصَاصِ فَانَّهُ مِمَّا لَا يَقْبَلُ الشَّرِكَةَ فِيهِ وَتَضَمِينُ الْوَعْدِ لِلْحَامِدِينَ وَالْوَعِيدِ لِلْمُعْرِضِينَ -

চতুর্থ গুণটি বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে حمد-কে নির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত করণার্থে। কারণ প্রতিদান দিবসের শাহেনশাহী এমন এক সম্মানিত উপাধী, যা নিজ অস্তিত্বে অংশীবাদিত্ব গ্রহণ করে না।[১০০] আর এর মাধ্যমে যেন প্রশংসাকারীদের পুরস্কারের ওয়াদা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শনকারীদের শাস্তির ভয় প্রতিভাত হয়।[১০১]

"اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" ثُمَّ اَنَّهُ لَمَّا ذُكِرَ الْحَقِيقُ بِالْحَمْدِ وَوُصِفَ بِصِفَاتٍ عِظَامٍ تُمَيِّزُ بِهَا عَنْ سَائِرِ الذَّوَاتِ وَتُعَلَّقُ الْعِلْمُ بِمَعْلُومٍ مُعَيَّنٍ خُوطِبَ بِذَلِكَ اَىْ يَا مَنْ هَذَا شَانُهُ نَخُصُّكَ بِالْعِبَادَةِ وَالْاِسْتِعَانَةِ لِيَكُونَ اَدَلَّ عَلَى الْاِخْتِصَاصِ -

"আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই"। এ যাবত এমন এক সত্তার আলোচনা করা হয়েছে, যিনি প্রকৃত অর্থে প্রশংসার যোগ্য। তাঁকে এমন সব অনন্য সাধারণ গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি সমগ্র সৃষ্টির উপর গৌরবমণ্ডিত। এতে শ্রোতার অনুভূতি এক সুনির্দিষ্ট সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ফলে সেই মহান সত্তাকে উপস্থিত মেনে নিয়ে বলা হয়েছে ঃ হে গৌরবমণ্ডিত মহান সত্তা, উপাসনা এবং সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে আমরা তোমাকেই সুনির্দিষ্ট মনে করি।[১০২] এভাবে غيبت থেকে خطاب-এর দিকে পরিবর্তন করা হয়েছে নির্দিষ্টকরণ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বুঝাবার উদ্দেশ্যে।[১০৩]

১০০. مالك يوم الدين-এটা চতুর্থ বিশেষণঃ এ বিশেষণটি استحقاق حمد -কে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কারণ استحقاق حمد-কে مالك يوم الدين-এর উপর সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ফলে এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, প্রতিদান দিবসের মালিক হওয়ার কারণেও তিনি প্রশংসার যোগ্য হয়েছেন। কেননা এ দিবসের মালিক হওয়ার যোগ্যতা আর কারো নেই। তাই আর কেউ حمد -এর দাবীদার হতে পারে না। বরং একমাত্র আল্লাহ্, যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক তিনিই حمد-এর যথার্থ হকদার।

www.pathagar.com

وَالتَّرَقِّيْ مِنَ الْبُرْهَانِ اِلَى الْعِيَانِ وَالْاِنْتِقَالِ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى الشُّهُوْدِ فَكَانَ الْمَعْلُوْمُ صَارَ عِيَانًا وَالْمَعْقُوْلُ مُشَاهَدًا وَالْغَيْبَةُ حُضُوْرًا -

(এ রূপান্তরের আর একটি কারণ,) এটা যেন প্রমাণ থেকে প্রত্যক্ষে উন্নীত ও অনুপস্থিত থেকে উপস্থিতিতে পরিবর্তন বুঝায়। ফলে যা অন্তরে ছিল, তা যেন সম্মুখে চলে আসল। যা জ্ঞান জগতে বিরাজ করছিল, তা যেন মুখোমুখী হয়ে পড়ল। যা অদৃশ্য ছিল, তা যেন দৃশ্যমান হয়ে গেল।[১০৪]

---

১০১. এ গুণটি বর্ণনার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, এতে প্রশংসাকারীদের পুরস্কারের ওয়াদা রয়েছে। পক্ষান্তরে নাফরমানদের জন্য রয়েছে শাস্তির ভয়। কেননা পুরস্কার এবং শাস্তির দিবসের পূর্ণ মালিকানা তাঁর হাতে থাকবে। ফলে যারা তাঁর হামদ করবে, তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। আর যারা তাঁকে অস্বীকার করবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।

১০২. الحمد لله رب العلمين থেকে مالك يوم الدين পর্যন্ত আল্লাহ্‌র গুণাবলী اسم ظاهر-এর সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। اسماء ظاهرة-حكم-এর ক্ষেত্রে নাম পুরুষ সর্বনাম (ضمير غائب)-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এখানে সম্বোধন করতে গিয়ে اياه نعبد বলাই যথার্থ ছিল। তা না বলে اياك نعبد বলার কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা اسم ظاهر-এর মাধ্যমে নিজকে এমন সব মহান গুণে গুণান্বিত করেছেন, যে সব গুণের কারণে অন্য সকল অস্তিত্ব থেকে তাঁর অস্তিত্ব উন্নত এবং স্বতন্ত্র সত্তার রূপ লাভ করেছে। তাই তিনি একক এবং নির্দিষ্ট হিসেবে প্রকাশ পেয়েছেন। এ নির্দিষ্ট হওয়া যদিও অদৃশ্য এবং বিবেক জনিত বিষয়, তথাপি তা এতই প্রবল এবং গতিশীল হয়েছে যে, একে দৃশ্যমান বিষয়ের অনুরূপ মেনে নিয়ে বলা হয়েছে : يا من هذا شانه.....।

১০৩. تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر والتخصيص—এই নিয়ম অনুসারে اياه نعبد واياه نستعين দ্বারাও غيبوبت অর্থাৎ تخصيص বুঝায়। কিন্তু অধিক تخصيص বুঝায় না। একারণেই মধ্যম পুরুষের সর্বনাম (حاضر -এর ضمير) ব্যবহার করে অধিক تخصيص বুঝানো হয়েছে। আল্লামা বায়যাবী তাঁর বক্তব্য ليكون ادل على الاختصاص দ্বারা এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন।

১০৪. এখানে অনুপস্থিতি থেকে উপস্থিতির (شهود) দিকে মনোযোগ (التفات) আকর্ষণ করার আর একটি কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এ التفات দ্বারা برهان থেকে-عيان-এর দিকে উন্নীত করা হয়েছে। برهان অর্থ দলীল .

www.pathagar.com

بُنِىَ اَوَّلُ الْكَلَامِ عَلٰى مَا هُوَ مَبَادِىْ حَالِ الْعَارِفِ مِنَ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ وَالتَّاَمُّلِ فِىْ اَسْمَائِهٖ وَالنَّظْرِ فِىْ اٰلَائِهٖ وَالْاِسْتِدْلَالِ بِصَنَائِعِهٖ عَلٰى عَظِيْمِ شَانِهٖ وَبَاهِرِ سُلْطَانِهٖ ثُمَّ قُفِّىَ بِمَا هُوَ مُنْتَهٰى اَمْرِهٖ وَهُوَ اَنْ يَّخُوْضَ لُجَّةَ الْوُصُوْلِ وَيَصِيْرَ مِنْ اَهْلِ الْمُشَاهَدَةِ فَيَرَاهُ عِيَانًا وَيُنَاجِيَهٗ شَفَاهًا - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْوَاصِلِيْنَ اِلَى الْعَيْنِ دُوْنَ السَّامِعِيْنَ لِلْاَثَرِ -

বক্তব্য শুরু করা হয়েছে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের (عارف) প্রাথমিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যিকির-ফিকিরে মশগুল থাকা, তাঁর গুণাবলী নিয়ে ধ্যান করা, তাঁর নিদর্শন সমূহের প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলের আলোকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবমণ্ডিত শাহেনশাহীর প্রমাণ উপস্থাপিত করা। এ প্রাথমিক স্তর বর্ণনার পর বর্ণিত হয়েছে عارف-দের সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে। অর্থাৎ প্রভুর মিলন সাগরে অবগাহন করে দর্শন লাভকারিগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। এমতাবস্থায় সে স্বচক্ষে আল্লাহ্‌র দীদার (দর্শন) লাভ করে এবং তাঁর সাথে ভাব বিনিময়ে মগ্ন হয়।[১০৫] হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে সেই ভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাঁরা তোমার দীদার লাভ করেছেন। তাদের অন্তর্ভুক্ত কর না, যারা শুধু তোমার খবর শুনেছে (কিন্তু দেখা পায়নি)।

...বা প্রমাণ। عيان অর্থ স্পষ্ট বা দৃশ্যমান। برهان থেকে عيان-এ উন্নীত হওয়ার পদ্ধতি: যেমন আল্লাহ্‌পাক প্রথমে তাঁর اسم ذات-এর উল্লেখ করার পর مالك يوم الدين পর্যন্ত وصف সমূহের উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি وصف দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব (وجود) সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর اياك نعبد বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখন আর দলীল নয়, বরং সরাসরি عيان-এর দিকে ফিরে এস। এ ক্ষেত্রে যদি اياه نعبد বলা হত তবে শুধু দলীলের মাঝে বিরাজ করতে হত। عيان প্রকাশ পেত না। ফলে خطاب উল্লেখ করার কারণে ترقى من البرهان الى العيان অর্জিত হয়েছে। কবির ভাষায়:

خَيَالُكَ فِىْ عَيْنِىْ وَذِكْرُكَ فِىْ فَمِىْ + وَمَثْوَاكَ فِىْ قَلْبِىْ فَاَيْنَ تَغِيْبُ

"তোমার দর্শনের আমেজ আমার নয়নে, তোমার স্মরণ আমার অন্তরে বিদ্যমান, আর তোমার প্রেমে আমার আত্মা বিদগ্ধ, সুতরাং এখন তুমি কেমন করে হারিয়ে যাবে।"

www.pathagar.com

১০৫. برهان থেকে عيان-এর দিকে উন্নীত হওয়ার বিষয়টি এতক্ষন علماء ظاهر-এর দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে علماء باطن-এর দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে عارف-দের প্রাথমিক পর্যায় ও শেষ পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইল্‌মে মারিফাতের দৃষ্টিতে যারা সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে স্রষ্টার দিকে অগ্রসর হতে চান, তারা তিনটি পর্যায়ভুক্ত ঃ সালেক (سالک), (খ) عارف ও (গ) واصل। سالک-এর প্রাথমিক স্তর শরীআতের বিধি-বিধান পালন করা। আর শেষ স্তর সৎস্বভাব দ্বারা অন্তরাত্মাকে পরিচ্ছন্ন করা। عارف বলা হয় যিনি আল্লাহ্‌র দীদার লাভে সচেষ্ট হন। واصل বলা হয় যিনি আল্লাহ্‌র দীদার লাভের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হন। عارف-দের উন্নত স্তর হচ্ছে واصل-এর প্রাথমিক স্তর। عارف-দের শেষ স্তর আছে, কিন্তু واصل -এর শেষ স্তর নেই। কারণ আরেফদের কাজ হচ্ছে সৃষ্টিকে ছেড়ে স্রষ্টার দিকে অগ্রসর হওয়া। واصل-এর কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর রহস্য সমূহের মাঝে নিমগ্ন থাকা। সৃষ্টির সমাপ্তি আছে ফলে মারিফাতেরও শেষ আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর শেষ নেই। ফলে سير الى الله-এরও শেষ নেই। এ কারণেই غيبوبة দ্বারা عارف-দের প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এবং خطاب দ্বারা বর্ণিত হয়েছে عارف-দের সর্বোচ্চ স্তর। কেননা শেষ স্তর হচ্ছে مشاهدة (দর্শন লাভ), যা خطاب দ্বারাই বুঝান হয়। পক্ষান্তরে প্রথম স্তর হচ্ছে অদৃশ্যের সন্ধান, যা غيبوبت দ্বারা প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ التَّفَنُّنُ فِى الْكَلَامِ وَالْعُدُوْلُ مِنْ اُسْلُوْبٍ اِلٰى اٰخَرَ تَطْرِيَةً لَهٗ وَتَنْشِيْطًا لِلسَّامِعِ فَيُعْدَلُ مِنَ الْخِطَابِ اِلَى الْغَيْبَةِ وَمِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى التَّكَلُّمِ وَبِالْعَكْسِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ" - وَقَوْلِهٖ "وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ" - وَقَوْلُ امْرِءِ الْقَيْسِ : تَطَاوَلَ لَيْلُكَ بِالْاَثْمَدِ + وَنَامَ الْخَلِىُّ وَلَمْ تَرْقُدِ + وَبَاتَ وَبَاتَتْ لَهٗ لَيْلَةً + كَلَيْلَةِ ذِى الْعَائِرِ الْاَرْمَدِ + وَذٰلِكَ مِنْ نَبَاٍ جَاءَنِىْ + وَخُبِّرْتُهٗ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ -

আরবগণ স্বভাবগতভাবেই বক্তব্যের ধারায় নতুনত্ব সৃষ্টি ও শ্রোতাকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কথাবার্তায় রকমারী পন্থা অবলম্বন এবং বক্তব্যকে এক ধারা হতে অন্য ধারায় পরিবর্তন করে থাকে। তাই তারা বাক্যের ধারা মধ্যম পুরুষ হতে নাম পুরুষে এবং নাম পুরুষ হতে উত্তম পুরুষে আবার এর বিপরীত ধারায়ও পরিবর্তন করে থাকে।[১০৬] যেমন আল্লাহ্‌র বাণী : "তোমরা যখন নৌকায় অবস্থান করলে, আর তা তাদেরকে নিয়ে অগ্রসর হল"-(সূরা ইউনুস : ২২)। "সেই আল্লাহ্‌ যিনি বাতাস পরিচালনা করেন, সেই বাতাস মেঘ সঞ্চালিত করে, অতঃপর সেই মেঘমালাকে আমি মৃত জমীনের দিকে পরিচালিত করি"- (সূরা ফাতির : ৯)। কবি ইমরুউল কায়েসের কবিতায় : "হে মোর আত্মা! আসমাদ নামক স্থানে তোমার রাত দীর্ঘ হয়ে গেছে। প্রেমশূন্য অন্তরগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমার ঘুম আসছে না। তুমি বিনিদ্র রজনী যাপন করলে। আর রাত কেটেই গেল। তবে চক্ষু যন্ত্রনাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অস্থিরতার মাঝে। এর মূল কারণ ছিল সেই দুঃসংবাদ, যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে খবর দেয়া হয়েছে যে, (আমার পিতা) আবুল আসওয়াদ মৃত্যু বরণ করেছেন"।[১০৭]

---

১০৬. علم معانى-এর পরিভাষায় এ পরিবর্তনকে التفات বলে। التفات ছয় প্রকার (ক) غيبت থেকে خطاب (খ) غيبت থেকে تكلم (গ) خطاب থেকে غيبت (ঘ) خطاب থেকে تكلم (ঙ) تكلم থেকে خطاب (চ) تكلم থেকে غيبت। গ্রন্থকার ... من الخطاب الى বলে উক্ত ছয় প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

www.pathagar.com

وَإِيَّا ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ وَمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْيَاءِ وَالْكَافِ وَالْهَاءِ حَرْفٌ
زِيدَتْ لِبَيَانِ التَّكَلُّمِ وَالْخِطَابِ وَالْغَيْبَةِ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ كَالتَّاءِ
فِيْ أَنْتَ وَالْكَافِ فِيْ أَرَأَيْتَكَ وَقَالَ الْخَلِيلُ إِيَّا مُضَافٌ إِلَيْهَا وَاحْتَجَّ بِمَا
حَكَاهُ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ "إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ السِّتِّيْنَ فَإِيَّاهُ وَإِيَّا الشَّوَابِّ"
وَهُوَ شَاذٌّ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَقِيْلَ هِيَ الضَّمَائِرُ وَإِيَّا عُمْدَةٌ فَإِنَّهَا لَمَّا فُصِلَتْ
عَنِ الْعَوَامِلِ تَعَذَّرَ النُّطْقُ بِهَا مُفْرَدَةً فَضُمَّ إِلَيْهَا إِيَّا لِتَسْتَقِلَّ بِهِ وَقِيْلَ
الضَّمِيرُ هُوَ الْمَجْمُوعُ وَقُرِئَ أَيَّاكَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَهِيَّاكَ بِقَلْبِهَا هَاءً -

ايا শব্দটি ضمير منفصل। এর সাথে সংযোজিত يا ও ك এবং هاء এগুলো অব্যয় (حرف)। تكلم ও خطاب এবং غيبة বুঝাবার উদ্দেশ্যে এগুলোকে সংযোজন করা হয়েছে। এসবের কোন محل اعراب নেই। যেমন ارأيتك-এর ك এবং انت-এর ت-এর জন্য কোন محل اعراب নেই। ব্যাকরণবিদ খলীলের মতে ايا-কে এগুলোর দিকে সম্বন্ধযুক্ত (اضافت) করা হয়েছে। তিনি তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে আরবের জনৈক ব্যক্তির এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন : "কোন পুরুষ ষাট বৎসরে পদার্পণ করলে যুবতী মহিলাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা এবং যুবতীদেরকে নিজের সংস্পর্শ হতে দূরে রাখা বাঞ্ছনীয়।" কিন্তু এটি বিরল দৃষ্টান্ত, এর উপর নির্ভর করা যায় না। কেউ কেউ বলেছেন, এগুলো এক একটি সর্বনাম আর ايا হচ্ছে এগুলোর বাহন। কারণ সর্বনামকে কার্যকারণ (عامل) থেকে পৃথক করার পর পাঠ করা দুঃসাধ্য। তাই স্বতন্ত্র রূপদানের উদ্দেশ্যে ايا-কে এগুলোর সাথে সংযোজন করা হয়েছে।[১০৮] কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলোর উভয় অংশ মিলে এক একটি সর্বনাম (ضمير)। اياك পাঠের ক্ষেত্রে কেউ কেউ همزة-কে জবর দিয়ে اياك আবার কারো কারো মতানুসারে همزة-কে ه দ্বারা পরিবর্তন করে هياك পাঠ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

وَالْعِبَادَةُ اَقْصٰى غَايَةِ الْخُضُوْعِ وَالتَّذَلُّلِ وَمِنْهُ طَرِيْقٌ مُعَبَّدٌ اَىْ مُذَلَّلٌ وَثَوْبٌ ذُوْ عَبَدَةٍ اِذَا كَانَ فِىْ غَايَةِ الصَّفَاقَةِ وَلِذٰلِكَ لَا تُسْتَعْمَلُ اِلَّا فِى الْخُضُوْعِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِسْتِعَانَةُ طَلَبُ الْمَعُوْنَةِ وَهِىَ اِمَّا ضَرُوْرِيَّةٌ اَوْ غَيْرُهَا وَالضَّرُوْرِيَّةُ مَالَا يَتَاَتّٰى الْفِعْلُ دُوْنَهُ كَاقْتِدَارِ الْفَاعِلِ وَتَصَوُّرِهٖ وَحُصُوْلِ اٰلَةٍ وَمَادَّةٍ يَفْعَلُ بِهَا فِيْهَا وَعِنْدَ اِسْتِجْمَاعِهَا يُوْصَفُ الرَّجُلُ بِالْاِسْتِطَاعَةِ وَيَصِحُّ اَنْ يُكَلَّفَ بِالْفِعْلِ وَغَيْرُ الضَّرُوْرِيَّةِ تَحْصِيْلُ مَا يَتَيَسَّرُ بِهِ الْفِعْلُ

---

১০৭. প্রথম আয়াতে خطاب—كنتم থেকে غيبت—بهم-এর দিকে التفات করা হয়েছে। ২য় আয়াতে غيبة—ارسل থেকে تكلم—فسقناه-এর দিকে التفات করা হয়েছে। ইমরুউল কায়েসের পিতার মৃত্যু সংবাদে শোকগাথা হিসেবে উল্লেখিত কবিতার প্রথম শ্লোকে خطاب, ২য় শ্লোকে غيبت এবং ৩য় শ্লোকে تكلم-এর দিকে التفات করা হয়েছে।

১০৮. اياك সম্পর্কে ব্যাকরণের (علم نحو) দৃষ্টিকোণ থেকে চারটি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। (ক) খলীল ছাড়া বসরার অন্যান্য ব্যাকরণবিদের অভিমত (খ) খলীলের অভিমত। তিনি আরবদের একটি প্রবাদ বাক্য......اذا بلغ الرجل উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, ايا—ضمير منفصل-কে الشراب—اسم ظاهر-এর দিকে اضافت করা হয়েছে। অত্র তাফসীরকার এ অভিমত "বিরল ও অনির্ভরযোগ্য" বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (গ) কুফার ব্যাকরণবিদদের মতে ضربنى اياى বাক্যে اياى-এর ى—ضربنى-এর مفعول। অনুরূপভাবে اياك-এর "ك" এবং اياه-এর "ه" যথাক্রমে ضربك এবং ضربه-এর مفعول। এদের থেকে ضرب পৃথক হওয়ার পর এগুলোর উচ্চারণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ায় ايا-কে এদের বাহন হিসেবে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। এ অভিমত খণ্ডন করে বলা হয়েছে ى—ك ও ه থেকে তাদের বাহন ايا বড় হওয়ার কারণে এটা গ্রহণযোগ্য অভিমত হতে পারে না। (ঘ) কোন কোন ব্যাকরণবিদের মতে এগুলো মূলতঃ একের ভিতরে দুই। অর্থাৎ এগুলো مركب নয় বরং مفرد। এছাড়া আরও দুটি অভিমত উল্লেখ রয়েছে: (ক) اياك (খ) هياك।

www.pathagar.com

وَيُسَهِّلُ كَالرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ لِلْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ أَوْ يُقَرِّبُ الْفَاعِلَ إِلَى الْفِعْلِ وَيُحَبِّبُهُ عَلَيْهِ وَهٰذَا الْقِسْمُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ التَّكْلِيفِ وَالْمُرَادُ طَلَبُ الْمَعُونَةِ فِي الْمُهِمَّاتِ كُلِّهَا أَوْ فِي أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ -

ইবাদত (عبادة)-শব্দের অর্থ চরম বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। এ হিসেবেই লাঞ্ছিত ও পদদলিত রাস্তাকে طريق معبد বলে। একইভাবে, মজবুত করে বোনা কাপড়কে ثوب ذو عبدة বলা হয়।[২০৯] চরম বিনয় ও নম্রতার অর্থ সম্বলিত হওয়ার কারণেই ইবাদত শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট বিনয় প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। استعانة সাহায্য প্রার্থনা করা। সাহায্য কখনও অত্যাবশ্যকীয় হয়, আবার কখনও তা হয় না। যে সাহায্যের উপর কর্মের অস্তিত্ব নির্ভর করে তাকে معونة ضرورية (আবশ্যিক সাহায্য) বলে। যেমন কার্য সম্পাদনকারীর শক্তি থাকা ও কার্য সম্পর্কে সুষ্ঠ ধারণার অধিকারী হওয়া। এ অবশ্যম্ভবী উপকরণ সমূহ বিদ্যমান থাকার পরেই কোন ব্যক্তিকে কার্য সম্পাদনে সক্ষম বলা যায়। আর তাকে শরীআতের হুকুম পালনে বধ্য করা বৈধ হবে। সে সব বস্তু ব্যক্তির কার্য সমাধানের পথ সহজ করে দেয় মাত্র। যেমন হেটে চলতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা হওয়া। একে معونة غير ضرورية বলে। এ ছাড়া কার্য সম্পাদনকারীকে তার কার্যের কাছাকাছি করে দেয় এবং কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে, এমনসব বিষয়কেও معونة غير ضرورية বলে। এ বিষয়গুলো কারো مكلف হওয়ার জন্য পুর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত নয়। আল্লাহ্‌র বাণী إياك نستعين-বাক্য দ্বারা সমগ্র জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। অথবা শুধু ইবাদত সম্পাদনার ক্ষেত্রে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

---

২০৯. معبد অর্থ লাঞ্ছিত। সাধারণভাবে পদদলিত বস্তুকে লাঞ্ছিত মনে করা হয়। সুতরাং যে রাস্তা পদদলিত হতেই থাকে তাকে طريق معبد বলে। অনুরুপভাবে যে কাপড় মজবুত হওয়ার কারণে সহজে ছিড়েনা তা যত্রতত্র ব্যবহৃত হয়। ফলে একেও ثوب ذو عبدة বলে। সুতরাং যে অবহেলিত, সেই লাঞ্ছিত আবার সেই হয় নম্র এবং বিণীত। আর এ নম্র ও বিণীত হওয়াকেই বলা হয় ইবাদত। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ আয়াতের সাহায্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং জাবারিয়া (جبرية) ও কাদারিয়াদের (قدرية) অভিমত খণ্ডিত হয়েছে। জাবারিয়াদের মতে ইচ্ছা এবং কর্মে বান্দার কোন স্বাধীনতা নেই। বরং তারা সম্পূর্ণ জড় পদার্থের ন্যায়। তারা যা করে...

www.pathagar.com

وَالضَّمِيْرُ الْمُسْتَكِنُّ فِى الْفِعْلَيْنِ لِلْقَارِئِ وَمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْحَفَظَةِ وَحَاضِرِىْ صَلٰوةِ الْجَمَاعَةِ اَوْ لَهُ وَلِسَائِرِ الْمُوَحِّدِيْنَ اَدْرَجَ عِبَادَتَهُ فِىْ تَضَاعِيْفِ عِبَادَتِهِمْ وَخَلَطَ حَاجَتَهُ بِحَاجَتِهِمْ لَعَلَّهَا تُقْبَلُ بِبَرَكَتِهَا وَتُجَابُ الْبَيْهَا وَلِهٰذَا شُرِعَتِ الْجَمَاعَةُ ـ

نعبد এবং **نستعين** ক্রিয়াপদ দু'টির উহ্য সর্বনাম (**ضمير**) পাঠক এবং তাঁর হেফাজতকারী ফেরেশতা ও জামাআতে উপস্থিত মুসল্লীগণকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। অথবা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠক এবং সমস্ত মুমিনকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। এভাবে পাঠক নিজের ইবাদতকে সকল মুসল্লী মুমিনের ইবাদতের সাথে মিলিয়ে দেয় এবং নিজের কামনা-বাসনাকে তাদের কামনা-বাসনার সাথে একাকার করে দেয়। ফলে আশা করা যায় যে, তাদের ইবাদতের উছিলাতেই নিজের ইবাদত কবুল হয়ে যাবে এবং নিজের প্রয়োজন তাদের প্রার্থনার উছিলায় পূরণ হয়ে যাবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইসলামী শরীআতে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।[১১০]

...তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় করতে বাধ্য। কাদারিয়াদের মতে মানুষ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন। এতে আল্লাহ্‌র কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের অভিমত এ দুয়ের ঠিক মাঝামাঝি। তাদের মতে বান্দাকে ইচ্ছা ও কর্মের সীমিত স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কর্মফলের সৃষ্টি-কর্তা আল্লাহ। এখানে **اياك نعبد**—আয়াতে ইবাদতকে বান্দার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, ইবাদত বান্দার তরফ থেকে হয়ে থাকে। ফলে বান্দা নিষ্ক্রিয় বা জড় সমতুল্য নয়। এতে জাবরিয়াদের মতবাদ খণ্ডিত হয়েছে। এরপর **اياك نستعين** দ্বারা কাদারিয়াদের মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে। কারণ এর দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, ইবাদতের পূর্ণতা বা ফলপ্রাপ্তি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সাথে সাথে এ আয়াতের মাধ্যমে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের আকীদা সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১১০. **نعبد** এবং **نستعين** বহুবচনের ক্রিয়াপদ। সাধারণভাবে একক ব্যক্তি নিজের উচ্চ মর্যাদা এবং বড়ত্ব বুঝানোর উদ্দেশ্যে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এখানে তো বড়ত্ব প্রকাশের স্থান নয়। বরং বিনয় প্রকাশের স্থান। অতএব বহুবচনের সর্বনাম (**ضمير**) ব্যবহারের কারণ কি? এর উত্তরে ..

www.pathagar.com

وَقُدِّمَ الْمَفْعُوْلُ لِلتَّعْظِيْمِ وَالْاِهْتِمَامِ بِهٖ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْحَصْرِ وَلِذٰلِكَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) مَعْنَاهُ نَعْبُدُكَ وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ وَتَقْدِيْمُ مَا هُوَ مُقَدَّمٌ
فِى الْوُجُوْدِ وَتَنْبِيْهٌ عَلٰى اَنَّ الْعَابِدَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّكُوْنَ نَظَرُهٗ اِلَى الْمَعْبُوْدِ
اَوَّلًا وَبِالذَّاتِ وَمِنْهُ اِلَى الْعِبَادَةِ لَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا عِبَادَةٌ صَدَرَتْ
عَنْهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا نِسْبَةٌ شَرِيْفَةٌ اِلَيْهِ وَوُصْلَةٌ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْحَقِّ-

আল্লাহ্ পাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও ইবাদতকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে مفعول—(اياك) পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) اياك نعبد-এর অর্থ প্রসংগে বলেছেন ঃ "আমরা তোমার ইবাদত করি, তুমি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি না।" এ ছাড়া সৃষ্টিগত দিক হতে যে অস্তিত্ব সবার আগে, বাস্তব ক্ষেত্রেও তাঁকে আগে রাখার উদ্দেশ্যে اياك প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। اياك প্রথমে উল্লেখ করার আর একটি কারণ ইবাদতকারীকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া, যেন ইবাদতের সূচনাতেই তাঁর দৃষ্টি সরাসরি মা'বূদের সত্তার প্রতি নিবদ্ধ থাকে। অতঃপর মা'বূদ থেকে ইবাদতের দিকে সম্প্রসারিত হবে, তবে এ ধারণা নিয়ে নয় যে, এটা তাঁরই উদ্ভাবিত একটি ইবাদত। বরং তার ধারণা এমন হবে যে, এটা মাওলার সাথে সম্পর্কিত এক পবিত্র সূত্র। আর আবেদ ও মা'বূদের মাঝে এক অবিচ্ছেদ্য সেতু বন্ধন।[১১১]

...বলা হয়েছে যে, পাঠকের দু'টি অবস্থা হতে পারে। নামাযের বাইরের পাঠক আর নামাযের ভিতরের পাঠক। নামাযের বাইরে হলে نعبد এবং نستعين দ্বারা নিজকে এবং মুমিন ফেরেশতা ও মানুষকে শামিল করেছে। আর নামাযের মাঝে একাকী হলে নিজকে এবং হেফাজতকারী ফেরেশতাকে শামিল করেছে। জামাআতের সাথে হলে নিজকে, হেফাজতকারী ফেরেশতা ও মুসল্লীগণকে শামিল করেছে। সুতরাং সর্বাবস্থার জন্য বহুবচনের সর্বনাম ব্যবহার যথার্থ হয়েছে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, جمع كثرت-এর ضمير ব্যবহারের পিছনে কি হিক্মত নিহিত আছে? উত্তরে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের ইবাদত সমষ্টির ইবাদতে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছে। যাতে আল্লাহ্র দরবারে সবার ইবাদত কবুল হয়ে যায়। ব্যক্তি বিশেষের ইবাদত ত্রুটিপূর্ণ হলেও যেন আল্লাহ্র দরবারে প্রত্যাখ্যাত না হয়। কারণ মহান আল্লাহ্র দরবার হতে কিছু কবুল হয়ে আবার কিছু ফিরে আসার কল্পনা করা যায় না। এ কারণেই সকলের ইবাদত যৌথভাবে পেশ করার উদ্দেশ্যে ইসলামী শরীআতের বিধান মোতাবেক জামাআতের সাথে নামায আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

www.pathagar.com

فَانَّ الْعَارِفَ انَّمَا يَحِقُّ وُصُوْلُهُ اِذَا اسْتَغْرَقَ فِيْهِ فِيْ مُلَاحَظَةِ جَنَابِ الْقُدْسِ وَغَابَ عَمَّا عَدَاهُ حَتّٰى اَنَّهُ لَا يُلَاحِظُ نَفْسَهُ وَلَا حَالًا مِنْ اَحْوَالِهَا اِلَّا مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مُلَاحَظَةٌ لَهُ وَمُنْتَسِبَةٌ اِلَيْهِ وَلِذٰلِكَ فُضِّلَ مَا حَكَى اللّٰهُ عَنْ حَبِيْبِهِ حَيْثُ قَالَ "لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا" عَلٰى مَا حَكَاهُ عَنْ كَلِيْمِهِ حَيْثُ قَالَ "اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ-"

عارف তখনি সার্থক واصل-এর স্তরে পৌঁছতে পারে, যখন সে আল্লাহ্ ছাড়া আর সব কিছু হতে অন্তর্হিত হয়ে পবিত্র সত্তার সান্নিধ্যে আপন সত্তাকে বিলীন করে দেয়। এমন কি স্বীয় আত্ম চেতনা হতেও মুক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় যদি কিছু মাত্র আত্মোপলব্ধি বিদ্যমান থাকে তবে তাও শুধু আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের সূত্র স্বরূপ তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত থাকবে। এ কারণেই আল্লাহ্ পাকের ভাষায় উদ্ধৃত তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (স)-এর لا تحزن ان الله معنا উক্তিটিকে হযরত মূসা (আ)-এর ان معى ربى سيهدين উক্তি অপেক্ষা অধিক ফযীলাত দান করা হয়েছে।[১১২]

---

১১১. اياك শব্দটি نعبد শব্দের مفعول। নিয়ম মোতাবেক عامل পূর্বে এবং معمول পরে থাকে। এখানে مفعول—اياك অর্থাৎ معمول পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অত্র তাফসীরকার এর পাঁচটি কারণ বর্ণনা করেছেন। যেমন :— (ক) মহান আল্লাহ্র প্রতি সম্মান প্রদর্শন, (খ) সৃষ্টিকর্তার মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ, (গ) ইবাদত-কে আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করা, (ঘ) অস্তিত্বের দিক হতে যিনি আগে, বাস্তবে তাঁকেই আগে রাখা, (ঙ) ইবাদতের সূচনাতেই ইবাদতকারীর দৃষ্টি মা'বূদের দিকে নিবদ্ধ করা।

১১২. اياك পূর্বে উল্লেখের পঞ্চম কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে এখানে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের প্রকৃতরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে। পরিশেষে দু'টি আয়াতের মাঝে আল্লাহ্র সান্নিধ্যের তুলনা দেখানো হয়েছে। প্রথম আয়াতটি মহানবী (স) –এর হিজরতের সময় সাওর পর্বতের গুহায় অবস্থান কালে শত্রুরা যখন গুহার একান্ত কাছে পৌঁছেছিল, তখন প্রিয় নবী (স) তাঁর একমাত্র সাথী হযরত আবূ বাক্র (রা)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "বিচলিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের...

www.pathagar.com

وَكَرَّرَ الضَّمِيْرَ لِلتَّنْصِيْصِ عَلَى اَنَّهُ الْمُسْتَعَانُ بِهِ لَا غَيْرِ وَقَدَّمَتْ الْعِبَادَةَ عَلَى الْاِسْتِعَانَةِ لِيَتَوَافَقَ رُؤُوْسَ الْآيِ وَيُعْلَمُ مِنْهُ اَنَّ تَقْدِيْمَ الْوَسِيْلَةِ عَلَى طَلَبِ الْحَاجَةِ اَدْعٰى اِلَى الْاِجَابَةِ ـ

O اياك نعبد واياك نستعين-এখানে اياك সর্বনামকে পুনরুল্লেখ করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেখা হয়েছে যে, সাহায্য প্রদানের যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট। তিনি ছাড়া আর কারো এ যোগ্যতা নেই।[১১৩] اياك نعبد واياك نستعين-এখানে عبادت-কে استعانة-এর পূর্বে আনা হয়েছে আয়াতের অন্তমিল রক্ষার জন্য এবং এ শিক্ষা দানের জন্য যে, প্রার্থনার পূর্বে কিছু উছিলা পেশ করা প্রার্থনা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক।[১১৪]

...সাথেই রয়েছেন" —(সূরা তওবা : ৪০)। দ্বিতীয় আয়াতটি হযরত মূসা (আ) -এর বক্তব্য। ফিরাউনের কবল হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর অনুগামীদের সহ লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছে তাদেরকে সান্তনা দেয়ার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ) বলেছিলেন, "আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন, তিনিই আমার পথের সন্ধান দেবেন"—(সূরা শুআরা : ৬২)। উভয় আয়াতে معية বা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য প্রমাণিত হয়। তবে প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌র নাম শুরুতে আনা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতে معى দ্বারা নিজের অস্তিত্বকে পূর্বে রাখা হয়েছে এবং ربى পরে বলা হয়েছে। এ কারণেই معية-এর ক্ষেত্রে প্রথম আয়াতকে অপেক্ষাকৃত উত্তম বলা হয়েছে।

১১৩. এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে اياك সর্বনামকে পুনরুল্লেখ না করে اياك نعبد ونستعين বললেই عبادت এবং استعانة-কে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্টকরণ বুঝানো যেত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, সর্বনাম পুনরুল্লেখ না করা হলেও সমষ্টিগতভাবে মা'বূদ ও সাহায্যকারী হওয়া আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্টকরণ বুঝান যেত। তবে এর সাথে সাথে এ গুণ দু'টি পৃথক পৃথকভাবে অন্যের জন্য হওয়ার সন্দেহ থেকে যেত। কিন্তু সর্বনাম পুনরুল্লেখ করার ফলে এগুণ দু'টি স্বতন্ত্রভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১১৪. ইবাদত বান্দার কাজ আর "ইস্তেআনাত" আল্লাহ্‌র কাজ। এ হিসেবে "ইস্তেআনাত" পূর্বে এবং ইবাদত পরে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ আল্লাহ্‌র কাজ সর্বাবস্থায় পূর্বে হয়। এ ছাড়া "ইস্তেআনাত" হচ্ছে সকল কাজে আল্লাহ্‌র...

www.pathagar.com

وَأَقُوْلُ لَمَّا نَسَبَ الْمُتَكَلِّمُ الْعِبَادَةَ اِلٰى نَفْسِهٖ اَوْهَمَ ذٰلِكَ تَبَجُّحًا وَاعْتِدَادًا مِّنْهُ بِمَا يَصْدُرُ عَنْهُ فَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهٖ "وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ" لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّ الْعِبَادَةَ اَيْضًا مِمَّا لَا يَتِمُّ وَلَا يَسْتَتِبُّ لَهٗ اِلَّا بِمَعُوْنَةٍ مِّنْهُ وَتَوْفِيْقٍ وَقُدِّمَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَالْمَعْنٰى نَعْبُدُكَ مُسْتَعِيْنِيْنَ بِكَ وَقُرِئَ بِكَسْرِ النُّوْنِ فِيْهِمَا وَهِىَ لُغَةُ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَاِنَّهُمْ يَكْسِرُوْنَ حُرُوْفَ الْمُضَارَعَةِ سِوَى الْيَاءِ اِذَا لَمْ يَنْضَمَّ مَا بَعْدَهَا ـ

আমার ধারণা এই যে, পাঠক যখন نعبد বলে ইবাদতকে নিজের সাথে সম্পর্কিত করে, তখন তার মনে এক উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং নিজের ইবাদতের গাম্ভীর্য তার মনে সংশয়ের উদ্রেক করে। ফলে এর সাথেই আল্লাহ্ পাক— ايّاك نستعين বাক্যটি যোগ করে আবেদকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ইবাদতও এমন একটি বিষয়, যা আল্লাহ্র ইচ্ছা এবং সাহায্য ছাড়া পূর্ণ ও বিশুদ্ধ হতে পারে না।[১১৫] কেউ কেউ বলেছেন, واياك نستعين-এর واو অক্ষর অবস্থা বাচক (حالية)। ফলে আয়াতের অর্থ হবে نعبدك مستعينين بك (হে প্রভু! আমরা তোমারই ইবাদত করি এমতাবস্থায় যে, তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি)। কেউ কেউ نعبد এবং نستعين-এর نون-কে জের দিয়ে পড়েছেন। এটা বনূ তামীমের কিরাআত। কারণ তারা ى ছাড়া علامت مضارع -এর অন্যান্য অক্ষরগুলোকে পরের অক্ষরে "পেশ" না থাকলে "জের" দিয়ে পাঠ করে।

.....সাহায্য প্রার্থনা করা। তাই ইবাদতের জন্যও সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন রয়েছে। এ দিক থেকেও ইস্তেআনাত ইবাদতের পূর্বে উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। তবুও ইবাদতকে ইস্তেআনাতের পূর্বে উল্লেখ করা হল কেন? এর উত্তরে অত্র তাফসীরকার বলেছেন: (ক) আয়াতের শেষে মিল রাখার জন্য, যেমন نستعين علمين مستقيم। (খ) সাহায্য চাওয়ার পূর্বে কিছু উছিলা পাঠান প্রর্থনা কবুলের সহায়ক। তাই তাঁর ইবাদত করে তারপর তাঁর দরবারে সাহায্য চাওয়া উত্তম।

১১৫. نستعين-কে نعبد-এর পরে উল্লেখ করার তৃতীয় কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে কাযী বায়যাবী বলেছেন, বান্দা যখন ইবাদতের মত বিশাল কাজকে নিজের সাথে সম্পর্কিত করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মনে অহংকারের ভাব দেখা দিতে পারে। ঠিক এ সময় نستعين শব্দটির উল্লেখ দ্বারা তাকে অসহায় প্রমাণ করে অহংকারমুক্ত, বিনয়ী, নম্র ও আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা দান করা হয়।

www.pathagar.com

"اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" بَيَانٌ لِلْمَعُونَةِ الْمَطْلُوبَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ كَيْفَ أُعِينُكُمْ فَقَالُوا "اهْدِنَا" أَوْ إِفْرَادٌ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ -

"আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।" এর পূর্বের আয়াতে نستعين দ্বারা যে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে, এটা তারই বর্ণনাসূচক আয়াত। বিষয়টি এমন, যেন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রশ্ন করছেন, আমি তোমাদের কিভাবে সাহায্য করব? এর উত্তরে বান্দা বলছে, হে আমাদের প্রভু! আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। অথবা نستعين-এর মাঝে বহুবিধ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। এখানে তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের কথা পৃথকভাবে কামনা করা হয়েছে।[১১৬]

وَالْهِدَايَةُ دَلَالَةٌ بِلُطْفٍ وَلِذٰلِكَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى "فَاهْدُوهُمْ إِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيمِ" عَلَى التَّهَكُّمِ وَمِنْهُ الْهَدِيَّةُ وَهَوَادِي الْوَحْشِ لِمُقَدَّمَاتِهَا وَالْفِعْلُ مِنْهُ هَدَا وَأَصْلُهُ أَنْ يُعَدّٰى بِاللَّامِ أَوْ إِلٰى فَحُمِلَ سَعْدٌ مُعَامَلَةَ اخْتَارَ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى "وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهُ" -

হিদায়াত (هداية) অর্থ আনুগত্যের উপকরণ সমূহ সৃষ্টি করে পথ প্রদর্শন করা।[১১৭] এ কারণেই هداية শব্দটি শুধু ভাল কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্র বাণী: "তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাও"—(সূরা আস্-সাফ্ফাত: ২৩) —এখানে উপহাসের স্থলে هداية শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।[১১৮] هدية এবং هوادى الوحش—শব্দ দু'টি هداية থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।[১১৯] هداية-এর অতীত ক্রিয়াপদ হবে هدى। মূলতঃ এটা لام অথবা الى দ্বারা সকর্মক (متعدى) হয়। কিন্তু এখানে واختار موسى قومه—(আ'রাফ: ১৫৫) আল্লাহ্র এ বাণীতে اختار-এর অনুরূপ নিয়ম অবলম্বন করা হয়েছে।[১২০]

---

১১৬. এখানে পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের যোগসূত্র বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারের মতে এটা جملة مستانفة। অর্থাৎ বান্দার সাহায্য প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র প্রশ্নের জবাবে এ আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ হিসেবে এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের بيان। بيان এবং مبين-এর মাঝে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার কারণে দু'টি আয়াতকে পরস্পরের...

www.pathagar.com

وَهِدَايَةُ اللهِ تَتَنَوَّعُ اَنْوَاعًا لَا يُحْصِيْهَا عَدٌّ لٰكِنَّهَا تَنْحَصِرُ فِىْ اَجْنَاسٍ مُتَرَتِّبَةِ الْاَوَّلِ اِفَاضَةُ الْقُوَى الَّتِىْ بِهَا يَتَمَكَّنُ الْمَرْءُ مِنَ الْاِهْتِدَاءِ اِلٰى مَصَالِحِهٖ كَالْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْحَوَاسِّ الْبَاطِنَةِ وَالْمَشَاعِرِ الظَّاهِرَةِ وَالثَّانِىْ نَصْبُ الدَّلَائِلِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالصَّلَاحِ وَالْفَسَادِ وَاِلَيْهِ اَشَارَ حَيْثُ قَالَ "وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ" وَقَالَ "فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى" وَالثَّالِثُ الْهِدَايَةُ بِاِرْسَالِ الرُّسُلِ وَاِنْزَالِ الْكُتُبِ وَاِيَّاهَا عُنِىَ بِقَوْلِهٖ "وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا" وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ" -

---

.....প্রতি عطف করা হয়নি। কারো কারো মতে اهدنا الصراط المستقيم এটা جملة مستقلة। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সমগ্র অনুগ্রহের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ অনুগ্রহকে এখানে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ হিসেবে প্রথম বাক্যটি خبر এবং দ্বিতীয় বাক্যটি انشاء। তাই দু'টি বাক্য সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ায় মাঝখানে حرف عطف গ্রহণ করা হয়নি।

১১৭. هدايت শব্দের অর্থ রাস্তা দেখান। لطف-শব্দের অর্থ خلق ما يقرب العبد الى الطاعة অর্থাৎ আনুগত্যের উপকরণ সমূহ সৃষ্টি করা।

১১৮. কারো কারো মতে এখানে هدايت-কে تقديم-এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব فاهدوهم অর্থ قدموهم (তাদেরকে জাহান্নামের দিকে বাড়িয়ে দাও)।

১১৯. هديه অর্থ উপহার। উপহার ভালবাসার পথপ্রদর্শক। এ হিসেবে هديه-কে هدايت থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। هوادى الوحش বলা হয় বন্য পশুদের অগ্রবর্তী জন্তুকে। অগ্রগামী জন্তু তার অনুগামীদেরকে পথ দেখায়। তাই এতেও هدايت-এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র হেদায়েত বিভিন্ন প্রকার। এর সংখ্যা গনণা করা সম্ভব নয়। তবে এটা নিয়মতান্ত্রিকভাবে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। এর প্রথম স্তর হচ্ছে মানুষের মাঝে এমন সব ক্ষমতা সঞ্চারিত করা, যার সাহায্যে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। যেমন জ্ঞানের পরিপক্কতা, বিবেকের সুস্থতা ও ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা। দ্বিতীয় হচ্ছে এমন সব প্রমাণ পেশ করা, যার সাহায্যে ন্যায় ও অন্যায়, কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য সূচীত হয়। আল্লাহ পাক "অতএব আমরা তাকে উভয় পথ দেখিয়েছি"—(সূরা আল-বালাদ ঃ ১০) এবং "অতএব আমরা তাদেরকে নির্ভুল পথ দেখালাম, কিন্তু তারা পথ দেখার পরিবর্তে অন্ধ হয়ে থাকাই পসন্দ করল" —(সূরা হা-মীম সিজদা ঃ ১৭) —আয়াতদ্বয়ের মাঝে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তৃতীয় স্তর হচ্ছে রাসূলগণকে পাঠিয়ে এবং কিতাব নাযিল করে সত্য পথ প্রদর্শন করা। আল্লাহ্‌র বানী ঃ "এবং আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়ে দিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে হেদায়েত দান করছিল"—(সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৩) এবং "এই কুরআন সেই পথ দেখায়—যা পুরাপুরি সোজা ও ঋজু"—(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯)—দ্বারা হেদায়েতের স্তরকে বুঝান হয়েছে।[১২১]

---

১২০. علم الصرف (শব্দ প্রকরণ)-এর নিয়ম মোতাবেক هدايت শব্দটি باب ضرب يضرب—فعل ناقص থেকে এর فعل ماضى হয় هدى। গঠনমূলের দিক থেকে এটা لام অথবা الى দ্বারা متعدى হয়। কিন্তু এখানে صلة উহ্য (حذف) করে সরাসরি متعدى করা হয়েছে। যেমন واختار موسى قومه আয়াতে من উহ্য করে اختار শব্দটি সরাসরি তার مفعول—قومه-এর দিকে متعدى করা হয়েছে। আয়াতটি মূলে واختار موسى من قومه ছিল।

১২১. এখানে হেদায়াতের স্তরসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। স্তরগুলো পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন প্রথম স্তর হচ্ছে বান্দাকে সত্য এবং সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষমতা দেয়া। কিন্তু সত্য ও নির্ভুলের সাথেই থাকে মিথ্যা ও ভ্রান্তি। ফলে সত্য-মিথ্যা ভুল-শুদ্ধ, ও ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। হেদায়াতের দ্বিতীয় স্তরে সেই যোগ্যতার কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আমি মানুষকে ভাল এবং মন্দ পথের হেদায়েত দান করেছি।" অর্থাৎ উভয় পথের মাঝে পার্থক্য করার মত প্রমাণাদি পেশ করেছি। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আমি ছামূদ জাতিকে সত্য পথ প্রদর্শন করেছি, কিন্তু তারা সে পথ হতে দূরে থেকেছে।" এখানেও সত্য এবং মিথ্যাকে অনুধাবন করার মত বাস্তব দলীলের উল্লেখ করা হয়েছে। হেদায়াতের তৃতীয় স্তরে নবী ও কিতাব প্রেরণের মাধ্যমে হেদায়াতের কথা বলা হয়েছে। কারণ ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা অনেক সময় ব্যক্তিগত যোগ্যতার সাহায্যে নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। ফলে তৃতীয় স্তরের হেদায়াত বা নবী এবং কিতাব পাঠিয়ে এ জটিলতা দূর করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আমি নবীগণকে এ জন্য অনুকরণ যোগ্য বানিয়েছি যে, তারা আমার নির্দেশ মোতাবেক মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে"। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "নিশ্চয়ই কুরআন এমন পথের সন্ধান দেয় যা প্রকৃতই সরল সঠিক পথ"। এ দুটো আয়াতই হেদায়াতের তৃতীয় স্তরের স্পষ্ট অর্থ বহন করে।

www.pathagar.com

وَالرَّابِعُ اَنْ يَكْشِفَ عَلٰى قُلُوْبِهِمُ السَّرَائِرَ وَيُرِيَهُمُ الْاَشْيَاءَ كَمَا هِىَ بِالْوَحْىِ اَوْ بِالْاِلْهَامِ وَالْمَنَامَاتِ الصَّادِقَةِ وَهٰذَا قِسْمٌ يَخْتَصُّ بِنَيْلِهِ الْاَنْبِيَاءُ وَالْاَوْلِيَاءُ وَاِيَّاهُ عَنٰى بِقَوْلِهِ "اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ" وَقَوْلِهِ "وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا"۔

হেদায়াতের ৪র্থ স্তর হচ্ছে মানুষের অন্তরে সৃষ্টির গোপন রহস্য সমূহ উদ্ঘাটন করা এবং বস্তুসমূহের তথ্যাদি প্রকাশ করা। এ বিষয়গুলো ওহী বা ইলহাম অথবা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে হতে পারে। অবশ্য হেদায়াতের এ চতুর্থ স্তর আম্বিয়া ও আওলিয়ার জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "ঐ সব লোক—যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন—তাদের পথ অনুসরণ কর"—(সূরা আনআম ঃ ৯০) এবং "আর যারা আমাদের পথে চেষ্টা-সাধনা করবে—আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করব"—(সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯) দ্বারা হেদায়াতের এ স্তরকেই বুঝান হয়েছে।[১২২]

فَالْمَطْلُوْبُ اِمَّا زِيَادَةُ مَا مُنِحَهُ مِنَ الْهُدٰى وَالثَّبَاتُ عَلَيْهِ اَوْ حُصُوْلُ الْمَرَاتِبِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَيْهِ فَاِذَا قَالَهُ الْعَارِفُ الْوَاصِلُ عُنِىَ بِهِ اَرْشِدْنَا طَرِيْقَ السَّيْرِ فِيْكَ لِيَسْتَمْحُوَ عَنَّا ظُلُمَاتِ اَحْوَالِنَا وَتُمِيْطَ غَوَاشِىَ اَبْدَانِنَا لِنَسْتَضِىءَ بِنُوْرِ قُدْسِكَ فَنَرَاكَ بِنُوْرِكَ۔

আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী বান্দার—"আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত কর" বলার তাৎপর্য হচ্ছে তার প্রাপ্ত হেদায়াতকে আরও বৃদ্ধি করা এবং সেই হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার আকাঙ্খা প্রকাশ করা। অথবা পাঠক হেদায়াতের যে স্তরে উন্নীত রয়েছে তা থেকে আরও উন্নততর স্তর হাসিলের জন্য কামনা করা। অতএব একজন عارف যখন واصل-এর স্তরে পৌঁছে "আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত কর" বলেন, তখন তার অর্থ হয় ঃ হে প্রভু! আমাকে তোমার সান্নিধ্য লাভের পথে পরিচালিত কর। যাতে আমার তমসাচ্ছন্ন অবস্থা দূরীভূত হয় এবং আমার দৈহিক আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার পবিত্র নূর হাসিল করতে সক্ষম হই এবং তোমার নূরের সাহায্যে তোমাকে অবলোকন করতে পারি।[১২৩]

www.pathagar.com

وَالْاَمْرُ وَالدُّعَاءُ يَتَشَارَكَانِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَيَتَفَاوَتَانِ بِالْاِسْتِعْلَاءِ وَالتَّسَفُّلِ وَقِيْلَ بِالرُّتْبَةِ - وَالسِّرَاطُ مِنْ سَرَطَ الطَّعَامَ اِذَا ابْتَلَعَهُ فَكَاَنَّهُ يَسْرُطُ السَّابِلَةَ وَلِذٰلِكَ سُمِّيَ الطَّرِيْقُ لُقْمًا لِاَنَّهُ يَلْتَقِمُهُمْ وَالصِّرَاطُ مِنْ قَلْبِ السِّيْنِ صَادًا لِيُطَابِقَ الطَّاءُ فِى الْاِطْبَاقِ وَقَدْ يُشَمُّ الصَّادُ صَوْتَ الزَّاىِ لِيَكُوْنَ اَقْرَبَ اِلَى الْمُبْدَلِ عَنْهُ وَقَرَاَ ابْنُ كَثِيْرٍ بِزَوَايَةِ قُنْبُلٍ وَرُقَيْشٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بِالْاَصْلِ وَحَمْزَةُ بِالْاِشْمَامِ وَالْبَاقُوْنَ بِالصَّادِ وَهُوَ لُغَةُ قُرَيْشٍ

---

১২২. হেদায়াতের তৃতীয় স্তরে নবী ও কিতাব প্রেরণ দ্বারা সঠিক পথে হেদায়াতের কথা বলা হয়েছে। নবী-রসূলগণের পূর্ণতার জন্য ওহী, ইল্‌হাম ও সত্য স্বপ্নের প্রয়োজন। এজন্য চতুর্থ স্তরে উক্ত বিষয়গুলোর সাহায্যে হেদায়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এ স্তরটি নবী ও ওলীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট। নবী হেদায়াত পাবেন ওহীর মাধ্যমে, আর ওলীগণ পাবেন ইল্‌হাম এবং সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে। এখানে প্রথমোক্ত আয়াতে নবীগণের কথা বলা হয়েছে এবং পরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র ওলীগণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১২৩. এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। তা এই যে, সূরা ফাতিহা আল্লাহ্‌র বাণী হলেও একে বান্দাদের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। তাই এ যেন বান্দাদেরই বক্তব্য বা প্রার্থনা। বান্দাগণ সূরার প্রথম হতে এ পর্যন্ত আল্লাহ্‌কে উচ্চ স্তরের গুণরাজি দ্বারা গুণান্বিত করেছে। ইবাদত এবং সাহায্য প্রদান তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা পাঠকারী বান্দাগণ হেদায়াতপ্রাপ্ত। এরপর এখানে "আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত কর" বলে প্রাপ্ত বিষয়কে আবার প্রার্থনা করার কি অর্থ হতে পারে? এতে বরং تحصيل حاصل (অর্জিত বস্তু অর্জন করা)-এর প্রশ্ন দেখা দেয়। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এতে تحصيل حاصل-এর প্রশ্ন আসে না। কারণ এর দ্বারা যতটুকু হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে তদপেক্ষা অধিক হেদায়াত কামনা করা হয়েছে। অথবা প্রাপ্ত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সাহায্য চাওয়া হয়েছে। অথবা বর্তমানে হেদায়াতের যে স্তর রয়েছে তার উপরের স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

وَالثَّابِتُ فِي الْاَمَامِ وَجَمْعُهُ سُرُطٌ كَكُتُبٍ وَهُوَ كَالطَّرِيْقِ فِي التَّذْكِيْرِ وَالتَّانِيْثِ وَالْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتَوِيْ وَالْمُرَادُ بِهِ طَرِيْقُ الْحَقِّ وَقِيْلَ هُوَ مِلَّةُ الْاِسْلَامِ -

অনুজ্ঞা (امر) ও দোয়া (دعا) শব্দগত এবং অর্থগত উভয় দিক থেকে পরস্পরের পরিপূরক। তবে এ দুয়ের মাঝে উত্তম ও অধম হওয়ার ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে।[১২৪] صراط শব্দটি লওয়া হয়েছে—سرط الطعام থেকে। খাদ্য গ্রহণকারী যখন তা গিলতে থাকে, তখন তাকে سرط الطعام বলা হয়। অনুরূপভাবে রাস্তাও যেন চলমান কাফেলাকে গিলতে থাকে। এ কারণেই রাস্তাকে لقم বলা হয়। কারণ রাস্তাও পথিকদের লোক্‌মা (গ্রাস) বানায়। سرط-এর س-কে ص দ্বারা পরিবর্তন করে صراط বানানো হয়েছে, যাতে ص সামঞ্জস্যপূর্ণ অক্ষর (حرف مطابقة) হওয়ার ক্ষেত্রে ط-এর অনুরূপ হয়। কখনো কখনো ص-এর উচ্চারণকে ز-এর উচ্চারণের নিকটবর্তী আদায় করা হয়। যেন ص তার مبدل عنه (س)-এর খুব কাছাকাছি হয়ে যায়। কুনবাল ও রুকাইশ উভয়ে ইয়াকুবের সূত্রে যে কিরাআত বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইবনে কাসীর তদনুযায়ী سراط পাঠ করেছেন। তিনি اشمام—همزه করে এবং অবশিষ্ট কারীগণ ص-এর সাহায্যে صراط-পাঠ করেছেন। এটাই কুরাইশদের পঠন পদ্ধতি। مصحف عثماني-তে এভাবেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। سراط-এর বহুবচন سرط যেমন كتاب-এর বহুবচন كتب। صراط শব্দটি طريق-এর অনুরূপ مؤنث ও مذكر উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।[১২৫] مستقيم অর্থ সমান সরল ও সমতল। এখানে صراط المستقيم অর্থ "সঠিক পথ, সত্য পথ", এর অর্থ 'মুসলিম মিল্লাত' বলেও কথিত আছে।

---

১২৪. আমর (امر) অর্থ নির্দেশ। دعاء অর্থ প্রার্থনা। উভয়ের মাঝে দাবী বা চাওয়ার (طلب) অর্থ বিদ্যমান। আশাইরাদের মতে আমির (নির্দেশ প্রদানকারী) বাস্তবে উত্তম হোক বা অধম, সে নিজকে উত্তম মনে করবে। পক্ষান্তরে داعي (প্রার্থনাকারী) যে কোন অবস্থায় নিজকে ছোট মনে করবে। মু'তাযিলাদের মতে নির্দেশ প্রদানকারী নিজকে ছোট মনে করলেও স্বভাবতই সে বড়, পক্ষান্তরে প্রার্থনাকারী নিজকে বড় মনে করলেও বাস্তবে সে ছোট।

১২৫. ইশমাম (اشمام) বলা হয় এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরের সাথে মিলিয়ে দুই ঠোঁট পৃথক রেখে উচ্চারণ করাকে। এখানে صراط শব্দের তিনটি পঠন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে: (ক) প্রকৃত অবস্থায় س-এর সাহায্যে سراط (খ) পরিবর্তিত অবস্থায় ص-এর সাহায্যে صراط (গ) ص-কে ز-এর সাথে ইশমাম করে।

www.pathagar.com

"صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" بَدَلٌ مِنَ الْاَوَّلِ الْكُلِّ وَهُوَ فِىْ حُكْمِ تَكْرِيْرِ الْعَامِلِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ الْمَقْصُوْدُ بِالنِّسْبَةِ وَفَائِدَتُهُ التَّوْكِيْدُ وَالتَّنْصِيْصُ عَلٰى اَنَّ طَرِيْقَ الْمُسْلِمِيْنَ هُوَ الْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ بِالْاِسْتِقَامَةِ عَلٰى اَكَدِّ وَجْهٍ وَاَبْلَغِهٖ لِاَنَّهُ جُعِلَ كَالتَّفْسِيْرِ وَالْبَيَانِ لَهُ فَكَاَنَّهُ مِنَ الْبَيِّنِ الَّذِىْ لَا خَفَاءَ فِيْهِ اَنَّ الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ مَا يَكُوْنُ طَرِيْقَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

"তাদের পথ যাদের তুমি নিআমত দান করেছ।" এ আয়াত তার পূর্ববর্তী আয়াত اهدنا الصراط المستقيم-এর بدل الكل। بدل الكل-এর ক্ষেত্রে مبدل منه-এর فعل-টির نسبت মূলতঃ بدل-এর দিকেই হয়। ফলে এটা تاكيد-এর ফায়দা প্রদান করে এবং এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেয় যে, মুসলমানদের রাস্তাই সেই রাস্তা যা طريق مستقيم বা সরল পথ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। কারণ অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে এ দ্বিতীয় আয়াতটিকে পূর্ববর্তী আয়াতের তাফসীর এবং মূল বক্তব্য হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তাই طريق مستقيم যে একমাত্র মুমিনদেরই পথ, এ বিষয়টি এমন একটি সুস্পষ্ট বিষয়ের রূপ লাভ করেছে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা নেই।[১২৬]

---

১২৬. بدل الكل এমন একটি বিকল্প শব্দ যা প্রথম শব্দের প্রতিনিধিত্বকারী হয়, বা উভয় শব্দের বিষয়বস্তু এক হয়। যেমন—جاء زيد اخوك। এখানে ভাই এবং যায়েদ একই ব্যক্তি। بدل الكل-এর অর্থ হিসেবে صراط الذين انعمت عليهم-কে اهد نا الصراط المستقيم-এর بدل الكل মেনে নিলে একটি জটিলতা দেখা দেয়। যেমন بدل আর مبدل منه অর্থাৎ صراط الذين..... এবং صراط المستقيم একই অর্থ বহন করে। ফলে দুটি বাক্য উল্লেখ না করে সরাসরি اهدنا الصراط الذين انعمت عليهم উল্লেখ করা হলে এক দিকে যেমন উদ্দেশ্য অর্জিত হত, অপর দিকে বাক্যও সংক্ষেপ হতো। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, صراط الذين-কে بدل الكل হিসেবে উল্লেখের কারণে দুটি সুবিধা অর্জিত হয়েছে। প্রথমে مبدل منه-এর عامل-কে পুনরুল্লেখের কারণে فائده-এর تاكيد অর্জিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র মুসলমানদের রাস্তাই সিরাতে মুস্তাকীম এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

www.pathagar.com

وَقِيْلَ "اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" اَلْاَنْبِيَاءُ وَقِيْلَ اَصْحَابُ مُوْسٰى وَعِيْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَبْلَ التَّحْرِيْفِ وَالنَّسْخِ وَقُرِئَ صِرَاطَ مَنْ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -

انعمت عليهم বলে নবীগণকে বুঝান হয়েছে বলেও কথিত আছে। আরও কথিত আছে যে, এখানে হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর ঐসব অনুগামীকে বুঝান হয়েছে, যাঁরা তাঁদের কিতাব বিকৃত ও মানসূখ (রহিত) হওয়ার পূর্বে ঈমানদার ছিলেন।[১২৭] অপর পাঠে صراط من انعمت عليهم উল্লেখ রয়েছে।

---

১২৭. الذين انعمت عليهم বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে, এ নিয়ে তিনটি মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (ক) অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই আয়াতে নবী-রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার লোকদের বুঝানো হয়েছে। এমমে পবিত্র কুর্আনে ইরশাদ হয়েছেঃ

فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ-

"এরা সেইসব লোকের সংগী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ নিআমত দান করেছেন —তারা হচ্ছে নবীগণ, পরম সত্যবাদীগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ-" (সূরা নিসা ঃ ৬৯)।

(খ) অত্র আয়াতে নবী-রসূলগণকে বুঝানো হয়েছে। এর স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করা হয়েছে যে, এখানে منعم عليهم-কে مطلق রাখা হয়েছে। مطلق দ্বারা সাধারণত পূর্নাংগ ব্যক্তিত্ব (فرد كامل)-কে বুঝান হয়। অতএব منعم عليهم -এর ক্ষেত্রে কেবল নবী-রসূলগণই فرد كامل। এতে কোন দ্বিমত নেই।

(গ) হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর কিতাব বিকৃত ও রহিত হওয়ার পূর্বে যারা মুমিন ছিলেন অত্র আয়াতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ পরবর্তী আয়াতে হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর ঐসব উম্মাতকে বুঝান হয়েছে যারা আল্লাহ্র কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে মনগড়া কথা যুক্ত করে তা বিকৃত করে আল্লাহ্র গযবে নিপতিত হয়েছে।

পবিত্র কুর্আনের কোন مجمل আয়াতের تفسير হিসেবে অন্য আয়াত পাওয়া গেলে অর্থাৎ আয়াত দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলে ঐ ব্যাখ্যাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। এ হিসেবে প্রথম বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই পরবর্তী মত দুটিকে এই তফাসীরকার 'কথিত আছে' (قيل) শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করে দুর্বল বর্ণনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

www.pathagar.com

وَالْاِنْعَامُ اِيْصَالُ النِّعْمَةِ وَهِيَ فِي الْاَصْلِ الْحَالَةُ الَّتِيْ يَسْتَلِذُّهَا الْاِنْسَانُ فَاُطْلِقَتْ لِمَا يَسْتَلِذُّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَهِيَ اللِّيْنُ وَنِعَمُ اللّٰهِ وَاِنْ كَانَتْ لَا تُحْصٰى كَمَا قَالَ "وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا" تَنْحَصِرُ فِيْ جِنْسَيْنِ دُنْيَوِيٍّ وَاُخْرَوِيٍّ وَالْاَوَّلُ قِسْمَانِ مَوْهِبِيٌّ وَكَسْبِيٌّ وَالْمَوْهِبِيُّ قِسْمَانِ رُوْحَانِيٌّ كَنَفْخِ الرُّوْحِ فِيْهِ وَاِشْرَاقِهِ بِالْعَقْلِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنَ الْقُوٰى كَالْفَهْمِ وَالْفِكْرِ وَالنُّطْقِ وَجِسْمَانِيٌّ كَتَخْلِيْقِ الْبَدَنِ وَالْقُوَى الْحَالَّةُ فِيْهِ وَالْهَيْئَاتُ الْعَارِضَةُ لَهُ مِنَ الصِّحَّةِ وَكَمَالِ الْاَعْضَاءِ -

انعام বলা হয় নিআমত পৌঁছে দেয়াকে। নিআমত এমন এক অবস্থার নাম যে অবস্থায় মানুষ পরম তৃপ্তি ও স্বাদ উপলব্ধি করে। অতঃপর انعام শব্দটি এমন সব বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেসব বস্তু তৃপ্তি বা স্বাদ উপভোগের কারণ হয়। نعمت শব্দটি نعمت থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ কোমলতা।[১২৮] আল্লাহ্‌র নিআমত সমূহ যদিও সংখ্যার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়, যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ "আমার নিআমত সমূহ তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না"—(সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৪)—তবুও একে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। আবার ইহলৌকিক নিআমত দুভাগে বিভক্ত ঃ আল্লাহ প্রদত্ত নিআমত ও অর্জিত নিআমত। আল্লাহ প্রদত্ত নিআমত আবার দু'প্রকার ঃ আত্মিক—যেমন মানবদেহে রূহ বা আত্মার সঞ্চার করা, আবার আত্মার মাঝে জ্ঞান দান করে জ্ঞানের সাহায্যে যেসব আত্মিক শক্তি সৃষ্টি হয়, যেমন বিবেক-বুদ্ধি ও বাকশক্তি এসব দ্বারা আত্মাকে সুশোভিত করা। এর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে দৈহিক—যেমন দৈহিক কাঠামো তৈরী করা এবং এর মাঝে শক্তিমত্তা সৃষ্টি করা যা মানুষকে কার্যক্ষম রাখে। আর ঐসব অবস্থার সৃষ্টি করা যা দেহে আবর্তিত ও সংযোজিত হয়। যেমন সুস্বাস্থের অধিকারী হওয়া ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া।

www.pathagar.com

وَالْكَسْبِىُّ تَزْكِيَةُ النَّفْسِ عَنِ الرَّذَائِلِ وَتَحْلِيَتُهَا بِالْاَخْلَاقِ وَالْمَلَكَاتِ الْفَاضِلَةِ وَتَزْيِيْنُ الْبَدَنِ بِالْهَيْئَاتِ الْمَطْبُوْعَةِ وَالْحُلَى الْمُسْتَحْسَنَةِ وَحُصُوْلُ الْجَاهِ وَالْمَالِ وَالثَّانِىْ اَنْ يَّغْفِرَ مَا فَرَطَ مِنْهُ وَيَرْضٰى عَنْهُ وَيُبَوِّئَهُ فِىْ اَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ وَالْمُرَادُ هُوَ الْقِسْمُ الْاَخِيْرُ وَمَا يَكُوْنُ وُصْلَةً اِلٰى نَيْلِهِ مِنَ الْقِسْمِ الْاَخِرِ فَاِنَّ مَا عَدَا ذٰلِكَ يَشْتَرِكُ فِيْهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ-

ইহলৌকিক নিআমতের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে অর্জিত (كسبى)। যেমন সর্ব প্রকার অশ্লীলতা হতে আত্মাকে পবিত্র করা এবং সৎচরিত্র ও উত্তম যোগ্যতা দ্বারা আত্মার বিকাশ সাধন করা। দেহকে সুষ্ঠু আকৃতিতে ও সুন্দর অলংকার এবং উত্তম পোশাকে সুসজ্জিত করা এবং ধন-দৌলত ও পদমর্যাদা লাভ করা। পারলৌকিক নিআমত হচ্ছে আল্লাহ পাকের তরফ হতে তাঁর বান্দাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া এবং তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদের সাথে মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তরে অনন্ত কালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা।[১২৯] আয়াতে انعمت عليهم দ্বারা আখেরাতের নিআমত ও তার উছিলাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ দুনিয়ার নিআমত তো মুমিন এবং কাফের উভয়কে দান করা হয়।

---

১২৮. "انعام" শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঃ (ক) ايصال النعمة (নিআমত পৌঁছে দেয়া), (খ) চক্ষু উজ্জ্বল করা, (গ) —نعم (নাআম) বলা। প্রথম অর্থে على দ্বারা متعدى হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অর্থে لام দ্বারা متعدى হয়।

১২৯. আখেরাতের নিআমতকে কেউ কেউ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। موهبى ও كسبى। موهبى যেমন আল্লাহ্ পাকের ক্ষমা এবং ভালোবাসা। كسبى যেমন নিজের কৃতকর্মের ফলাফল। তাফসীরকারদের অধিকাংশের মতে পরকালের সব নিআমতই موهبى। একে كسبى বলা বৈধ হবে না। কারণ আল্লাহ্ পাকের উপর কোন কিছু দান ওয়াজিব নয়। তাই তিনি যা দান করবেন তার সবকিছু তাঁর মেহেরবানী। এ দিকে ইঙ্গিত করেই প্রিয় নবী (স) বলেছেন ঃ الا لن ينجى احدكم بعمله... (সাবধান! তোমাদের কেউ নিজের আমলের...

www.pathagar.com

"غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" بَدَلٌ مِّنَ الَّذِينَ عَلَى مَعْنَى

أَنَّ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ هُمُ الَّذِينَ سَلِمُوا مِنَ الْغَضَبِ وَالضَّلَالِ أَوْ صِفَةٌ لَّهُ

مُبَيِّنَةٌ أَوْ مُقَيِّدَةٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ النِّعْمَةِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ

نِعْمَةُ الْإِيمَانِ وَبَيْنَ نِعْمَةِ السَّلَامَةِ مِنَ الْغَضَبِ وَالضَّلَالِ -

"ঐসব লোকের পথে পরিচালিত করো না, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।" এ আয়াতটি الذين انعمت عليهم-এর بدل হিসেবে উল্লেখ হয়েছে। এর অর্থ হবে ঐসব লোকই নিআমত প্রাপ্ত, যারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করেছে এবং পথভ্রষ্টতা হতে নিরাপদ থেকেছে। অথবা এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের صفة مبينة অথবা صفة مقيدة। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে যারা نعمت مطلقة এবং نعمت كاملة-কে একত্র করতে সক্ষম হয়েছে তারাই প্রকৃত অনুগ্রহপ্রাপ্ত। نعمت مطلقة অর্থাৎ "ঈমান" نعمت كاملة অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি লাভ ও পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষা পাওয়া।[১৩০]

.. বদৌলতে মুক্তি পাবে না)। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি ও? হুজুর (স) বললেন ঃ হাঁ আমিও। তবে আশা করছি আল্লাহ পাক তাঁর মেহেরবানীতে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন)।

১৩০. এখানে بدل বলে بدل الكل বুঝানো হয়েছে। صفت তিন প্রকার (i) صفت كاشفه বা صفت مبينه। এটা موصوف-এর অস্পষ্টতা দূর করে সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। (ii) صفت مقيده এটা সাধারণ موصوف-কে خاص বা নির্দিষ্ট করে দেয়। (iii) صفت مادحه এটা موصوف-এর প্রশংসা বর্ণনা করে।

ঈমান দু'প্রকার ঃ সাধারণ ঈমান (ايمان مطلق) ও পূর্ণাংগ ঈমান (ايمان كامل)। সাধারণ ঈমান অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখে স্বীকৃতি প্রদান করা। পূর্ণাংগ ঈমান বলা হয় আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাথে ঈমানের আলোকে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করা। সাধারণ ঈমানের অধিকার তার মন্দ আমলের কারণে প্রথমে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে, অতঃপর ভাল আমলের বদৌলতে জান্নাতে যাবে। পূর্ণাংগ ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং ايمان مطلق-এর অধিকারীগণের ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ হওয়া শর্ত নয় যা ايمان

www.pathagar.com

وَذٰلِكَ اِنَّمَا يَصِحُّ بِاَحَدِ التَّاوِيْلَيْنِ اِجْرَاءُ الْمَوْصُوْلِ مَجْرَى النَّكِرَةِ اِذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهٖ مَعْهُوْدٌ كَالْمُحَلّٰى فِيْ قَوْلِهٖ : وَلَقَدْ اَمُرُّ عَلَى اللَّئِيْمِ يَسُبُّنِيْ + فَمَضَيْتُ ثُمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِيْنِيْ - وَقَوْلُهُمْ وَاِنِّيْ لَاَمُرُّ عَلَى الرَّجُلِ مِثْلِكَ فَيُكْرِمُنِيْ اَوْ جَعْلِ غَيْرِ مَعْرِفَةً بِالْاِضَافَةِ لِاَنَّهٗ اُضِيْفَ اِلٰى مَالَهٗ ضِدٌّ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِمْ فَيَتَعَيَّنُ تَعَيُّنَ الْحَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ السُّكُوْنِ -

غير المغضوب عليهم-কে নিম্নের দুটো تاويل-এর যে কোন একটির আলোকে صفت বানানো যেতে পারে। (প্রথম تاويل) পূর্বের আয়াতের اسم موصول-কে نكرة-এর স্থলাভিষিক্ত মেনে নিয়ে। অবশ্য এটা তখনই হতে পারে যখন اسم موصول-টি উদ্দেশ্যবিহীন হয়। যেমন কবির কবিতায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে معرف باللام-এর ব্যবহার হয়েছে : "আমি এমন কমিনা লোকদের বস্তি দিয়ে গমন করছিলাম, যারা আমাকে গালি দিচ্ছিল। আমি তখন চলতে চলতে এ কথাই ভাবছিলাম যে, তারা আমাকে গালি দিচ্ছে, আমি সেই লোক নই।" এ ছাড়া আরবদের বক্তব্য : "আমি তোমারই মত এক লোকের নিকট গমন করেছি, সে আমাকে সম্মান করেছে।" (দ্বিতীয় تاويل— غير শব্দটি مضاف হওয়ার কারণে একে معرفة বানিয়ে। কারণ একে এমন اسم-এর দিকে اضافت করা হয়েছে যে اسم-টি তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী (অর্থাৎ منعم عليهم)। ফলে এটা এমনভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে যেমন غير السكون বলা হলে حركت নির্দিষ্ট হয়ে যায়।[১৩১]

كامل-এর অধিকারীগণের জন্য একান্ত জরুরী শর্ত। এ কারণেই غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলে فاسقين-কে পৃথক করে مؤمنين كاملين-কে انعمت عليهم-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৩১. এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, صفت-এর মাঝে تنكير ও تعريف-এর সমতা প্রয়োজন। এখানে الذين انعمت عليهم—معرفة, কিন্তু غير المغضوب عليهم—نكرة। ফলে এ দুটি বাক্য কিভাবে পরস্পরের صفت এবং موصوف হতে পারে? উত্তরে বলা হয়েছে যে, বর্ণিত দুটি تاويل-এর আলোকে ......غير المغضوب-কে معرفة বানানো যেতে পারে।...

www.pathagar.com

وَعَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ نَصْبُهٗ عَلَى الْحَالِ عَنِ الضَّمِيْرِ الْمَجْرُوْرِ وَالْعَامِلُ "اَنْعَمْتَ" اَوْ بِاضْمَارِ "اَعْنِىْ" اَوْ بِالْاِسْتِثْنَاءِ اِنْ فُسِّرَ النِّعَمُ بِمَا يَعُمُّ الْقَبِيْلَتَيْنِ وَالْغَضَبُ ثَوَرَانُ النَّفْسِ عِنْدَ اِرَادَةِ الْاِنْتِقَامِ فَاِذَا اُسْنِدَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اُرِيْدَ بِهِ الْمُنْتَهٰى وَالْغَايَةُ عَلٰى مَا مَرَّ وَ"عَلَيْهِمْ" فِىْ مَحَلِّ الرَّفْعِ لِاَنَّهٗ نَائِبٌ مَنَابَ الْفَاعِلِ بِخِلَافِ الْاَوَّلِ وَلَا مَزِيْدَةٌ لِتَاْكِيْدِ مَا فِىْ غَيْرِ مِنْ مَعْنَى النَّفْىِ فَكَاَنَّهٗ قَالَ لَا الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ وَلِذٰلِكَ جَازَ اَنَا زَيْدًا غَيْرُ ضَارِبٍ وَاِنِ امْتَنَعَ اَنَا زَيْدًا مِثْلُ ضَارِبٍ وَقُرِئَ "غَيْرِ الضَّآلِّيْنَ" -

আবু কাসীর হতে বর্ণিত আছে যে, غير المغضوب عليهم বাক্যাংশ ضمير مجرور দ্বারা حال হওয়ার কারণে انعمت عليهم বাক্যাংশের منصوب হবে। আর انعمت হবে عامل অথবা উহ্য اعنى বা استثناء-এর কারণে منصوب হবে। অবশ্য استثناء-এর নিয়মটি তখনই বৈধ হবে, যখন نعمت দ্বারা উভয় জগতের নিআমত বুঝান হবে। غضب অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে শোণিত ধারায় উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া। এ শব্দটি আল্লাহ্‌র দিকে نسبت করা ..

...আবার—الذين انعمت عليهم-কেও نكرة বানানো যেতে পারে। অর্থাৎ প্রথম ব্যাখ্যার আলোকে الذين-কে نكرة-এর স্থলাভিষিক্ত মেনে নিলে দুটি বাক্যই نكرة হয়ে যায়। আবার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে غير-কে معرفة বানিয়ে নিলে দুটি বাক্যই معرفة হয়ে যায়। ফলে পরস্পরের صفت এবং موصوف হওয়ার পথে আর কোন বাধা থাকে না। আল্লামা বায়যাবী তাঁর প্রথম ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত হিসাবে দুটি প্রমাণ পেশ করেছেন। প্রথম দৃষ্টান্তে اللئيم-এর الف لام عهد ذهنى -কে نكرة হিসাবে গ্রহণ করে يسبنى-কে তার صفت বানানো হয়েছে। অনুরূপ-ভাবে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে الرجل-এর الف لام-কে نكرة মেনে নিয়ে مثلك-কে তার صفت বানানো হয়েছে।

www.pathagar.com

হলে এর অর্থ হবে غضب-এর শেষ পরিণতি। অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণ করা। যেমন رحمن ও رحيم-এর ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। غير المغضوب عليهم -এর غير শব্দটিতে যে نفى-এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে, সে অর্থে تاكيد সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ولا الضالين -এর لا-কে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে বাক্যটি যেন এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে لا المغضوب عليهم ولا الضالين।[১৩২] غير শব্দটি نفى -এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণেই انا زيدا غير ضارب এখানে زيد-কে পূর্বে উল্লেখ করা বৈধ হয়েছে। যদিও انا زيدا مثل ضارب বৈধ নয়।[১৩৩] ولا لضالين-এর স্থলে غير الضالين-এভাবেও একটি কিরাআত রয়েছে।

وَالضَّلَالُ الْعُدُوْلُ عَنِ الطَّرِيْقِ السَّوِيِّ عَمْدًا اَوْ خَطَاءً وَلَهٗ عَرْضٌ عَرِيْضٌ

وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ اَدْنَاهُ وَاَقْصَاهُ كَثِيْرٌ وَقِيْلَ "اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ" اَلْيَهُوْدُ لِقَوْلِهٖ

تَعَالٰى "فَمِنْهُمْ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ" "وَالضَّالِّيْنَ" النَّصَارٰى

لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا" وَقَدْ رُوِىَ مَرْفُوْعًا وَيَتَّجِهُ

اَنْ يُّقَالَ "اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ" اَلْعُصَاةُ وَالضَّالُّوْنَ الْجَاهِلُوْنَ بِاللّٰهِ لِاَنَّ

---

১৩২. এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, ولا الضالين-এর لا অক্ষরটি অতিরিক্ত। এ ধরনের لا-কে واو দ্বারা সংযুক্তি বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত করা হয়। কিন্তু এখানে غير المغضوب معطوف عليه অর্থাৎ শব্দটি مغائرة-এর অর্থে এসেছে। তাই এ عطف-টি কিভাবে বৈধ হতে পারে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, غير শব্দটি مغائرة-এর ন্যায় نفى-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসাবেই এখানে غير অর্থ لا ধরে নিয়ে দ্বিতীয় لا-টি প্রথম لا-এর تاكيد হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩৩. এখানে غير শব্দটি لا-এর অর্থে ব্যবহারের বৈধতা দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, غير শব্দটি لا-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারনেই انا زيدا غير ضارب বাক্যটি বিশুদ্ধ হয়েছে, যেমন انا زيدا لا ضارب বিশুদ্ধ। কারণ لا মূলতঃ حرف (অব্যয়)। কিন্তু انا زيد مثل ضارب বাক্যটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ এখানে مثل—مضاف-এর উপর ضارب—مضاف اليه-এর معمول অর্থাৎ زيد-কে مقدم করা হয়েছে।

www.pathagar.com

الْمُنْعَمَ عَلَيْهِ مَنْ وُفِّقَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ لِذَاتِهِ وَالْخَيْرِ لِلْعَمَلِ بِهِ فَكَانَ الْمُقَابِلُ لَهُ مَنِ اخْتَلَّ اِحْدٰى قُوَّتَيْهِ الْعَاقِلَةِ وَالْعَامِلَةِ وَالْمُخِلُّ بِالْعَمَلِ فَاسِقٌ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فِى الْقَاتِلِ عَمْدًا "وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ" وَالْمُخِلُّ بِالْعِلْمِ جَاهِلٌ ضَالٌّ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى "فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ"۔

ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলক্রমে সমতল (সরল সঠিক) পথ থেকে বক্র পথে ধাবিত হওয়াকে ضلال বলে। এর সীমারেখা বিস্তীর্ণ। এর ঊর্ধ্ব স্তর এবং নিম্ন স্তরের মাঝে রয়েছে বিশাল ব্যবধান। কারো কারো মতে مغضوب عليهم দ্বারা ইহুদীদের বুঝান হয়েছে। কারণ এর সমর্থনে আল্লাহ্ তাআলার বাণী রয়েছে ঃ "যাদের উপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তাঁর অসন্তোষ নাযিল হয়েছে—(সূরা মায়েদা ঃ ৬০)। আর الضالين দ্বারা খৃস্টানদের বুঝান হয়েছে। কারণ এর সমর্থনে আল্লাহ্র বাণী ঃ "তারা ইতিপূর্বে গোমরাহ হয়ে গেছে এবং অনেক লোককে গোমরাহ করেছে"—(সূরা মায়েদা ঃ ৭৭)। তা ছাড়া এর সমর্থনে একটি মারফ্ হাদীসও রয়েছে। অত্র তাফসীরকারের মতে এভাবে বলাই উত্তম হবে যে,—مغضوب عليهم দ্বারা নাফরমান এবং ضالين দ্বারা এমন সব লোকদের বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কারন منعم عليه তাদেরকেই বলা যেতে পারে, যাদের মাঝে আল্লাহ্র পরিচয় লাভের জন্য সত্য জ্ঞান এবং বাস্তব আমলের জন্য উত্তম বুদ্ধি, এ দুয়ের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ফলে قوت عاملة এবং قوت عاقلة এ দুটি জ্ঞানের যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে منعم عليه বলা যাবে না। কারণ যে ব্যক্তি قوت عاقلة থেকে মুক্ত সে আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত فاسق। এ কারণেই আল্লাহ পাক ইচ্ছাকৃত-ভাবে হত্যাকারীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তার উপর আল্লাহ্র গযব ও অভিশাপ" —(সূরা নিসা ঃ ৯৩)। আর যে ব্যক্তি قوت عاملة হতে মুক্ত সে অজ্ঞ এবং পথভ্রষ্ট। কারণ আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে বলেছেন, "মহা সত্যের পর সুস্পষ্ট গোমরাহী ছাড়া আর কিইবা অবশিষ্ট থাকে"—(সূরা ইউনুস ঃ ৩২)।

www.pathagar.com

وَقُرِئَ وَلَا الضَّآلِّيْنَ بِالْهَمْزَةِ عَلٰى لُغَةِ مَنْ جَدَّ فِى الْهَرْبِ مِنْ
اِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ- "اٰمِيْنَ" اِسْمُ الْفِعْلِ الَّذِىْ هُوَ اِسْتَجِبْ وَعَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا "سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) عَنْ مَعْنَاهُ فَقَالَ افْعَلْ"
بُنِىَ عَلَى الْفَتْحِ كَاَيْنَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَجَاءَ مَدُّ اَلِفِهِ وَقَصْرُهَا قَالَ :

وَيَرْحَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ اٰمِيْنَا — وَقَالَ اٰخَرُ اٰمِيْنَ فَزَادَ اللّٰهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدًا -

কেউ কেউ ওয়ালাদ-দাল্লীন (ولا الضالين)-কে همزة সহ (ওয়ালাদ-দাআল্লীন পাঠ করেছেন। যাঁরা দুটি সাকীনের একত্রীকরণ (اجتماع ساكنين) আপত্তিকর মনে করেন এটা তাদের কিরাআত।

'আমীন' শব্দটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (اسم فعل) অর্থাৎ استجب—فعل-এর সমার্থক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "আমি মহানবী (স)-কে امين -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেনঃ এর অর্থ "افعل (হে প্রভু আমার কর্ম সম্পাদন কর)।" আমীন শব্দে দুটি সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে শেষ অক্ষর فتح-এর উপরে مبنى হয়েছে। যেমন اين। আমীন -এর الف-কে টেনে বা না টেনে উভয় রীতিতে পড়া যায়। টেনে যেমন ويرحم الله عبدا قال امينا।[১৩৪] না টেনে যেমন امين فزاد الله ما بيننا بعدا।[১৩৫]

---

১৩৪. يَا رَبِّ لَا تَسْلُبَنِىْ حُبَّهَا اَبَدًا
وَيَرْحَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ اٰمِيْنَا

"হে প্রভু! তুমি তার ভালোবাসাটুকু আমার থেকে কোনদিন ছিনিয়ে নিও না। আর যারা আমার এ প্রার্থনার সাথে 'আমীন' বলে তাদের উপর তুমি রহম কর।"

১৩৫. تَبَاعَدَ عَنِّىْ فُطْحُلٌ اِذْ دَعَوْتُهُ
اَمِيْنَ فَزَادَ اللّٰهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدًا

"প্রয়োজনের সময় আমি যখন ফাতহাল-কে আহবান করেছিলাম, তখন সে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে দূরে সরে গেছে। ফলে এ দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পেতে থাকুক। হে প্রভু! তুমি এ দোয়া কবুল কর।"

www.pathagar.com

وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وِفَاقًا لٰكِنَّ يُسَنُّ خَتْمُ السُّوْرَةِ بِهٖ لِقَوْلِهٖ (ع) عَلَّمَنِىْ جِبْرِيْلُ "اٰمِيْنَ" عِنْدَ فَرَاغِىْ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَقَالَ "اِنَّهٗ كَالْخَتْمِ عَلَى الْكِتَابِ، وَفِىْ مَعْنَاهُ قَوْلُهٗ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ "اٰمِيْنَ" خَاتَمُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ خَتَمَ بِهٖ دُعَاءَ عَبْدِهٖ" يَقُوْلُهُ الْاِمَامُ وَيَجْهَرُ بِهٖ فِى الْجَهْرِيَّةِ لِمَا رُوِىَ عَنْ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍ "اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم كَانَ اِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّآلِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهٗ"- وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَنَّهٗ لَا يَقُوْلُهٗ وَالْمَشْهُوْرُ عَنْهُ اَنَّهٗ يُخْفِيْهِ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُغَفَّلٍ وَاَنَسٍ وَالْمَاْمُوْمُ يُؤَمِّنُ مَعَهٗ لِقَوْلِهٖ (ع) "اِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلَا الضَّآلِّيْنَ قُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُوْلُ اٰمِيْنَ فَمَنْ وَّافَقَ تَاْمِيْنُهٗ تَاْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

اٰمِيْن শব্দটি পবিত্র কুরআনের অংশ নয়। এ বিষয়ে সবাই একমত। তবে 'আমীন' বলে সূরা ফাতিহা শেষ করা সুন্নাত। কারণ প্রিয়নবী (স) বলেছেনঃ "জিবরাঈল (আ) আমাকে সূরা ফাতিহার শেষে 'আমীন' বলা শিখিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আমীন পত্রের সীলমোহর সমতুল্য।" এ ছাড়া হযরত আলী (রা) বলেছেন, "আমীন শব্দটি আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের মোহর। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রার্থনা আমীন দ্বারা সমাপ্ত করেছেন।" একক নামাযীর ন্যায় জামাআতে ইমাম সাহেবও 'আমীন' বলবেন। নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পাঠ করা হলে আমীনও উচ্চস্বরে বলতে হবে। কারণ হযরত ওয়ায়েল ইব্নে হুজর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, "মহানবী (স) وَلَا الضَّالِّيْن পাঠ করার পর উচ্চস্বরে আমীন বলতেন।" ইমাম আযম (রহ)-এর এক বর্ণনায় ইমামের اٰمِيْن উচ্চারণ না করার কথা

www.pathagar.com

উল্লেখ রয়েছে। তবে এ সম্পর্কে তাঁর প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, ইমাম অস্পষ্ট স্বরে আমীন বলবেন। কারণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) ও হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনায় অনুরূপ উল্লেখ আছে।[১৩৬] ইমামের সাথে মুক্তাদীগণও আমীন বলবে। কারণ মহানবী (স) বলেছেন ঃ " ইমাম যখন ولا الضالين বলে তোমরা তখন আমীন বল। কেননা এ সময় ফেরেশতারাও আমীন বলে থাকে। অতএব যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন-এর সাথে সাথে হয় তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।"

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ "اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِاُبَيٍّ اَلَا اُخْبِرُكَ بِسُوْرَةٍ لَمْ تُنْزَلْ فِى التَّوْرَاةِ وَلَا الْاِنْجِيْلِ وَلَا الْقُرْاٰنِ مِثْلُهَا؟ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ اِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ"- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذْ اَتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ "اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِىٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ حَرْفًا مِنْهَا اِلَّا اُعْطِيْتَهُ"- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "اِنَّ الْقَوْمَ يَبْعَثُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا فَيَقْرَأُ صَبِىٌّ مِّنْ صِبْيَانِهِمْ فِى الْكِتَابِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ فَيَسْمَعُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيَرْفَعُ عَنْهُمْ بِذٰلِكَ الْعَذَابَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً"-

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (স) হযরত উবাই (রা)-কে বললেনঃ হে উবাই! আমি কি তোমাকে এমন একটি সূরা সম্পর্কে বলব—যার অনুরূপ কোন সূরা তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল বা কুরআনে নাযিল হয়নি? উবাই (রা) আরজ করলেন, বলুন ইয়া রসূলাল্লাহ্। তিনি বললেনঃ তা হচ্ছে ফাতিহাতুল কিতাব। এটা বারবার পঠিত আয়াত সপ্তক এবং কুরআনে আজীম যা আমাকে দান করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, "একদা আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তার নিকট একজন ফেরেশতা এসে বললেনঃ আমি আপনাকে এমন দুটি নূরের সুসংবাদ দেব যা আপনাকে ছাড়া পূর্বের কোন নবীকে দেয়া হয়নি। তা হচ্ছে ফাতিহাতুল কিতাব এবং সূরা বাকারার শেষ অংশ। এর একটি অক্ষর কেউ পাঠ করলে তাকে এ নূর প্রদান করা হবে। হযরত হুযাইফা ইব্নুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহ পাক কোন এক গোত্রের উপর সুনিশ্চিত এবং পূর্ব নির্ধারিত আযাব নাযিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এসময় তাদের একটি ছোট বালক الحمد لله رب العلمين পাঠ করে। আল্লাহ পাক বালকের এই পাঠ শ্রবণ করেন এবং চল্লিশ বৎসরের জন্য তাদের আযাব স্থগিত করেন।[১৩৭]

---

১৩৬. একই বক্তব্য সম্বলিত একটি হাদীস হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল -এর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছেঃ

عن علقمة بن وائل عن ابيه انه صلى مع رسول الله (صلعم) فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين واخفا بها صوته-

"আলকামা ইবনে ওয়ায়েল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা ওয়ায়েল (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে নামায পড়লেন। তিনি غير المغضوب عليهم ولا الضالين পর্যন্ত পৌঁছে অনুচ্চস্বরে আমীন বললেন।"

১৩৭. সূরা ফাতিহার ফযীলাত সম্পর্কে আরও বহু হাদীস রয়েছে। এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ আমি নামাযকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে বণ্টন করে নিয়েছি। আমার বান্দা আমার কাছে যা চায় আমি তা দিয়ে থাকি। বান্দা যখন বলে, الحمد لله رب العلمين-তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো। বান্দা যখন বলে, الرحمن الرحيم আল্লাহ তখন বলেনঃ বান্দা আমার গুনগান বর্ণনা করল ... ...।

-O সমাপ্ত O-

www.pathagar.com